গবেষণা সিরিজ-১২

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

ইসলামের নির্ভূল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা

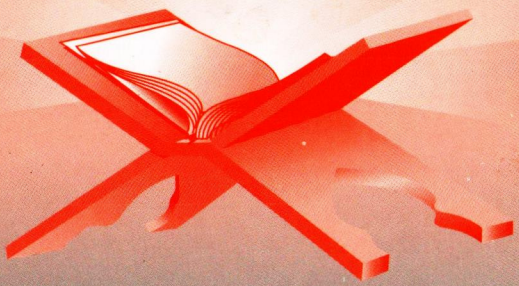

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান
F.R.C.S (Glasgow)

কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মূলা

প্রফেসর ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমান

F.R.C.S (Glasgow)

জেনারেল ও ল্যাপারোসকপিক সার্জন

প্রফেসর অফ সার্জারী

ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

ঢাকা, বাংলাদেশ

www.pathagar.com

পুরো কুরআন শরীফ তথা ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয়সহ আরো অনেক বিষয় জানার পর আমি ভীষণ অবাক হয়ে গেলাম, ইসলাম সম্বন্ধে কুরআনের বক্তব্য আর সাধারণ মানুষের ধারণার মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য দেখে।

এ ব্যাপক পার্থক্যই আমার মধ্যে এ ব্যাপারে কলম ধরার দায়িত্ববোধ জাগিয়ে দিচ্ছিল। সর্বোপরি, কুরআনের এই আয়াত আমাকে লিখতে বাধ্য করল–

إِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ الْكِتَابِ وَيَشْتَرُوْنَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيْلاً ۙ أُوْلٰئِكَ مَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ إِلاَّ النَّارَ وَلاَ يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّيْهِمْ ۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ.

অর্থ: 'নিশ্চয়ই যারা, আল্লাহ (তাঁর) কিতাবে যা নাযিল করেছেন তা গোপন করে এবং বিনিময়ে অল্প মূল্য গ্রহণ করে, তারা যেন পেট আগুন দিয়ে ভরে। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না এবং তাদের পবিত্রও করবেন না। আর তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।' (বাকারা : ১৭৪)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ বলছেন, তিনি কুরআনে যে সব বিধান নাযিল করেছেন, জানা সত্ত্বেও যারা সেগুলো বলে না বা মানুষকে জানায় না এবং এর বিনিময়ে সামান্য কিছু পায় (অর্থাৎ সামান্য অর্থ, সুযোগ-সুবিধা বা খ্যাতি ইত্যাদি পায়), তারা যেন তাদের পেট আগুনে ভরলো। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলবেন না (ঐ দিন এটি একটি সাংঘাতিক দুর্ভাগ্য হবে) এবং তাদের পবিত্র করা হবে না (অর্থাৎ তাদের ছোট-খাট গুনাহও মাফ করা হবে না। কিয়ামতের দিন আল্লাহ মানুষের ছোট-খাট গুনাহ মাফ করে দিবেন। কিন্তু যারা কুরআন জেনে তা গোপন করবে, তাদের তা করা হবে না)। তাদের জন্যে রয়েছে কঠিন শাস্তি।

তাই কুরআন জেনে তা মানুষকে না জানানোর জন্যে কিয়ামতে যে কঠিন অবস্থা হবে, তা থেকে বাঁচার জন্যে আমি ডাক্তার হয়েও এ বিষয়ে কলম ধরেছি।

লেখার সিদ্ধান্ত নেয়ার পর কুরআনের বক্তব্যগুলোকে কিভাবে উপস্থাপন করা যায়, এটা নিয়ে দ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। এমতাবস্থায় সূরা আরাফের ২নং আয়াতটি আমার মনে পড়ল। আয়াতটি হচ্ছে–

كِتَابٌ أُنْزِلَ إِلَيْكَ فَلاَ يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِتُنْذِرَ بِهِ .

www.pathagar.com

অর্থ: এটা (আল-কুরআন) একটি কিতাব। এটি তোমার ওপর নাযিল করা হয়েছে এ জন্যে যে, এর বক্তব্য দ্বারা তুমি মানুষকে সতর্ক করবে, ভয় দেখাবে। তাই (কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে) তোমার অন্তরে যেন কোন প্রকার দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদি না আসে।

ব্যাখ্যা: কুরআনের বক্তব্য দিয়ে মানুষকে সতর্ককারীর অন্তরে দুটো অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে–

১. কুরআনের বক্তব্যের যথার্থতার ব্যাপারে মনে সন্দেহ বা দ্বিধা দেখা দিতে পারে। এ অবস্থা অপেক্ষাকৃত কম।

২. বক্তব্য বিষয়টি যদি সমাজের প্রচলিত ধারণার সঙ্গে অসামঞ্জস্যশীল বা বিপরীত হয়, তবে প্রতিরোধ বা বিরোধিতার সম্মুখীন হওয়া অথবা বেতন, দান-খয়রাত বা নজর-নিয়াজ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় হতে পারে। এ অবস্থাটি খুবই বিরাজমান।

এ দুই অবস্থাকে (বিশেষ করে ২য়টিকে) এড়ানোর (Overcome) জন্যে সাধারণ প্রবণতা হচ্ছে, কুরআনের যে বক্তব্যগুলো সমাজের প্রচলিত ধারণার বিপরীত, সেগুলোকে লুকিয়ে ফেলা অথবা তার বক্তব্যকে এমনভাবে ঘুরিয়ে বলা, যাতে বিরোধিতা কম আসে বা সবার জন্যে তা গ্রহণযোগ্য হয়। এটি বর্তমান বিশ্বের মুসলিমদের দুরবস্থার একটি প্রধান কারণ। কুরআন দিয়ে মানুষকে সতর্ক করার ব্যাপারে এই ভীষণ ক্ষতিকর কর্মপদ্ধতি দুটো সমূলে উৎপাটন করার জন্যে আল্লাহ এই আয়াতে রাসূলের (সা.) মাধ্যমে মুসলিমদের বলেছেন, মানুষকে সতর্ক করার সময় দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ভয়-ভীতি ইত্যাদির মধ্যে পড়ে তোমরা কখনই কুরআনের বক্তব্যকে লুকাবে না বা ঘুরিয়ে বলবে না।

কুরআনের অন্য জায়গায় (গাশিয়াহ: ২২, নিসা: ৮০) আল্লাহ রাসূলকে (সা.) বলেছেন, পৃথিবীর সকল মানুষ কখনই কোনো একটি বিষয়ে একমত হবে না। তাই তুমি কুরআনের বক্তব্য (না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে) মানুষের নিকট উপস্থাপন করবে। যারা তা গ্রহণ করবে না, তাদের তা গ্রহণ করতে বাধ্য করার জন্যে পুলিশের ন্যায় কাজ করা তোমার কাজ নয়। কুরআনের এই সব বক্তব্য জানার পর আমি সিদ্ধান্ত নেই, আমার কথা বা লেখনীতে কুরআনের বক্তব্য না লুকিয়ে, না ঘুরিয়ে সরাসরি উপস্থাপন করব।

কুরআন শরীফ পড়া শেষ করেই আমি লিখতে চেয়েছিলাম কিন্তু হাদীস না পড়ে কলম ধরতে মন চাইল না। তাই আবার হাদীস পড়তে আরম্ভ করি। হাদীস, বিশেষ করে মেশকাত শরীফ (যেখানে সিয়াহ সিত্তার প্রায় সমস্ত হাদীস

www.pathagar.com

এবং তার বাইরেরও অনেক হাদীসের বর্ণনা আছে) বিস্তারিত পড়ার পর আমি লেখা আরম্ভ করি। বর্তমান লেখা আরম্ভ করি ১৭.০৬.২০০১ তারিখে।

এই পুস্তিকা বাস্তবে রূপ দান করার ব্যাপারে অনেকেই, বিশেষ করে 'কুরআনিআ' (কুরআন নিয়ে উন্মুক্ত আলোচনা) অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী সম্মানিত ভাই ও বোনেরা নানাভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন। আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে দোয়া করি, তিনি যেন এ কাজকে তাদের নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন। 'কুরআনিআ' অনুষ্ঠানটি প্রতি ইংরেজি মাসের প্রথম শুক্রবার সকাল ১০টায় (BIAM) মিলনায়তন, মাল্টি পারপাস হল, ৬৩ নিউ ইস্কাটন, ঢাকা, বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয়।

নবী-রাসূল (আ.) বাদে পৃথিবীতে আর কেউ ভুল-ভ্রান্তির উর্ধ্বে নয়। তাই আমারও ভুল হতে পারে। শ্রদ্ধেয় পাঠকবৃন্দের নিকট অনুরোধ, যদি এই লেখায় কোনো ভুল-ত্রুটি ধরা পড়ে, আমাকে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব এবং সেটি সঠিক হলে, পরবর্তী সংস্করণে তা ছাপানো হবে ইনশাআল্লাহ।

আল্লাহ যেন আমার এ সামান্য খেদমত কবুল করেন এবং এটিকে পরকালে নাজাতের অছিলা বানিয়ে দেন–এ প্রার্থনা করে এবং আপনাদের দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

ম. রহমান

www.pathagar.com

পুস্তিকার তথ্যের উৎসসমূহ

ইসলামী জীবন বিধানে যে কোন বিষয়ে তথ্যের মূল উৎস তিনটি– আল-কুরআন, আল-হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি। পুস্তিকার জন্যে এই তিনটি মূল উৎস থেকেই তথ্য নেয়া হয়েছে। তাই চলুন প্রথমে উৎস তিনটি সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ কিছু কথা জেনে নেয়া যাক, যা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে মাধ্যম তিনটিকে যথাযথভাবে ব্যবহারের ব্যাপারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ-

ক. আল-কুরআন

কোন কিছু পরিচালনার মৌলিক বিষয়সমূহের নির্ভুল উৎস হচ্ছে ঐটি, যা তার সৃষ্টিকারক বা প্রস্তুতকারক লিখে দেন। লক্ষ্য করে থাকবেন, আজকাল ইঞ্জিনিয়াররা কোন জটিল যন্ত্র বানিয়ে বাজারে ছাড়লে তার সঙ্গে ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়গুলো সম্বলিত একটা বই বা ম্যানুয়াল পাঠান। ইঞ্জিনিয়াররা ঐ কাজটা এ জন্যে করেন যে, ভোক্তারা যেন ঐ যন্ত্রটা চালানোর মৌলিক বিষয়ে ভুল করে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। এই বুদ্ধিটা ইঞ্জিনিয়াররা পেয়েছে মহান আল্লাহ থেকে। আল্লাহই মানুষ সৃষ্টি করে দুনিয়ায় পাঠানোর সময় তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়াবলী সম্বলিত ম্যানুয়াল বা কিতাব সঙ্গে পাঠিয়ে এ ব্যাপারে প্রথম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। এটা আল্লাহ এ জন্যে করেছেন যে, মানুষ যেন তাদের জীবন পরিচালনার মৌলিক বিষয়গুলোতে ভুল করে দুনিয়া ও আখিরাতে চরম দুর্ভোগে না পড়ে। আল্লাহর ঐ কিতাবের সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল-কুরআন। আল্লাহর এটা ঠিক করা ছিল যে, রাসূল মুহাম্মদ (সা.)-এর পর আর কোন নবী-রাসূল (আ.) দুনিয়ায় পাঠাবেন না। তাই তাঁর মাধ্যমে পাঠানো আল-কুরআনের বিষয়গুলো যাতে রাসূল (সা.) দুনিয়া থেকে চলে যাওয়ার পর, সময়ের আবর্তে, মানুষ ভুলে না যায় বা তাতে কোন কমবেশি না হয়ে যায়, সে জন্যে কুরআনের আয়াতগুলো নাযিল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লিখে ও মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা তিনি রাসূলের (সা.) মাধ্যমে করেছেন। তাই শুধু আজ কেন, হাজার হাজার বছর পরেও যদি মানুষ তাদের জীবন পরিচালনার সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নির্ভুলভাবে জানতে চায়, তবে কুরআন শরীফ বুঝে পড়লেই তা জানতে পারবে।

যে সকল বিষয়ের উপরে কুরআনে একাধিক আয়াত আছে ঐ সব বিষয়ের ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম হচ্ছে, সব ক'টি আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে (Final) সিদ্ধান্তে আসা। কারণ, পারিপার্শ্বিক অবস্থা বিবেচনা

www.pathagar.com

করে কোন বিষয়ের একটা দিক এক আয়াতে এবং আর একটা দিক অন্য আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে অথবা একটি আয়াতে বিষয়টি সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এ জন্যেই ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসীর প্রমুখ মনীষী বলেছেন, কুরআনের তাফসীরের সর্বোত্তম পন্থা হচ্ছে কুরআনের তাফসীর কুরআন দ্বারা করা। তবে এ পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে, একটি আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন অন্য আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গতিশীল হয়, বিরোধী না হয়। কারণ, সূরা নিছার ৮২ নং আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে পরস্পরবিরোধী কোন কথা নেই।

আলোচ্য বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে বিভিন্ন তথ্য আছে। আল-কুরআনের সেই তথ্যগুলোকে আমি এই পুস্তিকার তথ্যের মূল উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছি।

খ. আল-হাদীস

কুরআনের বক্তব্যগুলোর বাস্তব রূপ হল রাসূল (সা.)-এর জীবনচরিত বা সুন্নাহ। তাই কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা যদি কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তে না আসা যায়, তবে সুন্নাহর সাহায্য নিতে হবে। সুন্নাহকে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে হাদীসে। এ জন্যে হাদীসকে এই পুস্তকে তথ্যের ২য় উৎস হিসাবে ধরা হয়েছে।

হাদীসের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের বিপরীত হয়, তবে নির্দ্বিধায় সেই হাদীসটিকে মিথ্যা বা বানানো হাদীস বলে অথবা তার প্রচলিত ব্যাখ্যাকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে। সে হাদীসের বর্ণনাকারীগণ যতই গুণান্বিত হোক না কেন। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা বা কাজ রাসূল (সা.) কোনক্রমেই বলতে বা করতে পারেন না। পক্ষান্তরে কোন হাদীসের বক্তব্য যদি কুরআনের কোন বক্তব্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয়, তবে সেই হাদীসটিকে শক্তিশালী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে। তার বর্ণনাকারীগণের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও।

কুরআনের বিষয়গুলো ব্যাখ্যা করা ছাড়াও রাসূল (সা.) আরো কিছু বিষয় বলেছেন, করেছেন বা অনুমোদন দিয়েছেন যা কুরআনে নেই বা সেগুলো কুরআনের কোন বক্তব্যের ব্যাখ্যা বা বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়ও নয়। এগুলো হচ্ছে ইসলামী জীবন বিধানের অমৌলিক বা আনুষঙ্গিক বিষয়।

www.pathagar.com

হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌছাতে হলে ঐ বিষয় বর্ণিত সকল হাদীস পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছাতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় খেয়াল রাখতে হবে শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য দুর্বল হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত (Cancel) করে দেয়।

গ. বিবেক-বুদ্ধি

আল-কুরআনের সূরা আশ-শামছের ৭-১০ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন–

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوَّاهَا. فَأَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا.قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا.

অর্থ: শপথ মানুষের মনের এবং সেই সত্তার যিনি তাকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে ইলহামের মাধ্যমে পাপ ও সৎ কাজের জ্ঞান দিয়েছেন। যে তাকে উৎকর্ষিত করল সে সফল হল। আর যে তাকে অবদমিত করল সে ব্যর্থ হল।

ব্যাখ্যা: এখানে প্রথমে আল্লাহ্ জানিয়েছেন তিনি মানুষের মনকে সঠিক গঠনে সৃষ্টি করেছেন। তারপর বলেছেন তিনি ইলহাম তথা অতিপ্রাকৃতিকভাবে ঐ মনকে কোনটি ভুল (পাপ) এবং কোনটি সঠিক (সৎ কাজ) তা জানিয়ে দেন। এরপর বলেছেন যে ঐ মনকে উৎকর্ষিত করবে সে সফলকাম হবে এবং যে তাকে অবদমিত করবে সে ব্যর্থ হবে। মানুষের এই মনকে বিবেক এবং বিবেক নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিকে বিবেক-বুদ্ধি বলে।

আর এই বিবেকের ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর বক্তব্য হচ্ছে–

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلوةُ وَ السَّلاَمُ لِوَابِصَةَ (رض) جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاِثْمِ ؟ قَالَ نَعَمْ، قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ. وَ قَالَ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلاَثًا. اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَاطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَالاِثْمُ مَا حَاكَ فِي النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِي الصَّدْرِ وَاِنْ اَفْتَاكَ النَّاسُ.

অর্থ: রাসূল (সা.) ওয়াবেছা (রা.) কে বললেন, তুমি কি আমার নিকট নেকি ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো: হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আংগুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার নিজের নফস ও অন্তরের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটি তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন– যে বিষয়ে তোমার নফস ও অন্তর স্বস্তি ও প্রশান্তি

www.pathagar.com

লাভ করে, তাই নেকী। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত বা অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও সে ব্যাপারে মানুষ তোমাকে ফতোয়া দেয়।
(আহমদ, তিরমিজি)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, মানুষের অন্তর তথা বিবেক যে কথা বা কাজে সায় দেয় বা স্বস্তি অনুভব করে, তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে নেক, সৎ, ভাল বা সিদ্ধ কথা বা কাজ। আর যে কথা বা কাজে মানুষের অন্তর সায় দেয় না বা অস্বস্তি ও খুঁতখুঁত অনুভব করে তা হবে ইসলামের দৃষ্টিতে গুনাহ, খারাপ বা নিষিদ্ধ কাজ।

তবে অন্য হাদীসে উল্লেখ আছে এবং সাধারণভাবে আমরা সকলেও জানি বিবেক পরিবেশ, শিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়। তাই বিবেক-বিরুদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তা যেমন কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে তেমনই বিবেক-সিদ্ধ কথা চূড়ান্তভাবে অগ্রাহ্য করার আগেও তা কুরআন-হাদীস দিয়ে যাচাই করে নিতে হবে।

পবিত্র কুরআনে এই বিবেক-বুদ্ধিকে عَقْلَ বলা হয়েছে। এই عَقْلَ শব্দটিকে আল্লাহ- اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ، لاَ يَعْقِلُوْنَ ، اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ. ইত্যাদিভাবে মোট ৪৯ বার কুরআনে ব্যবহার করেছেন। শব্দটি তিনি ব্যবহার করেছেন প্রধানত ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে কুরআন ও সুন্নাহের সঙ্গে বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে, না হয় ঐ কাজে বিবেক-বুদ্ধি না খাটানোর দরুন তিরস্কার করার জন্যে।

বিবেক-বুদ্ধি খাটানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলেই আল্লাহ কুরআনে শব্দটি এতবার উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এটিকে আল্লাহ কী পরিমাণ গুরুত্ব দিয়েছেন, তা অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বুঝা যায় নিম্নের ৩টি আয়াতের মাধ্যমে–

১. সূরা আনফালের ২২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ.

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা জ্ঞান-বুদ্ধিকে কাজে লাগায় না।

২. সূরা ইউনুস-এর ১০০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ.

www.pathagar.com

অর্থ: যারা বিবেক-বুদ্ধি প্রয়োগ করে কাজ করে না, তিনি তাদের উপর অপবিত্রতা বা অকল্যাণ চাপিয়ে দেন।

৩. সূরা মুলকের ১০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন:

وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ.

অর্থ: জাহান্নামীরা আরো বলবে, যদি আমরা (নবী-রাসূলদের) কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করতাম, তাহলে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হত না।

ব্যাখ্যা: আয়াতটিতে দোযখের অধিবাসীরা অনুশোচনা করে যে কথা বলবে তা উল্লেখ করা হয়েছে। তারা বলবে, 'আমরা যদি পৃথিবীতে নবী-রাসূলদের তথা কুরআন ও হাদীসের কথা শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করতাম, তবে আজ আমাদের দোযখের বাসিন্দা হতে হতো না।' কারণ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআন ও হাদীস থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করলে তারা ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জন করতে পারত এবং সহজেই বুঝতে পারত যে, কুরআন ও হাদীসের (প্রায় সব) কথা বিবেক-বুদ্ধিসম্মত। ফলে তারা তা সহজে মেনে নিতে ও অনুসরণ করতে পারত। আর তাহলে তাদের দোযখে আসতে হত না। আয়াতটি থেকে বুঝা যায়, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে না বুঝা দোযখে যাওয়ার একটা প্রাথমিক কারণ হবে।

সুধী পাঠক, চিন্তা করে দেখুন, কুরআনের তথা ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো নিয়ে বিবেক-বুদ্ধিকে কাজে লাগানো এবং চিন্তা-গবেষণা করাকে আল্লাহ কী অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এই বিবেক-বুদ্ধি ও চিন্তা-গবেষণার ব্যবহারকে তিনি কোন বিশেষ যুগের মানুষের জন্যে নির্দিষ্ট করে দেননি। কারণ, মানব সভ্যতার অগ্রগতির (Development) সঙ্গে সঙ্গে কুরআনের কোন কোন আয়াতের অর্থ বা ব্যাখ্যা নতুন তথ্যসমৃদ্ধ হয়ে মানুষের নিকট আরো পরিষ্কার হয়ে ধরা দিবে। এ কথাই রাসূল (সা.) তাঁর দুটো হাদীসের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রথম হাদীসটি অনেক বড়, তাই সংক্ষেপে তা উপস্থাপন করা হল-

১. হযরত আবু বকরা (রা.) বলেন, নবী করিম (সা.) ১০ জিলহজ্জ কুরবানির দিনে আমাদের এক ভাষণ দিলেন এবং বললেন, বলো, আমি কি তোমাদেরকে আল্লাহর নির্দেশ পৌঁছাই নাই? আমরা বললাম, হ্যাঁ, ইয়া

www.pathagar.com

রাসূলাল্লাহ। তখন তিনি বললেন, 'হে খোদা, তুমি সাক্ষী থাক।' অতঃপর বললেন, 'উপস্থিত প্রত্যেকে যেন অনুপস্থিতকে এ কথা পৌঁছিয়ে দেয়। কেননা, পরে পৌঁছানো ব্যক্তিদের মধ্যে এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যে আসল শ্রোতা অপেক্ষাও এর পক্ষে অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে'। (বুখারী ও মুসলিম)

হাদীসটির 'কেননা' শব্দের আগের অংশটুকু বহুল প্রচারিত কিন্তু 'কেননা'র পরের অংশটুকু যে কোন কারণেই হোক একেবারেই প্রচার পায় নাই।

২. 'আল্লাহ ঐ ব্যক্তির মুখ উজ্জ্বল করুন, যে আমার বাণী শ্রবণ করেছে, তা স্মরণ ও সংরক্ষণ করেছে এবং অন্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। জ্ঞানের অনেক বাহক নিজে জ্ঞানী নয়। আবার জ্ঞানের অনেক বাহক নিজের চেয়ে অধিক জ্ঞানীর কাছে তা পৌঁছে দেয়'।

(তিরমিযী, আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমি, বায়হাকি)

মহান আল্লাহ্ তো কুরআনের বক্তব্যকে চোখ-কান বন্ধ করে মেনে নিতে বলতে পারতেন; কিন্তু তা না বলে তিনি উল্টো কুরআনের বক্তব্যকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার ব্যাপারে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এর প্রধান কয়েকটি কারণ হচ্ছে–

ক. বিবেক-বুদ্ধি সকল মানুষের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে,

খ. বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সিদ্ধান্তে পৌঁছা যেমন সহজ তেমন তাতে সময়ও খুব কম লাগে,

গ. কোন বিষয় বিবেক-সিদ্ধ হলে তা গ্রহণ করা, মনের প্রশান্তি নিয়ে তা আমল করা এবং তার উপর দৃঢ় পদে দাঁড়িয়ে থাকা সহজ হয় এবং

ঘ. অল্প কিছু অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় বাদে ইসলামে চিরন্তনভাবে বিবেক-বুদ্ধির বাইরে কোন কথা বা বিষয় নেই।

তাই, বিবেক-বুদ্ধির রায়কেও এই পুস্তিকার তথ্যের একটি মূল উৎস হিসাবে নেয়া হয়েছে। তবে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ব্যাপারে অবশ্যই মনে রাখতে হবে–

ক. আল্লাহর দেয়া বিবেক বিপরীত শিক্ষা ও পরিবেশের দ্বারা পরিবর্তিত হয়, তবে একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না,

খ. সঠিক বা সম্পূরক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে বিবেক উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন-হাদীসের কাছাকাছি পৌঁছে যায় কিন্তু একেবারে সমান হয় না এবং

গ. কুরআন বা মুতাওয়াতির হাদীসের কোন বক্তব্য যদি মানুষের বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী না বুঝা যায় তবুও তাকে সত্য বলে নিঃসন্দেহে গ্রহণ করতে হবে।

www.pathagar.com

কারণ, কুরআনের বিষয়গুলো কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই মানুষের জ্ঞান একটি বিশেষ স্তরে না পৌঁছা পর্যন্ত কুরআনের কোন কোন আয়াতের সঠিক অর্থ বুঝে না-ও আসতে পারে। কয়েকটি উদাহরণ দিলে ব্যাপারটি আরো পরিষ্কার হবে বলে আশা করি –

১. রকেটে করে গ্রহ-উপগ্রহে স্বল্প সময়ে যাওয়ার জ্ঞান আয়ত্তে আসার পর রাসূলের (সা.) মেরাজ বুঝা ও বিশ্বাস করা সহজ হয়ে গেছে। আল্লাহ তায়ালা বুরাক নামক রকেটে করে 'সিদরাতুল মুনতাহা' পর্যন্ত এবং তারপর 'রফরফ' নামক রকেটে করে আরশে আজিম পর্যন্ত, অতি স্বল্প সময়ে রাসূল (সা.) কে নিয়ে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করিয়ে আবার দুনিয়ায় ফেরত পাঠিয়েছিলেন।

২. সূরা যিলযাল-এর ৭ ও ৮ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, দুনিয়াতে বিন্দু পরিমাণ ভাল কাজ করলে তা মানুষকে কিয়ামতের দিন দেখানো হবে, আবার বিন্দু পরিমাণ অসৎ কাজ করলে তাও ঐ দিন দেখানো হবে। ভিডিও রেকর্ডিং (Video Recording)-এর জ্ঞান আয়ত্তে আসার আগ পর্যন্ত মানুষের পক্ষে এই 'দেখানো' শব্দটি সঠিকভাবে বুঝা সহজ ছিল না। তাই তাফসীরেও এর বিভিন্ন ব্যাখ্যা এসেছে। কিন্তু এখন আমরা বুঝতে পারছি, মানুষের ২৪ ঘন্টার কর্মকাণ্ড আল্লাহ তাঁর রেকর্ডিং কর্মচারী (ফেরেশতা) দিয়ে ভিডিও রেকর্ড করে কম্পিউটার ডিসকে (Computer disk) সংরক্ষিত রাখছেন এবং এটিই শেষ বিচারের দিন 'দেখিয়ে' বিচার করা হবে।

৩. মায়ের গর্ভে মানুষের ভ্রূণের বৃদ্ধির স্তর (Developmental steps) সম্বন্ধে কুরআনের যে সকল আয়াত আছে, আগের তাফসীরকারকগণ তার সঠিক তাফসীর করতে পারেন নাই, বিজ্ঞানের উন্নতি ঐ স্তরে না পৌঁছার কারণে। কিন্তু এখন বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বৃদ্ধির (Embryological development) জ্ঞান যতই মানুষের আয়ত্তে আসছে, ততই কুরআনের ঐ আয়াতের বর্ণনা করা তথ্যগুলোর সত্যতা প্রমাণিত হচ্ছে।

৪. কুরআনের সূরা হাদিদে বলা হয়েছে, হাদিদ অর্থাৎ লোহা বা ধাতু (Metal) এর মধ্যে রয়েছে প্রচণ্ড শক্তি। এই 'প্রচণ্ড শক্তি' বলতে আগের তাফসীরকারকগণ বলেছেন তরবারি, বন্দুক, কামান ইত্যাদির শক্তি। কিন্তু এখন বুঝা যাচ্ছে, এটি হচ্ছে পরমাণু শক্তি (Atomic energy)।

বিবেক-বুদ্ধি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'পবিত্র কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন' নামক বইটিতে

www.pathagar.com

কিয়াস ও ইজমা

যে সকল বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য নেই বা যে সকল বিষয়ে কুরআন-হাদীসের একের অধিক ব্যাখ্যার সুযোগ আছে, সে সকল বিষয়ে মূল উৎস তিনটির আলোকে অর্থাৎ কুরআন, হাদীস, বিবেক-বুদ্ধির আলোকে সিদ্ধান্তে আসাকে কিয়াস বলে। কিয়াসকারীকে কুরআন, হাদীস ও ফিকাহ ও অন্যান্য জ্ঞানে যেমন পারদর্শী হতে হয় তেমনি তার বিবেক-বুদ্ধিও প্রখর ও সমুন্নত থাকতে হয়।

আর কোন বিষয়ে সকল বিশেষজ্ঞের কিয়াসের ফলাফল যদি একই হয়, তবে ঐ বিষয়ে ইজমা হয়েছে বলা হয়। ইজমাকে ইসলামী জীবন বিধানের একটি দলিল হিসাবে ধরা হলেও মনে রাখতে হবে, ইজমার সিদ্ধান্ত অপরিবর্তনীয় নয়। কারণ, মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কুরআন ও সহীহ হাদীসের ঐ সকল অস্পষ্ট বক্তব্য আরো স্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর কয়েকটি উদাহরণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বিজ্ঞানের বিষয়ের মত অন্য যে কোন বিষয়েই তা হতে পারে। তাই সহজেই বুঝা যায়, কিয়াস ও ইজমা ইসলামী জীবন বিধানের তথ্যের কোন মূল উৎস নয়।

এই পুস্তিকার আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে স্পষ্ট বক্তব্য আছে। তাই এ ব্যাপারে কিয়াসের কোন সুযোগ নেই।

সিদ্ধান্তে পৌছাতে যে ক্রমধারা অনুযায়ী উৎসসমূহ বইটিতে ব্যবহার করা হয়েছে

যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসতে, মূল উৎস তিনটি অর্থাৎ কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলাটি মহান আল্লাহ সার-সংক্ষেপ আকারে জানিয়ে দিয়েছেন সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতে। আর রাসূল (সা.) ও সুন্নাহের মাধ্যমে সে ফর্মুলাটি ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। ফর্মুলাটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছি 'ইসলামে নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি খাটানোর ফর্মুলা' নামক বইটিতে। তবে ফর্মুলাটির চলমান চিত্রটি পরবর্তী পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করা হল–

www.pathagar.com

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলার চিত্ররূপ

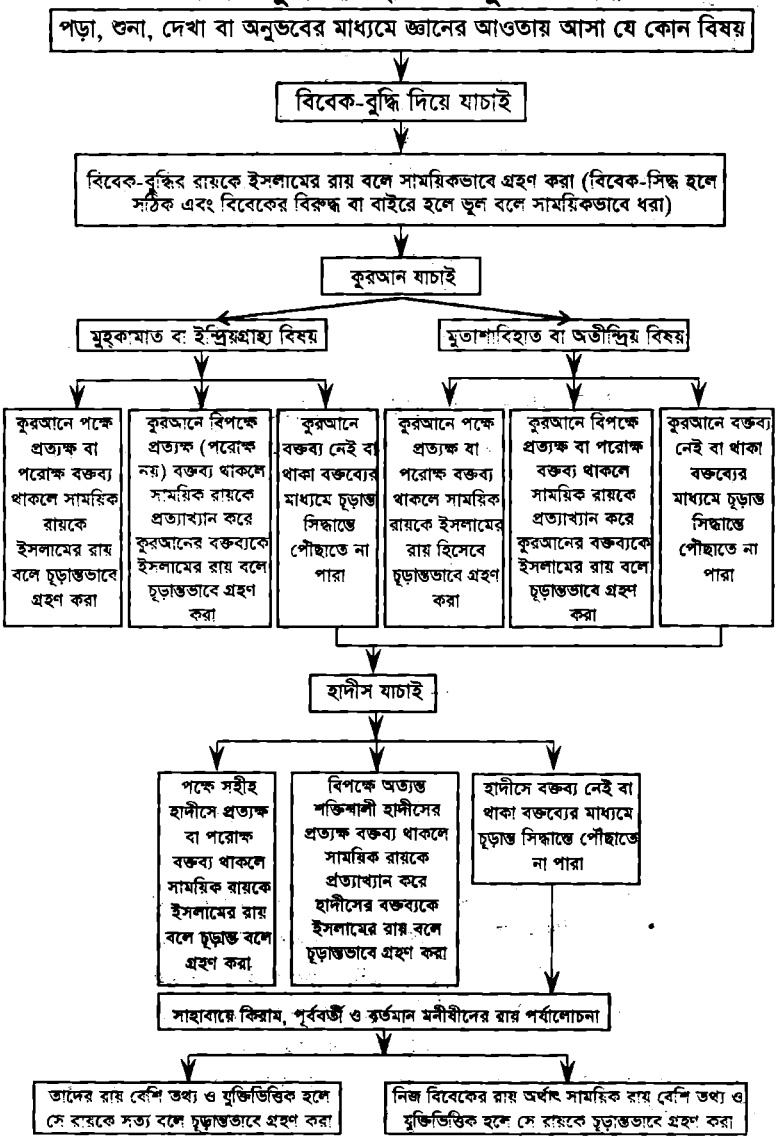

www.pathagar.com

মূল বিষয়

গোড়ার কথা

বর্তমানে প্রায় সকল মুসলমান জানে যে, ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস হচ্ছে কুরআন, হাদীস, কিয়াস ও ইজমা । কিন্তু এ ধারণা কুরআন ও হাদীসের সাথে সঙ্গতিশীল নয়। জ্ঞানের উৎসে যদি ভুল থাকে তবে সে উৎস ব্যবহার করে অর্জিত জ্ঞানে অবশ্যই ভুল থাকবে। আর সে ভুল যদি মৌলিক হয় হবে দুনিয়া ও আখিরাতের পুরো জীবন ব্যর্থ হবে, এটি বুঝাও সহজ। মুসলমান জাতির জ্ঞানে আজ যে নানাবিধ মৌলিক ভুল ঢুকে পড়েছে তার একটি প্রধান কারণ হল জ্ঞানের মূল উৎসে ভুল থাকা। তাই কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎসসমূহ এবং তা ব্যবহারের ফর্মুলা কী হবে, সেটি তথ্যসহকারে জাতির সামনে উপস্থাপন করা এবং এর মাধ্যমে জাতিকে দুনিয়া ও আখিরাতের বিধ্বংসী ক্ষতি থেকে বাঁচানোই বর্তমান প্রচেষ্টার উদ্দেশ্য।

ইসলামী জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎসসমূহ

কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী সকল মানুষের জন্যে ইসলামী জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত উৎস হচ্ছে তিনটি। যথা-

১. আল-কুরআন,
২. সুন্নাহ তথা আল-হাদীস এবং
৩. বিবেক-বুদ্ধি তথা বিবেক-নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি।

চলুন এখন এ তিনটি বিষয় আল্লাহ প্রদত্ত উৎস হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে যে সকল বক্তব্য আছে তা প্রথমে জেনে নেয়া যাক—

কুরআন ইসলামী জ্ঞানের উৎস হওয়ার প্রমাণ

আল-কুরআন

فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّيْ هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ.

অর্থ: অতঃপর আমার নিকট থেকে হেদায়েত (জীবন পরিচালনার বিধানসম্বলিত গ্রন্থ) তোমাদের নিকট পৌছান হবে। যারা সেই বিধান অনুসরণ করে জীবন পরিচালনা করবে, তাদের চিন্তিত বা লাঞ্ছিত হওয়ার ভয় নেই। (বাকারা : ৩৮)

ব্যাখ্যা: বেহেশতে আদম (আ.) ও বিবি হাওয়া শয়তানের ধোঁকায় পড়ে আল্লাহর নির্দেশ উপেক্ষা করে যখন নিষ্দ্ধি গাছের ফল খেয়ে বসলেন, তখন আল্লাহ তাঁদেরকে বেহেশত ছেড়ে কিছু দিনের জন্যে দুনিয়ায় থাকার নির্দেশ দেন। আর ঐ নির্দেশের সময় তিনি এটিও জানিয়ে দেন যে, ইবলিস শয়তান তাঁদের সঙ্গে দুনিয়ায় থাকবে। আল্লাহর এ ঘোষণায় আদম (আ.) ভীষণ চিন্তায়

www.pathagar.com

পড়ে গেলেন এটি ভেবে যে, নবী হওয়া সত্ত্বেও যে ইবলিস তাঁকে বেহেশতে ধোঁকা দিতে পেরেছে, সে ইবলিস তো তাঁর সকল বংশধরকে ধোঁকা দিয়ে, দুনিয়ায় ও আখিরাতে লাঞ্ছিত ও ক্ষতিগ্রস্ত করে ছাড়বে। আদম (আ.) এর এ দুশ্চিন্তাকে নিরসনের জন্যে যে তথ্যটি আল্লাহ তাঁকে জানিয়েছিলেন সেটিই হচ্ছে আল-কুরআনের এই আয়াতের বক্তব্য।

মহান আল্লাহ এই বক্তব্যটির মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে, যুগে যুগে মানুষের জন্যে তাঁর নিকট থেকে জীবন পরিচালনার বিধানসম্বলিত গ্রন্থ পৌঁছানো হবে। যারা ঐ গ্রন্থ অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করবে তাদের দুনিয়া বা আখিরাতে লাঞ্ছিত বা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার কোন ভয় নেই। আল্লাহর পাঠানো ঐ গ্রন্থসমূহকে কিতাব বা সহিফা বলে। ঐ কিতাবের সর্বশেষখানি বা সর্বশেষ সংস্করণ হচ্ছে আল-কুরআন। আর আল-কুরআন সম্বন্ধে আল্লাহর বক্তব্য হচ্ছে-

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْ أُنزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ

অর্থ: রমজান মাস যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। (এই কুরআন) সকল মানুষের জীবন পরিচালনার বিধান এবং তা স্পষ্ট বক্তব্যসম্বলিত জীবন বিধান ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। (বাকারা : ১৮৫)

ব্যাখ্যা: এই আয়াতখানির মাধ্যমে আল্লাহ কুরআন সম্বন্ধে নিম্নের তথ্যগুলো জানিয়ে দিয়েছেন-

১. কুরআন রমজান মাসে নাযিল হয়েছে,
২. কুরআন সকল মানুষের জীবন পরিচালনার বিধান। অর্থাৎ সকল মানুষের জীবন পরিচালনার তথ্যের উৎস,
৩. কুরআন স্পষ্ট বক্তব্যসম্বলিত গ্রন্থ,
৪. কুরআন সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী।

অর্থাৎ মানুষের জীবন পরিচালনার ব্যাপারে কুরআনের বক্তব্য বা তথ্য হচ্ছে সত্য এবং তার বিপরীত সকল বক্তব্য ও তথ্য মিথ্যা। সে তথ্য হাদীস, ফিকাহ, ডাক্তারী, ইঞ্জিনিয়ারিং, অর্থনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি যে কোনো গ্রন্থে থাকুক না কেন।

আল-হাদীস

বিদায় হজ্জের খুতবায় রাসূল (সা.) ইসলামের বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছিলেন। রাসূল (সা.) এর ঐ পুরো বক্তৃতাই হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত আছে। ঐ বক্তৃতায় আল-কুরআন সম্বন্ধে রাসূল (সা.) এর বক্তব্য ছিল–

www.pathagar.com

وَقَدْ تَرَكْتُ فِيْكُمْ مَّالَنْ تَضِلُّوْا بَعْدَهُ اِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابَ اللهِ.

অর্থ: আর আমি তোমাদের নিকট এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি, যদি তোমরা তা ধরে থাক তবে কখনও বিপথগামী হবে না। এটি হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।

(বুখারী)

❑❑ উপরে উল্লিখিত কুরআন ও হাদীসের তথ্যগুলো এবং তথায় উল্লেখ থাকা এ ধরনের আরও অনেক তথ্য থেকে নিঃসন্দেহে বুঝা যায়-

১. কুরআন ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে একটি মূল উৎস,
২. কুরআনের সকল বিষয় বা তথ্য চিরসত্য,
৩. কুরআনের বিপরীত সকল বিষয় বা তথ্য ইসলামী দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী মিথ্যা।

সুন্নাহ ইসলামী জ্ঞানের উৎস হওয়ার প্রমাণ

রাসূল (সা.) তাঁর ২৩ বছরের নবুয়াতী জীবনে যা কিছু করেছেন, বলেছেন বা সমর্থন করেছেন তাকে সুন্নাহ বলে। সুন্নাহ ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস হওয়ার ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য হচ্ছে-

কুরআন

তথ্য-১

وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَ مَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا.

অর্থ: রাসূল (কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে) যা কিছু তোমাদের দিয়েছেন (পালন করতে বলেছেন) তা গ্রহণ (অনুসরণ) কর এবং যা নিষেধ করেছেন, তা বর্জন কর। (হাশর : ৭)

তথ্য-২

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ

অর্থ: এবং (হে রাসূল) এ যিকির (আল-কুরআন) তোমার উপর নাযিল করেছি যেন, তুমি নাযিল করা সব কিছুকে (কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে) ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে মানুষের নিকট পরিষ্কার করে তুলতে পার। (নাহল : ৪৪)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতখানি থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়, রাসূল (সা.) এর আল্লাহপ্রদত্ত দায়িত্ব ছিল কুরআনের বক্তব্যকে কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে মানুষের নিকট এমনভাবে ব্যাখ্যা করে দেয়া যাতে তারা কুরআনের সকল বক্তব্যকে সহজে ও পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে।

www.pathagar.com

আল-হাদীস

তথ্য-১

عَنْ مَالِك بْنِ اَنَسٍ (رض) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَكْتُ فِيْكُمْ اَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِه.

অর্থ: মালেক ইবনে আনাস (রা.) হতে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস (জ্ঞানের উৎস) রেখে গেলাম। যতদিন তোমরা এ দু'টি জিনিস ধরে থাকবে ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। একটি আল্লাহ কিতাব (আল-কুরআন) এবং অপরটি তাঁর রাসূলের সুন্নাহ (হাদীস)। (মুয়াত্তা, মুসলিম। তিরমিযি শরীফেও প্রায় একইভাবে হাদীসখানি উল্লেখিত আছে)

❑❑ কুরআন ও হাদীসের উপরোক্ত এবং এরকম আরো অনেক বক্তব্য থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায়, সুন্নাহ ইসলামী জ্ঞানের একটি মূল উৎস।

'বিবেক-বুদ্ধি' ইসলামী জ্ঞানের উৎস হওয়ার প্রমাণ

আল-কুরআন

তথ্য-১

সূরা আশ-শামসের ৭ ও ৮ নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন-

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰهَا. فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوَاهَا.قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰهَا. وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰهَا.

অর্থ: শপথ মনের (অন্তরের) এবং সেই সত্তার (আল্লাহর) যিনি তাকে সঠিকভাবে গঠন করেছেন। অতঃপর তাতে পাপ ও সৎ কর্মের জ্ঞান ইলহাম করেন। যে তাকে উৎকর্ষিত করে সে সফলকাম হয়। যে তাকে অবদমিত করে সে ব্যর্থ হয়।

ব্যাখ্যা: প্রথম আয়াতখানিতে আল্লাহ বলেছেন, তিনি মানুষের মনকে 'সঠিক গঠনে' সৃষ্টি করেছেন।

দ্বিতীয় আয়াতখানিতে আল্লাহ জানিয়েছেন তিনি মানুষের মনে পাপ ও সৎ কর্মের জ্ঞান 'ইলহাম' করেন। 'ইলহাম' শব্দের অর্থ হচ্ছে মনে কোন বিষয়ের জ্ঞান বা ধারণা অবচেতনভাবে জাগিয়ে দেয়া। তাহলে আল্লাহ এখানে বলেছেন, তিনি মানুষের মনে পাপ ও সৎ তথা ভুল ও সঠিক বিষয়ের জ্ঞান বা ধারণা

www.pathagar.com

অবচেতনভাবে জাগিয়ে দেন। অর্থাৎ মানুষের মন আল্লাহর নিকট থেকে আসা ইলহামের মাধ্যমে জানতে বা বুঝতে পারে কোন্‌টি ভুল আর কোন্‌টি সঠিক বা কোন্‌টি অন্যায় আর কোন্‌টি ন্যায়। মানুষের এই মনকে বিবেক (عقل) বলা হয়। আর বিবেক নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধিকে বিবেক-বুদ্ধি বলা হয়।

আল-হাদীস

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلامُ لِـوَابِصَةَ (رض) جِئْتَ تَسْأَلُ عَنِ الْبِرِّ وَ الاثْمِ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَجَمَعَ اَصَابِعَهُ فَضَرَبَ بِهَا صَدْرَهُ وَ قَالَ اسْتَفْتِ نَفْسَكَ وَ اسْتَفْتِ قَلْبَكَ ثَلاثًا اَلْبِرُّ مَا اطْمَأَنَّتْ اِلَيْهِ النَّفْسُ وَ اطْمَأَنَّ اِلَيْهِ الْقَلْبُ وَ الاثْمُ مَا حَاكَ فِى النَّفْسِ وَ تَرَدَّدَ فِى الصَّدْرِ وَ انْ اَفْتَاكَ النَّاسُ.(رواه الترمذى و البيهقى)

অর্থ: রাসূল (সা.) ওয়াবেছা (রা.)কে বললেন, তুমি কি আমার নিকট নেকী ও পাপ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে এসেছো? সে বললো, হ্যাঁ। অতঃপর তিনি আঙ্গুলগুলো একত্র করে নিজের হাত বুকে মারলেন এবং বললেন, তোমার নিজের অন্তর ও মনের নিকট উত্তর জিজ্ঞাসা কর। কথাটা তিনি তিনবার বললেন। তারপর বললেন : যে বিষয়ে তোমার অন্তর ও মন স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে, তাই নেকী। আর পাপ হলো সেটি, যা তোমার অন্তর ও মনে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত এবং অস্বস্তি সৃষ্টি করে। যদিও মানুষ তোমাকে (সে ব্যাপারে) ফতোয়া দেয়। (তিরমিজী, বায়হাকী)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানিতে রাসূল (সা.) নেকী ও পাপ তথা ইসলামী দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী ন্যায় ও অন্যায় বা সঠিক ও ভুল কোনগুলো তা জানার জন্যে অন্তর তথা বিবেককে জিজ্ঞাসা করতে বলেছেন। বিবেক যেটির ব্যাপারে স্বস্তি ও প্রশান্তি লাভ করে তথা সম্মতি দেয় সেটি নেকী, ন্যায় বা সঠিক। আর বিবেক যেটির ব্যাপারে সন্দেহ-সংশয়, খুঁতখুঁত, অস্বস্তি ইত্যাদি অনুভব করে তথা অসম্মতি দেয়, সেটি পাপ, অন্যায় বা ভুল। সুতরাং হাদীসখানির মাধ্যমে স্পষ্টভাবে জানা যায় যে, বিবেক বা বিবেক-বুদ্ধি ইসলামী জ্ঞানের একটি উৎস।

হাদীসটির শেষে রাসূল (সা.) বলেছেন, যদিও মানুষ ফতোয়া দেয়। এ কথাটির মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন, বিবেক-সিদ্ধ কোন কথাকে ইসলামের কথা নয় বা বিবেকের বাইরের কোন কথাকে ইসলামের কথা বলে যদি কেউ ফতোয়া দেয়, তবে (কুরআন-হাদীসের) বিনা যাচাইয়ে তা অবশ্যই মেনে নেয়া যাবে না।

www.pathagar.com

❑❑ কুরআন ও হাদীসের উল্লিখিত তথ্যসমূহের আলোকে নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, বিবেক বা বিবেক নিয়ন্ত্রিত বুদ্ধি তথা বিবেক-বুদ্ধি ইসলামী জ্ঞানের আল্লাহ প্রদত্ত একটি মূল উৎস।

কিয়াস ও ইজমা

যে সকল বিষয়ে কুরআন ও হাদীসে বক্তব্য নেই বা অস্পষ্ট বক্তব্য আছে, সে সব বিষয়ে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির আলোকে সিদ্ধান্তে আসাকে কিয়াস বলে। আর কোন বিষয়ে সকল কিয়াসকারীর সিদ্ধান্ত এক হলে ঐ বিষয়ে 'ইজমা' তথা ঐকমত্য হয়েছে বলা হয়। তাই সহজে বুঝা যায়, কিয়াস বা ইজমা ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস নয়। তা হচ্ছে মূল উৎস তিনটি তথা কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধির আলোকে পৌছা সিদ্ধান্ত।

কুরআনকে ইসলামী জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিশ্বাস বা ব্যবহার না করার পরিণাম

আল-কুরআন

তথ্য-১

وَمَنْ يَّكْفُرْ بِاللهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيْدًا.

অর্থঃ যে আল্লাহ, ফেরেশতা, কিতাব, রাসূলগণ ও কিয়ামত দিনের উপর বিশ্বাস করে না, সে পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে চলে যাবে। (নিসা : ১৩৬)

ব্যাখ্যাঃ এখানে বলা হয়েছে, যারা অন্যান্য কিছু বিষয় (আল্লাহ, ফেরেশতা, রাসূল ও কিয়ামতের দিন) সহ আল্লাহর কিতাবকে বিশ্বাস করে না, তারা পথভ্রষ্ট হয়ে বহু দূরে চলে যাবে। কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কিতাব। আর কুরআনে বিশ্বাস করা বলতে কুরআনকে ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস হিসেবে বিশ্বাস করা বুঝায়। অন্যদিকে বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ হচ্ছে কাজ। তাই আয়াতখানির মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে যারা কুরআনকে ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস হিসেবে বিশ্বাস এবং যথাযথভাবে ব্যবহার করবে না, তারা পথভ্রষ্ট হয়ে ইসলাম থেকে বহু দূরে চলে যাবে। অর্থাৎ তাদের পরিণাম নিশ্চিত ব্যর্থতা।

তথ্য-২

اَلَّذِيْنَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُوْنَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُوْنَ بِهِ وَمَنْ يَّكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُوْنَ.

www.pathagar.com

অর্থ: যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে (তাদের মধ্য থেকে যারা) ঐ কিতাবকে হক আদায় করে তিলাওয়াত করে, তারাই ঐ কিতাবে বিশ্বাস করে। আর যারা ঐ কিতাবকে অবিশ্বাস করে, তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (বাকারা : ১২১)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এ আয়াতখানির শেষাংশে জানিয়ে দিয়েছেন, যারা আল্লাহর কিতাবকে অবিশ্বাস করবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তাহলে এ আয়াতের দৃষ্টিকোণ থেকেও বলা যায়, যারা কুরআনকে অবিশ্বাস করবে তথা কুরআনকে ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস হিসেবে মেনে নেবে না এবং সে উদ্দেশ্যে কুরআনকে যথাযথভাবে ব্যবহার করবে না, তারা প্রচণ্ডভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

তথ্য-৩

أَفَتُؤْمِنُوْنَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُوْنَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَّفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلاَّ خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّوْنَ إِلَى أَشَدِّ الْعَذَابِ.

অর্থ: তোমরা কি এই কিতাবের কিছু বিশ্বাস করবে আর কিছু অবিশ্বাস করবে? যারা এরকম করবে, দুনিয়ায় তাদের বদলা লাঞ্ছনা ছাড়া আর কিছুই নয়। আর পরকালে তাদের পৌঁছে দেয়া হবে কঠিনতম শাস্তির দিকে। (বাকারা : ৮৫)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতখানির মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, যারা আল্লাহর কিতাবের কিছু বিশ্বাস করবে আর কিছু অবিশ্বাস করবে, দুনিয়ায় তাদের লাঞ্ছনা এবং আখিরাতে কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। অর্থাৎ আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন আংশিক নয়, পুরো কুরআনকে ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস হিসেবে বিশ্বাস এবং যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। আর যারা তা করবে না তাদের পুরো জীবন ব্যর্থ হবে।

আল-হাদীস

তথ্য-১

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهَ يَرْفَعُ بِهٰذَا الْكِتَابِ أَقْوَامًا وَيَضَعُ به آخَرِينَ.(مسلم)

অর্থ: ওমর বিন খাত্তাব (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন- এই কিতাব (আল-কুরআন) দ্বারা আল্লাহ উন্নত করেন এক জনগোষ্ঠীকে এবং অধঃপতিত করেন অন্য জনগোষ্ঠীকে। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সা.) পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, একই কুরআন ব্যবহার করে এক জনগোষ্ঠী উন্নত হবে এবং অন্য জনগোষ্ঠী

www.pathagar.com

অধঃপতিতি হবে। অর্থাৎ হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সা.) পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনকে যে জনগোষ্ঠী যথাযথভাবে ব্যবহার করবে তারা সঠিক দিক-নির্দেশনা বা তথ্য পাবে এবং তা অনুসরণ করে তারা উন্নত হবে। আবার ঐ একই কুরআন যে জনগোষ্ঠী যথাযথভাবে ব্যবহার করবে না তারা ভুল দিক-নির্দেশনা বা তথ্য পাবে এবং তা অনুসরণ করে অধঃপতিত হবে।

তথ্য-২

বিদায় হজ্জের খুতবার মাধ্যমে রাসূল (সা.) পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, যদি মুসলমানরা কুরআনকে ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস হিসেবে ধরে রাখে তবে তারা বিপথগামী হবে না। অর্থাৎ রাসূল (সা.) ঐ খুতবার মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনকে ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস ধরে যথাযথভাবে ব্যবহার না করলে মুসলমানরা বিপথগামী হবে।

❑❑ কুরআন ও হাদীসের এ সকল তথ্য এবং এ ধরনের আরও অনেক তথ্য থেকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় যারা কুরআনকে ইসলামের মূল উৎস হিসেবে বিশ্বাস করবে না এবং সে অনুযায়ী কুরআনকে যথাযথভাবে ব্যবহার করবে না, তারা দুনিয়ায় অধঃপতিত হবে এবং পরকালে কঠিন শাস্তি ভোগ করবে তথা দোযখে নিক্ষিপ্ত হবে।

সুন্নাহকে ইসলামী জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিশ্বাস ও ব্যবহার না করার পরিণাম

আল-কুরআন

তথ্য-১

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا آمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِه.

অর্থ: হে ঈমানদারগণ, বিশ্বাস স্থাপন করো আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি।

(নিসা : ১৩৬)

ব্যাখ্যা: এখানে আল্লাহ, তাঁর এবং রাসূল (সা.) এর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। রাসূল (সা.) কে বিশ্বাস করার অর্থ হচ্ছে তাঁর সুন্নাহকে ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস হিসেবে বিশ্বাস এবং যথাযথভাবে ব্যবহার করা। তাই মহান আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে ঈমানদারদের সুন্নাহকে ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস হিসেবে বিশ্বাস ও যথাযথভাবে ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছেন।

তথ্য-২

وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً مُّبِيْنًا.

অর্থ: যারা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করবে, তারা সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে লিপ্ত হবে। (আহযাব : ৩৬)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ এখানে বলেছেন, যারা তাঁকে এবং রাসূলকে (সা.) অর্থাৎ কুরআন ও সুন্নাহকে অমান্য করবে, তারা সুস্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে পড়ে যাবে। অর্থাৎ মহান আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন, যারা সুন্নাহকে ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস হিসেবে বিশ্বাস ও যথাযথভাবে ব্যবহার করবে না, তারা সুস্পষ্ট ভুলের মধ্যে পড়ে যাবে।

তথ্য-৩

وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُوْدَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيْهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِيْنٌ.

অর্থঃ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করবে এবং (কোন ব্যাপারে) তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করবে, তাদেরকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে এবং তাদের জন্যে সেখানে রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (নিসা : ১৪)

ব্যাখ্যাঃ এ আয়াতে কারীমার মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, যারা সুন্নাহকে ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস হিসেবে মানবে না বা যথাযথভাবে ব্যবহার করবে না তারা চিরকালের জন্যে দোযখের বাসিন্দা হবে।

আল-হাদীস

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ أَبَى قَالُوْا يَارَسُوْلَ اللهِ وَمَنْ أَبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ أَبَى.

অর্থঃ আবু হুরায়রা (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) বলেছেন, আমার সকল উম্মত বেহেশতবাসী হবে শুধু যে অস্বীকার করে সে ব্যতীত। জিজ্ঞাসা করা হল, কে অস্বীকারকারী হে রাসূল (সা.)? উত্তরে তিনি বললেন- যে আমার অনুসরণ করবে সে বেহেশতে প্রবেশ করবে, আর যে আমাকে অনুসরণ করল না সেই অস্বীকার করল। (বুখারী)

ব্যাখ্যাঃ রাসূল (সা.) এ হাদীসখানিতে প্রথমে বলেছেন, তাঁকে অস্বীকারকারীরা ছাড়া অন্য সকলে বেহেশতে যাবে। পরে অস্বীকারকারী কারা তা বুঝাতে যেয়ে বলেছেন, যে (ইচ্ছাকৃতভাবে) তাঁকে অনুসরণ করে না সেই তাঁকে অস্বীকারকারী।

www.pathagar.com

রাসূল (সা.) কে অস্বীকার করার অর্থ তাঁর সুন্নাহকে অস্বীকার করা। হাদীসটি ব্যাখ্যা করে তাই এ কথাটি সহজে বলা যায় যে, রাসূল (সা.) এখানে বলেছেন– যারা তাঁর সুন্নাহকে ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস হিসেবে ব্যবহার করবে না তারা তাঁকে অস্বীকারকারী বলে গণ্য হবে। তাই তারা বেহেশত পাবে না।

❑❑ আল-কুরআন ও হাদীসের এ ধরনের অনেক তথ্য থেকে পরিষ্কারভাবে জানা যায়, যারা সুন্নাহকে ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস হিসেবে বিশ্বাস ও যথাযথভাবে ব্যবহার করবে না তাদের পরিণাম জাহান্নাম।

বিবেক-বুদ্ধিকে ইসলামী জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিশ্বাস ও ব্যবহার না করার পরিণাম

তথ্য-১

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً.

অর্থ: নিশ্চয়ই কর্ণ, চক্ষু ও বিবেক সর্বকিছু সম্বন্ধে জওয়াবদিহি করতে হবে। (বনী ইসরাঈল : ৩৬)

ব্যাখ্যা: এখানে মহান আল্লাহ নিশ্চয়তাসহকারে জানিয়ে দিয়েছেন, শ্রবণ, দৃষ্টি ও বিবেকের শক্তিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করা হয়েছিল কিনা সে ব্যাপারে পরকালে সকলকে জবাবদিহি করতে হবে। এ কথার একটি অর্থ হল, যে জিনিস শুনতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন তা কেউ শুনেছে কিনা, যে জিনিস দেখতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন তা কেউ দেখেছে কিনা এবং যে বিষয় জানতে বা বুঝতে বিবেক-বুদ্ধি খাটাতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন তা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কেউ জানা-বুঝার চেষ্টা করেছে কিনা, পরকালে সে ব্যাপারে জবাবদিহি করতে হবে।

এ কথার অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল নিজ কানে শুনা, নিজ চোখে দেখা এবং নিজ বিবেক-বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করা বিষয়ে, অন্যের বলা বা লিখা বিপরীত কোনো তথ্য বিনা যাচাইয়ে মেনে নেয়া হয়েছিল কিনা সে ব্যাপারেও সকলকে, পরকালে জবাবদিহি করতে হবে।

তথ্য-২

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ.

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম জন্তু হচ্ছে সেই সব বধির-বোবা লোক, যারা বিবেক-বুদ্ধিকে ব্যবহার করে না। (আনফাল : ২২)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এখানে নিশ্চয়তাসহকারে যারা বিবেক-বুদ্ধিকে ব্যবহার করে না তাদের বধির, বোবা ও নিকৃষ্টতম জন্তু বলেছেন।

www.pathagar.com

বিবেক-বুদ্ধিকে ব্যবহার করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হল ইসলামী জ্ঞানের উৎস হিসেবে তাকে ব্যবহার করা। অন্যদিকে আল্লাহ কর্তৃক নিকৃষ্টভাবে জন্তুর সাথে তুলনাকৃত ব্যক্তির, পুরো জীবন অবশ্যই ব্যর্থ।

তাই মহান আল্লাহ এ আয়াতে কারীমার মাধ্যমে নিশ্চয়তাসহকারে জানিয়ে দিয়েছেন যে, যারা তাঁর দেয়া বিবেক-বুদ্ধিকে ইসলামী জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিশ্বাস ও যথাযথভাবে ব্যবহার করবে না, তাদের পুরো জীবন ব্যর্থ হবে।

তথ্য-৩

وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِيْنَ لاَ يَعْقِلُوْنَ.

অর্থ: যারা বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে না, তাদের উপর অকল্যাণ চেপে বসে। (ইউনুস : ১০০)

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানে বলেছেন, যারা বিবেক-বুদ্ধি যথাযথভাবে ব্যবহার করে না তাদের উপর নানা ধরনের অকল্যাণ চেপে বসে। কারণ, বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করলে ইসলামের জ্ঞান অর্জনে অনেক ভুল হয়ে যাবে। আর ঐ ভুল জ্ঞান অনুযায়ী কাজ করলে নানা ধরনের অকল্যাণ হবে। তাই মহান আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, যারা তাঁর দেয়া বিবেক-বুদ্ধিকে ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস হিসেবে বিশ্বাস ও যথাযথভাবে ব্যবহার করবে না তাদের নানা ধরনের অকল্যাণ হবে।

তথ্য-৪

كُلَّمَا أُلْقِيَ فِيْهَا فَوْجٌ سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهَا أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيْرٌ. قَالُوْا بَلَى قَدْ جَاءَنَا نَذِيْرٌ فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ فِي ضَلاَلٍ كَبِيْرٍ.وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِيْ أَصْحَابِ السَّعِيْرِ.

অর্থ: প্রতিবার যখনই তাতে (জাহান্নামে) কোন দল উপস্থিত হবে, দারোয়ানরা তাদের জিজ্ঞাসা করবে- কোন সতর্ককারী (নবী-রাসূল বা অন্য কেউ) কি তোমাদের নিকট যায় নাই। উত্তরে জাহান্নামীরা বলবে, সতর্ককারী আমাদের নিকট গিয়েছিল কিন্তু আমরা তাঁদের অমান্য করেছিলাম এবং বলেছিলাম, আল্লাহ কিছুই নাযিল করেন নাই, আসলে (ঐসব মিথ্যা বা ভুল বক্তব্য যা আল্লাহ নাযিল করেন নাই, তা নিয়ে) তোমরা বড় ভুলের মধ্যে ডুবে আছ। আর তারা বলবে, হায় যদি (ঐ বক্তব্যগুলো) মনোযোগ দিয়ে শুনতাম এবং বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে তা থেকে শিক্ষা নেয়ার চেষ্টা করতাম, তবে আজ আমাদের এই জাহান্নামের বাসিন্দা হতে হত না। (মুল্‌ক : ৮, ৯, ১০)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যাঃ আয়াতখানি থেকে জানা যায়, জাহান্নামের ফেরেশতাদের প্রশ্নের উত্তরে জাহান্নামী লোকেরা বলবে, সতর্ককারীরা দুনিয়ায় তাদেরকে কুরআন ও সুন্নাহের কথা বলেছেন কিন্তু তারা সে কথা সত্য বলে বিশ্বাস না করে, সতর্ককারীরাই ভুল পথে আছে বলে তাঁদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছিল। তারপর জাহান্নামপ্রাপ্ত লোকেরা বলবে, তারা এখন বুঝতে পারছে দুনিয়ায় যদি তারা সতর্ককারীদের বলা বিষয়গুলোকে বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে পর্যালোচনা করত, তবে তাদের আজ জাহান্নামে আসতে হত না। কারণ, তা করলে তারা দেখতে পেত, কুরআন ও সুন্নাহের (অধিকাংশ) বক্তব্য তাদের বিবেকের রায়ের সঙ্গে সঙ্গতিশীল ছিল। ফলে তারা ঐ বিষয়গুলো সত্য বলে সহজে মেনে নিতে, মনের প্রশান্তি নিয়ে সেগুলো আমল করতে এবং দৃঢ় পদে তার উপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারত। আর এর ফলস্বরূপ তাদের জাহান্নামে আসতে হত না।

আল্লাহ প্রদত্ত বিবেক শিক্ষা, পরিবেশ ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হয়ে যায়। তাই দোযখের যোগ্য ব্যক্তিদের বিবেক পরিবর্তিত হওয়া বিবেক। আলোচ্য আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ তাই জানিয়ে দিয়েছেন পরিবর্তিত হয়ে যাওয়া বিবেক দিয়েও কেউ যদি নিরপেক্ষভাবে যাচাই করে তবে দেখতে পাবে কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া তার বিবেকের রায় আর কুরআন-সুন্নাহের রায় একই। অতএব এখান থেকে জানা ও বুঝা যায়, আল্লাহর দেয়া বিবেক, শিক্ষা, পরিবেশ ইত্যাদি দ্বারা পরিবর্তিত হলেও নিঃশেষ হয়ে যায় না।

তাহলে নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়, প্রকৃত মুসলমানদের অর্থাৎ যাদের আল্লাহপ্রদত্ত বিবেক শিক্ষা, পরিবেশ ইত্যাদি দ্বারা পরিস্ফুটিত হয়েছে তাদের বিবেকের রায়, কুরআন ও সুন্নাহের রায়ের সাথে আরো বেশি সঙ্গতিশীল হবে। সুতরাং সহজে বলা যায়, যে সকল মুসলমান তাদের বিবেকের বাইরের বা বিরুদ্ধ বিষয়কে যথাযথভাবে যাচাই না করে ইসলামসিদ্ধ বিষয় বলে মেনে নিয়ে আমল করবে অথবা বিবেক-সিদ্ধ বিষয়কে যথাযথভাবে যাচাই না করে ইসলাম-বিরুদ্ধ বলে অগ্রাহ্য করবে, পরকালে তাদের আরো বেশি দুঃখ করে বলতে হবে, আমরা যদি ঐ সকল বিষয়ের ব্যাপারে কুরআন, সুন্নাহের রায়ের সাথে আমাদের বিবেকের রায়কেও যথাযথ গুরুত্ব দিয়ে যাচাই করতাম, তবে আমাদের জাহান্নামে আসতে হত না।

তাই এ আয়াতে কারীমার মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, যারা তাঁর প্রদত্ত বিবেক-বুদ্ধিকে ইসলামী জ্ঞানের একটি উৎস হিসেবে বিশ্বাস করে, ইসলামী জ্ঞানের অন্য দুটি উৎস তথা কুরআন ও সুন্নাহের সাথে তাকে যথাযথভাবে ব্যবহার করবে না, পরকালে তাদের ঠিকানা হবে জাহান্নাম।

www.pathagar.com

وَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الْإِيمَانُ ؟ قَالَ إِذَا سَرَّتْكَ حَسَنَتُكَ وَسَاءَتْكَ سَيِّئَتُكَ فَأَنْتَ مُؤْمِنٌ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ فَمَا الْإِثْمُ ؟ قَالَ إِذَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ شَيْءٌ فَدَعْهُ.

অর্থ: হযরত আবু উমামা (রা.) বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল (সা.) কে জিজ্ঞাসা করল, ঈমান কী? রাসূল (সা.) বললেন, যখন সৎ কাজ তোমাকে আনন্দ দিবে এবং অসৎ কাজ পীড়া দিবে, তখন তুমি মু'মিন। সে পুনঃ জিজ্ঞাসা করল, হে রাসূল! গুনাহ কী? রাসূল (সা.) বল্লেন, যে কাজ করতে তোমার অন্তরে বাধে (মনে করবে) সেটি গুনাহ এবং তা ছেড়ে দিবে। (আহমদ)

ব্যাখ্যা: হাদীসখানির মাধ্যমে রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন, মু'মিন হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার মন তথা বিবেককে, সৎ তথা ইসলাম সিদ্ধ কাজ আনন্দ দেয় এবং অসৎ তথা ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ পীড়া দেয়। অর্থাৎ রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন মু'মিন হচ্ছে সেই ব্যক্তি যার বিবেক কোন্‌টি ইসলাম সিদ্ধ ও কোন্‌টি ইসলাম বিরুদ্ধ কাজ তা বুঝতে পারে। এ হাদীসখানির আলোকে তাহলে জানা যায়, যে ব্যক্তির বিবেক কোন্ কাজটি ইসলাম সিদ্ধ এবং কোন্‌টি ইসলাম বিরুদ্ধ তা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বুঝতে পারে না সে মু'মিন নয় বা তার ঈমান নেই।

❑❑ কুরআন ও হাদীসের এ ধরনের আরো অনেক তথ্যের আলোকে স্পষ্টভাবে জানা যায়, আল্লাহ প্রদত্ত বিবেক-বুদ্ধিকে ইসলামী জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিশ্বাস এবং কুরআন ও সুন্নাহের সাথে তাকে যথাযথভাবে ব্যবহার না করলে পুরো জীবন ব্যর্থ হবে তথা তাদের দোযখে যেতে হবে।

কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি ইসলামের মূল বা মৌলিক উৎস হবে কিনা

কুরআন ও সুন্নাহকে ইসলামের মূল তথা মৌলিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে কোন ভাল মুসলমান দ্বিধা করবে না কিন্তু বিবেক-বুদ্ধিকে মূল বা মৌলিক উৎস হিসেবে গ্রহণ করতে অনেকের মনে দ্বিধা আসতে পারে। তাই বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রত্যেক মুসলমানের বিষয়টি ভালভাবে জানা ও বুঝা দরকার।

বিষয়টি বুঝতে হলে প্রথমে জানতে হবে মূল তথা মৌলিক উৎস বলতে কী বুঝায়। কোন জিনিসের মৌলিক বিষয় হল সেগুলো যার একটিও বাদ গেলে জিনিসটি আংশিক নয়, পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। তাই ইসলামের মৌলিক তথা মূল

www.pathagar.com

উৎস হবে সেগুলো যার একটিকেও ইসলামী জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিশ্বাস ও ব্যবহার না করলে একজন মুসলমানের দুনিয়া ও আখেরাতের পুরো জীবন ব্যর্থ হবে।

পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখেছি, কুরআন ও সুন্নাহকে ইসলামী জ্ঞানের উৎস হিসেবে বিশ্বাস ও ব্যবহার না করলে একজন মানুষ বিপথগামী হবে বা দোযখে যাবে তথা একজন মানুষের পুরো জীবন ব্যর্থ হবে বলে আল্লাহ্ ও রাসূল (সা.) স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। আবার পূর্বের আলোচনায় আমরা এটিও দেখেছি, বিবেক-বুদ্ধিকে ইসলামী জ্ঞানের উৎস হিসেবে না মানলে একজন মানুষ নিকৃষ্টতম পশু বলে গণ্য হবে বা তার ঈমান থাকবে না বা সেটি তার দোযখে যাওয়ার কারণ হবে বলেও কুরআন ও সুন্নাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছে। অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধিকে ইসলামী জ্ঞানের উৎস হিসেবে না মানলেও একজন মানুষের পুরো জীবন ব্যর্থ হবে।

তাই কুরআন ও হাদীসের আলোকে নিশ্চয়তাসহকারেই বলা যায়, কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি, এ তিনটি ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস।

ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস তিনটির যথাযথ ব্যবহার বলতে যা বুঝায়

ইসলাম জানার আল্লাহ প্রদত্ত মূল উৎস কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি হলেও তিনটির মধ্যে মর্যাদা ও নির্ভুলতার দিক থেকে পার্থক্য আছে। অন্যদিকে মহান আল্লাহ স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন ইসলামের জ্ঞান অর্জনের জন্যে তাঁর প্রদত্ত উৎস তিনটির সব কটিকে ব্যবহার না করলে ভুল জ্ঞান অর্জিত হবে। আর সে ভুল জ্ঞান অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করলে পুরো জীবন ব্যর্থ হবে তথা জাহান্নামে যেতে হবে। তাই ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে উৎস তিনটিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। আর এই যথাযথ ব্যবহার করা বলতে বুঝাবে, উৎস তিনটিকে তাদের মর্যাদা ও নির্ভুলতার দিকে খেয়াল রেখে ব্যবহার করাকে।

কিছু তথ্য যা কুরআনকে যথাযথভাবে ব্যবহারের জন্যে বিশেষভাবে জানা দরকার

তথ্য-১

❑ আল-কুরআনের সকল বক্তব্য নির্ভুল ও চিরসত্য

মহান আল্লাহ নানাভাবে এ তথ্যটি আল-কুরআনের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন। যার একটি হচ্ছে-

www.pathagar.com

ذَلِكَ الْكِتَابُ لاَ رَيْبَ فِيْه.

অর্থ: এ কিতাবে (আল-কুরআনে) কোন সন্দেহ নেই। (আল-বাকারা : ২)

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এখানে বলে দিয়েছেন, আল-কুরআনের কোন বক্তব্যে কোন প্রকার সন্দেহ তথা ভুল-ভ্রান্তি নেই। অর্থাৎ তাঁর সকল বক্তব্য নির্ভুল ও চির সত্য।

তথ্য-২

❑ আল-কুরআনের বিপরীত তথ্য যে গ্রন্থেই থাকুক তা মিথ্যা

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ.

অর্থ: রমযান মাস হল সে মাস যে মাসে কুরআন নাযিল হয়েছে। কুরআন সমগ্র মানব জাতির জীবন-যাপনের বিধান। তা স্পষ্ট বিধান সম্বলিত এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী। (বাকারা : ১৮৫)

ব্যাখ্যা: কুরআন সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী কথাটির মাধ্যমে মহান আল্লাহ এখানে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন-

ক. কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিরুদ্ধ বক্তব্য বা তথ্য নিঃসন্দেহে ভুল বা মিথ্যা। তা হাদীস গ্রন্থের তথ্য, বিবেকের রায় বা অন্য যে কোন গ্রন্থের বক্তব্যই হোক না কেন।

খ. পৃথিবীর অন্য কোন গ্রন্থকে কুরআনের ন্যায় নির্ভুল মনে করলে সেটিকে কুরআনের ন্যায় আর একটি গ্রন্থ মনে করা হবে। তাই তা অত্যন্ত বড় গুনাহ হবে। সে গ্রন্থ হাদীস, ফিকাহ, যুক্তিবিদ্যা বা অন্য যে কোন গ্রন্থ হোক না কেন।

তথ্য-৩

❑ আল-কুরআনের প্রতিটি অক্ষর অপরিবর্তিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা অপরিবর্তিত থাকবে

আল্লাহ তথ্যটিকে এভাবে জানিয়ে দিয়েছেন-

وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُوْنَ

অর্থ: এটা নিশ্চিত যে, আমি এ কিতাব (আল-কুরআন) সংরক্ষণ করব। (আল-হিজর : ৯)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা: আল্লাহ এখানে নিশ্চয়তা দিয়ে বলে দিয়েছেন যে, কুরআনকে চিরকাল অবিকৃত রাখার দায়িত্ব তিনি নিজে নিয়েছেন। আর তাই কুরআনের প্রতিটি অক্ষর অবিকৃত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত অবিকৃতই থাকবে।

তথ্য-৪

❑ কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন

আল-কুরআনের একটি আয়াতে কোন বিষয়ের একটি দিক এবং অন্য আয়াতে তার অন্য একটি দিক উল্লেখ করা হয়েছে বা একটি আয়াতে কোন বিষয়কে সংক্ষিপ্তভাবে এবং অন্য আয়াতে তা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। অন্যদিকে কুরআনের বক্তব্য নির্ভুল। তাই কুরআনের কোন আয়াতের বক্তব্যের ব্যাখ্যাস্বরূপ কথা যদি অন্য আয়াতে থাকে তবে সেটিই হবে প্রথম আয়াতের বক্তব্যের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা। এভাবে বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে যদি একটি বক্তব্যের স্পষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায় তবে সে ব্যাপারে হাদীস পর্যালোচনা না করলেও চলে। কারণ, কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের সমর্থক বক্তব্য অবশ্যই হাদীসে থাকবে এবং বিরোধী বক্তব্য রাসূল (সা.) এর বক্তব্য বলে গ্রহণযোগ্য হবে না। তাই ইবনে তাইমিয়া, ইবনে কাসীরসহ সকল মনীষী একমত যে, কুরআনের সর্বোত্তম ব্যাখ্যা কুরআন। এ কথাটি পবিত্র কুরআন নিম্নোক্তভাবে উল্লেখ করেছে-

لَقَدْ كَانَ فِيْ قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيْثًا يُفْتَرَى وَلَكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِيْ بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ.

অর্থ: অতীত কালের লোকদের (কুরআনে উল্লেখিত) কাহিনীতে বুদ্ধিমানদের জন্যে শিক্ষা আছে। কুরআনে যে সব কথা বলা হয়েছে তার কোনটিই মনগড়া বা বেদরকারি নয়। বরং তা যে সকল কিতাব পূর্বে এসেছে তার সত্যতার ঘোষণাকারী এবং একটি অপরটির ব্যাখ্যা। আর ঈমানদারদের জন্যে পথ নির্দেশ ও রহমত। (ইউসুফ : ১১১)

ব্যাখ্যা: এখানে আল্লাহ পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, কুরআনের প্রতিটি আয়াত থেকে শিক্ষা আছে এবং একটি আয়াত আর একটির ব্যাখ্যা।

وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُوْنِ اللهِ وَلَكِنْ تَصْدِيْقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيْلَ الْكِتَابِ لاَ رَيْبَ فِيْهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

www.pathagar.com

অর্থ: আর এই কুরআন এমন কোন গ্রন্থ নয় যা আল্লাহর (অহী) ব্যতীত রচনা করা যেতে পারে। বরং এটা পূর্বে আসা সকল কিতাবের সত্যতার স্বীকারকারী এবং কিতাবে উল্লেখিত বিষয়সমূহের পারস্পরিক ব্যাখ্যা। এটা যে মহাবিশ্বের রবের নিকট হতে আসা গ্রন্থ তাতে কোন সন্দেহ নেই। (ইউনুস : ৩৭)

ব্যাখ্যা: এখানেও মহান আল্লাহ স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনের একটি আয়াত অন্যটির ব্যাখ্যা।

তথ্য-৫

❑ আল-কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোন বক্তব্য নেই

মহান আল্লাহ সূরা আন্-নিসার ৮২ নং আয়াতে স্পষ্ট করে বলে দিয়েছেন-

وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللهِ لَوَجَدُوْا فِيْهِ اخْتِلاَفًا كَثِيْرًا.

অর্থ: যদি এ কিতাব (আল-কুরআন) আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সত্তার নিকট থেকে আসত, তবে এতে অনেক পরস্পর বিরোধী আয়াত বা বক্তব্য পাওয়া যেত।

ব্যাখ্যা: মহান আল্লাহ এ আয়াতের মাধ্যমে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন আল-কুরআনে পরস্পর বিরোধী কোন বক্তব্য বা তথ্য নেই। তাই-

ক. আল-কুরআনের সকল আয়াতের অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্পূরক হতে হবে। কোন মতেই তা পরস্পর বিরোধী হতে পারবে না।

খ. স্পষ্ট বা প্রত্যক্ষ বক্তব্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে একই বিষয়ের অস্পষ্ট বা পরোক্ষ বক্তব্যের ব্যাখ্যা করতে হবে।

তথ্য-৬

❑ একই বিষয়ের সকল আয়াত পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছা

আল-কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে একটু একটু করে ২৩ বছর ধরে। আর তা অবতীর্ণ করা হয়েছে রাসূল (সা.) কে যে উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে দুনিয়ায় পাঠানো হয়েছিল, (ইসলামকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা) সে উদ্দেশ্য সাধনের পথে প্রতিপদে অবস্থা অনুযায়ী পথনির্দেশ দেয়ার জন্যে। তাই আল-কুরআনে কোন বিষয়ের একটি দিক এক আয়াতে এবং অন্য একটি দিক আর এক আয়াতে উপস্থাপন করা হয়েছে। এজন্যে কোন একটি বিষয়ের ব্যাপারে পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আল-কুরআন থেকে নিতে হলে ঐ বিষয়টি সম্বন্ধে বক্তব্য এসেছে এমন সকল আয়াত পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করতে হবে এবং সে পর্যালোচনার সময় বিশেষভাবে খেয়াল রাখতে হবে যে, আয়াতগুলোর

www.pathagar.com

তরজমা বা ব্যাখ্যা যেন পরস্পরের সামঞ্জস্যশীল হয়, বিরোধী না হয়। এ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অনুসরণ না করলে কোন একটি বিষয় সম্বন্ধে কুরআন তথা ইসলামের বক্তব্য সম্বন্ধে ঐ রকম মারাত্মক ভুল সিদ্ধান্ত নেয়া হয়ে যাবে, যা হয় হাতির শুধু একটি পা দেখে পুরো হাতি সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলে।

তথ্য-৭

❑ আল-কুরআনে ইসলামের সকল প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় উল্লেখিত আছে

ইসলামের বিষয়গুলো প্রথম স্তরের মৌলিক, দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক ও অমৌলিক এই তিন বিভাগে বিভক্ত। প্রথম স্তরের মৌলিক হচ্ছে সে বিষয়গুলো যার একটিও বাদ গেলে একজন মুসলমানের পুরো জীবন সরাসরি ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক হচ্ছে প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়গুলো বাস্তবায়ন পদ্ধতির মৌলিক বিষয়। এর একটি বাদ গেলে এর সাথে সম্পর্কিত প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়টি ব্যর্থ হয়। তাই জীবন পুরো ব্যর্থ হয়। আর অমৌলিক বিষয় হচ্ছে সেগুলো যার সবগুলো কোন কারণে বাদ গেলে জীবন ব্যর্থ হয় না। তবে তাতে কিছু অসম্পূর্ণতা থাকে।

আল-কুরআনে ইসলামের প্রথম স্তরের সকল মৌলিক বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে। অন্য কথায় যে বিষয়টি কুরআনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উল্লেখ করা হয়নি তা ইসলামের প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয় নয়। কুরআনের মূল বিষয়গুলো হচ্ছে ইসলামের প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়, এ তথ্যটি কুরআনে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে–

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ.

অর্থ: এবং আমি তোমার উপর যে কিতাব নাযিল করেছি, তাতে রয়েছে (ইসলামের) সকল (প্রথম স্তরের মৌলিক) বিষয়ের বর্ণনা। (আন্-নাহল : ৮৯)

ইসলামের দ্বিতীয় স্তরের মৌলিক বিষয়গুলো কিছু আছে কুরআনে আর কিছু আছে হাদীসে। আর অমৌলিক বিষয়গুলোর প্রায় সবগুলো আছে হাদীসে।

তথ্য-৮

❑ আল-কুরআনের সকল তথ্য অধিকাংশ মুসলমানের-

* জানা থাকে না,
* জানা থাকলেও শীঘ্রই ভুলে যায় বা ভুল হচ্ছে কিনা সে ব্যাপারে দ্বিধা হয়।

তাই অধিকাংশ মুসলমানের কোন বিষয়ের ব্যাপারে কুরআনের সকল তথ্য যাচাই করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে আবার নতুন করে কুরআন পড়তে বা অনুসন্ধান করতে হয়। আর এ যাচাই করতে কিছু না কিছু সময় লাগে।

www.pathagar.com

কিছু তথ্য যা হাদীসকে যথাযথভাবে ব্যবহারের জন্যে বিশেষভাবে জানা দরকার

তথ্য-১

❑ হাদীসের প্রয়োজনীয়তা

হাদীস না হলে কুরআনের অনেক মূল তথা ইসলামের অনেক প্রথম স্তরের মৌলিক বিষয়ের সঠিক বাস্তবায়ন পদ্ধতি বুঝা যাবে না। তাই তা সঠিকভাবে পালন করা যাবে না। এ জন্যে ইসলামী জীবন বিধানের জন্যে হাদীস অপরিহার্য।

তথ্য-২

❑ কুরআন ও রাসূল (সা.) এর উল্লেখ করা 'হাদীস' শব্দ এবং হাদীস গ্রন্থে উল্লেখিত 'হাদীস' শব্দের মধ্যে পার্থক্য

আল-কুরআনে অন্য অনেক বিষয়সহ কুরআনে উল্লিখিত বাণী বা বক্তব্যকে 'হাদীস' বলা হয়েছে। কুরআনে উল্লিখিত বাণী বা বক্তব্য আল্লাহর বাণী বা বক্তব্যের হুবহু তথা অক্ষর, শব্দ, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, যতিচিহ্নসহ উল্লেখকৃত রূপ। তাই কুরআন অনুযায়ী, কারো বাণী বা বক্তব্যের হুবহু রূপকে তার হাদীস বলে।

রাসূল (সা.) তাঁর বাণী বা বক্তব্যকে হাদীস বলে উল্লেখ করেছেন। তাই রাসূল (সা.) এর বক্তব্য অনুযায়ীও তাঁর বক্তব্যের হুবহু রূপ হবে তাঁর হাদীস।

হাদীস শাস্ত্রে 'হাদীস' বলতে প্রধানত বুঝানো হয়েছে, চার স্তরের তথা সাহাবী, তায়েবী, তাবে-তাবেয়ী ও তাবে তাবে-তাবেয়ী স্তরের ঈমানের দাবিদার ব্যক্তি কর্তৃক রাসূল (সা.) এর কথা, কাজ বা সমর্থনের স্বীয় বুঝাকে নিজ ভাষায় উপস্থাপন করা বক্তব্যকে। আর অধিকাংশ ক্ষেত্রে সে বক্তব্য ঐ চার স্তরের বাছাইকৃত ৫ থেকে ৭ জন ব্যক্তির মুখ ঘুরে এসে রাসূল (সা.) এর ইন্তেকালের ২৫০-৩০০ বছর পরে পুস্তক আকারে লিপিবদ্ধ বা সংকলিত হয়েছে। ঐ পুস্তকের বিখ্যাত ছয়টি হচ্ছে বুখারী, মুসলিম, তিরমিজী, নাসায়ী, আবু দাউদ ও ইবনে-মাযাহ শরীফ।

বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে 'হাদীস শাস্ত্র অনুযায়ী সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?' নামক বইটিতে।

তথ্য-৩

❑ সুন্নাহ এবং হাদীস শাস্ত্রে উল্লেখিত 'হাদীস' শব্দের মধ্যে পার্থক্য

সুন্নাহ হল রাসূল (সা.) এর বক্তব্য, বাণী, কাজ ও সমর্থনের নির্ভুল রূপ। কারো বক্তব্য বা বাণী হুবহু তথা অক্ষর, শব্দ, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন, যতিচিহ্নসহ উল্লেখ করা হলে তা সে বক্তব্যের নির্ভুল রূপ হয়। সুতরাং সুন্নাহ এবং কুরআনে উল্লেখিত ও রাসূল (সা.) এর বলা 'হাদীস' শব্দের অর্থ একই।

www.pathagar.com

হাদীস শাস্ত্রে উল্লেখিত 'হাদীস' শব্দটি অধিকাংশ ক্ষেত্রে রাসূল (সা.) এর বক্তব্য বা বাণীর হুবহু রূপ নয়। তাই তা নির্ভুল নাও হতে পারে। তাই সকল সুন্নাহকে হাদীস শাস্ত্রের 'হাদীস' বলা যাবে কিন্তু হাদীস শাস্ত্রে উল্লেখিত সকল 'হাদীস' সুন্নাহ নয়।

তথ্য-৪

❑ রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ ফিকাহ শাস্ত্রের সুন্নাতের মধ্যে পার্থক্য

রাসূল (সা.) প্রকৃতভাবে যা বলেছেন, করেছেন ও সমর্থন করেছেন, তা সবই তাঁর সুন্নাহ। নামাজ, যাকাত, রোজা, হজ্জ, জিহাদ, টুপি মাথায় দেয়া, মেসওয়াক করা, খাওয়া-দাওয়া, বিবাহ করা, সত্য কথা বলা, হক নষ্ট না করা, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা ইত্যাদি যে সকল কাজ রাসূল (সা.) করেছেন, বলেছেন বা সমর্থন করেছেন, তা সবই তাঁর সুন্নাহ।

ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ রাসূল (সা.) এর সকল সুন্নাহকে গুরুত্ব অনুযায়ী চার ভাগে ভাগ করেছেন এবং এক থেকে চার নম্বর অবস্থানের সুন্নাহের নাম দিয়েছেন যথাক্রমে ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নাত ও মুস্তাহাব (নফল)। অর্থাৎ রাসূল (সা.) এর সুন্নাহের মধ্যে গুরুত্বের দিক দিয়ে যার অবস্থান তৃতীয় স্থানে ফিকাহ শাস্ত্রবিদগণ তার নাম দিয়েছেন সুন্নাত।

তথ্য-৫

❑ রাসূল (সা.) আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন কথা, কাজ বা সমর্থন করতেন না

রাসূল (সা.) তাঁর নবুওয়াতী দায়িত্ব পালন করতে যেয়ে যত কথা বলেছেন, কাজ করেছেন বা সমর্থন দিয়েছেন, তার সব ক'টিই তিনি আল্লাহর নির্দেশ বা অনুমতি সাপেক্ষেই করেছেন। আল্লাহর সেই নির্দেশের কিছু দেয়া হয়েছে কুরআনের মাধ্যমে আর কিছু দেয়া হয়েছে রাসূল (সা.) এর অন্তরে উদয় করে দেয়া ইঙ্গিত বা ভাবের মাধ্যমে। কুরআনের মাধ্যমে যে বিষয়গুলো আল্লাহ তাঁকে জানাতেন, তার শব্দ চয়ন ও বাক্য গঠন মহান আল্লাহ নিজেই করে দিতেন। আর রাসূলের অন্তরে ইঙ্গিতের মাধ্যমে যে বিষয়গুলো আল্লাহ তাঁকে জানাতেন, সে বিষয়গুলোর শব্দ চয়ন ও বাক্য গঠন রাসূল (সা.) নিজেই করতেন। এ কথাগুলো আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনের মাধ্যমে নিম্নোক্তভাবে-

مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوْحَى.

অর্থঃ (রাসূল) নিজের খেয়াল-খুশি মত কোন কথা, কাজ বা সমর্থন করতেন না, ওহীর সমর্থন ব্যতীত।

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা: এ আয়াত থেকে বুঝা যায়, নবুয়াতী দায়িত্ব পালনকালে ওহীর সমর্থন ব্যতীত রাসূল (সা.) নিজের খেয়াল-খুশি মত কোন কথা, কাজ বা সমর্থন করতেন না।

তথ্য-৬

❑ হাদীসের বিভিন্ন অংশ

হাদীসের দুটি অংশ থাকে যথা– সনদ ও মতন। সনদ হচ্ছে সে অংশটি যেখানে বর্ণনাকারীদের (রাবী) নাম ক্রম অনুযায়ী উল্লেখ থাকে। অর্থাৎ কোন্ বর্ণনাকারী কার নিকট থেকে হাদীসখানি শুনেছেন তাঁর নাম পর পর ক্রম অনুযায়ী উল্লেখ থাকে।

আর মতন হচ্ছে হাদীসের সেই অংশ যেখানে হাদীসের বক্তব্য বিষয়টি উল্লেখ থাকে। অর্থাৎ মতন হচ্ছে হাদীসের মূল অংশ।

তথ্য-৭

❑ 'সহীহ হাদীসের' সংজ্ঞা

হাদীস শাস্ত্রে হাদীসকে 'সহীহ' বলা হয় 'সনদ' তথা বর্ণনাধারার ত্রুটিহীনতার ভিত্তিতে 'মতন' তথা বক্তব্য বিষয়ের নির্ভুলতার ভিত্তিতে নয়।

সহীহ হাদীসের বক্তব্য বিষয়ের নির্ভুলতার ব্যাপারে তথ্য হচ্ছে, বর্ণনাকারীদের যে গুণাগুণ নির্ধারণ করা হয়েছে ঐ গুণাগুণ সম্পন্ন ব্যক্তিরা ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বা ভুল বলবেন, এটি অসম্ভব। কিন্তু মানুষের সাধারণ দুর্বলতার কারণে রাসূল (সা.) এর কথা বা একে অপরের কথা, বুঝা অথবা বর্ণনা করার সময়, অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল হওয়া একেবারে অসম্ভব নয়। অত্যন্ত কম হলেও সাহাবায়ে কিরামের ব্যাপারেও এটি হয়েছে তার প্রমাণ হাদীস শাস্ত্রে উপস্থিত আছে।

তথ্য-৮

❑ কুরআনের স্পষ্ট বিরোধী বক্তব্য সম্বলিত হাদীস সহীহ হলেও তার বক্তব্য (মতন) নির্ভুল বা গ্রহণযোগ্য নয়

আল-কুরআন

আল-কুরআনের সূরা হাক্কার ৪৪-৪৭ নং আয়াতে আল্লাহ বলেছেন :

وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيْلِ. لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِيْنِ. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِيْنَ. فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِيْنَ.

www.pathagar.com

অর্থঃ সে (নবী) যদি আমার নামে কোন কিছু বানিয়ে বলত তবে আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম। অতঃপর তার জীবন শিরা (বা কণ্ঠশিরা) ছিঁড়ে ফেলতাম। তখন তোমাদের কেউ তাকে বাঁচাতে পারত না।

ব্যাখ্যাঃ আল্লাহ এখানে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন রাসূল (সা.) যদি তাঁর নামে কোন কথা বানিয়ে বলতেন তাহলে তিনি তাঁকে ধরে তাঁর জীবন শিরা ছিঁড়ে ফেলতেন। অর্থাৎ তাঁকে মেরে ফেলতেন। কোন কথা আল্লাহর নামে বানিয়ে বলার অর্থ হচ্ছে আল্লাহ বলেন নি বা আল্লাহর সম্মতি নেই, নিজের তৈরি করা এমন কথাকে আল্লাহর কথা বলে প্রচার করা। এ কাজটির চেয়ে আরও খারাপ কাজ হচ্ছে আল্লাহ যা বলেছেন তার বিপরীত কথা আল্লাহর কথা বলে প্রচার করা। তাহলে এ আয়াতের আলোকে সহজে বলা যায় আল্লাহর বলা কথার বিপরীত কথা প্রচার করলে আল্লাহ রাসূল (সা.) কে আরও কঠোরভাবে শাস্তি দিয়ে মেরে ফেলতেন। অর্থাৎ আল্লাহর কথার বিপরীত কথা বলার কথা বলার সাধ্য রাসূল (সা.) এর ছিল না।

কুরআন হচ্ছে আল্লাহর কথা। সুতরাং এ আয়াত ক'টির আলোকে সহজেই বলা যায়, আল-কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিপরীত কোন কথা রাসূল (সা.) কোনভাবেই বলতে পারেন না তথা রাসূল (সা.) এর কথা হতে পারে না।

হাদীসকে সহীহ বলা হয় সনদ তথা বর্ণনা সূত্রের ভিত্তিতে, মতন তথা বক্তব্য বিষয়ের ভিত্তিতে নয়। সুতরাং এ আয়াত ক'খানির আলোকে সহজেই বলা যায়, আল-কুরআনের স্পষ্ট বক্তব্যের বিরোধী বক্তব্য সম্বলিত হাদীস, সহীহ হলেও তার বক্তব্য বিষয় (মতন) নির্ভুল তথা গ্রহণযোগ্য হবে না।

আল-হাদীস

وَتَمَسَّكَ الشَّافِعِيُّ (رح) اَيْضًا فِيْ عَدَمِ جَوَازِ نُسْخِ الْكِتَابِ بِالسُّنَّةِ بِقَوْلِ عَلَيْهِ السَّلَامِ (ص) اِذَا رُوِىَ لَكُمْ عَنِّىْ حَدِيْثٌ فَاعْرِضُوْهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَعَالَى فَمَا وَافَقَهُ فَاقْبَلُوْهُ وَلَافَرُدُّوْهُ.

অর্থঃ অনুরূপভাবে ইমাম শাফেয়ী (রহ.) সুন্নাহ দ্বারা কিতাবুল্লাহ রহিতকরণ যায়েয না হওয়ার ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর এ হাদীসখানিকে দলিল হিসেবে পেশ করেছেন, 'যখন তোমাদের নিকট আমার কোন হাদীস বর্ণনা করা হবে তখন তাকে আল্লাহর কিতাবের সম্মুখে উপস্থাপন করবে (কিতাবুল্লাহের বক্তব্যের সাথে মিলাবে)। যদি তা আল্লাহর কিতাবের (কুরআনের) বক্তব্যের

www.pathagar.com

সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হয় তবে তা গ্রহণ করবে। অন্যথায় তাকে প্রত্যাখ্যান করবে। (নূরুল আনোয়ার, বঙ্গানুবাদ, এমদাদিয়া পুস্তকালয়, প্রথম মুদ্রণ, পৃষ্ঠা নং ৩০৩)

ব্যাখ্যা: রাসূল (সা.) এ বক্তব্যের মাধ্যমে স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছেন, যে কোন ব্যক্তির বর্ণনা করা হাদীসকে নির্ভুল হাদীস বলে গ্রহণ করার আগে তা যাচাই করে নিতে হবে। আর তা যাচাই করার (সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ) উপায় হচ্ছে কুরআনের সঙ্গে মিলানো। কুরআনের স্পষ্ট বিপরীত হলে তাকে ভুল বলে প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

তথ্য-৯

❑ যে সকল কারণে হাদীস শক্তিশালী ও দুর্বল হয়

হাদীস শাস্ত্র অনুযায়ী হাদীস শক্তিশালী বা দুর্বল হয় নিম্নোক্ত কারণে-

ক. কুরআনের সাথে সঙ্গতিশীলতা

যে হাদীসের বক্তব্য (মতন) কুরআনের বক্তব্যের সাথে যত বেশি সঙ্গতিশীল সে হাদীস তত বেশি শক্তিশালী। তার বর্ণনাকারীদের মধ্যে কিছু দুর্বলতা থাকলেও। আর কুরআনের বক্তব্যের সাথে সঙ্গতিশীলতার কারণে হওয়া হাদীস, অন্য যে কোন কারণে শক্তিশালী হওয়া হাদীসের চেয়ে অধিক শক্তিশালী।

খ. মানসম্পন্ন বর্ণনাকারীর সংখ্যা

যে সহীহ হাদীসের মানসম্মত বর্ণনাকারীর সংখ্যা (প্রতি স্তরে) যত বেশি সে হাদীস ততো বেশি শক্তিশালী।

গ. বক্তব্যের নির্দিষ্টতা ও স্পষ্টতা

যে হাদীসের বক্তব্য যত নির্দিষ্ট ও স্পষ্ট সে হাদীস ততো বেশি শক্তিশালী।

তথ্য-১০

❑ হাদীস রহিত হওয়ার পদ্ধতি

শক্তিশালী হাদীস বিপরীত বক্তব্যসম্বলিত অপেক্ষাকৃত দুর্বল হাদীসকে রহিত করে। কারণ, রাসূল (সা.) পরস্পর বিরোধী কথা বলতে পারেন না।

তথ্য-১১

❑ কুরআনে থাকা বিষয় সুন্নাহ ও হাদীসে থাকা না থাকা

কোন বিষয় কুরআনে আছে কিন্তু রাসূল (সা.) বলেন নি, পালন করেন নি বা সমর্থন করেননি অর্থাৎ সুন্নাহে নাই এমন হওয়া অসম্ভব। কারণ রাসূল (সা.) এর কাজই ছিল কথা, কাজ ও সমর্থনের মাধ্যমে ব্যক্তি ও সমাজে কুরআনকে প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু সকল সুন্নাহ, হাদীস গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে– এ কথা নিশ্চয়তা দিয়ে

www.pathagar.com

বলা যাবে না। কারণ হাদীস প্রকৃতভাবে লিপিবদ্ধ করা আরম্ভ হয়েছে রাসূল (সা.) এর ইন্তেকালের ২৫০-৩০০ বছর পর। অন্যদিকে তাঁর নামে ভুল কথা বলাকে রাসূল (সা.) অত্যন্ত বড় গুনাহের কাজ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাই একটি সুন্নাহ সম্বন্ধে মনে সামান্য সন্দেহ থাকলেও অনেক সাহাবী (রা.) তা বলেননি বা প্রকাশ করেন নি।

সুতরাং যে বিষয় কুরআনে আছে সেটি সুন্নাহে অবশ্যই আছে। আর উপস্থিত হাদীস গ্রন্থসমূহে সেটি থাকার সম্ভাবনা অনেক বেশি তবে নাও থাকতে পারে।

তথ্য-১২

❑ হাদীস থেকে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে আসার নিয়ম

কুরআনের ন্যায় হাদীস থেকেও কোন বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে হলে ঐ বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এমন সকল হাদীসকে পাশাপাশি রেখে পর্যালোচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। আর এ পর্যালোচনার সময় মনে রাখতে হবে, বেশি শক্তিশালী হাদীসের বক্তব্য কম শক্তিশালী হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত করে।

তথ্য-১৩

❑ কুরআনের ন্যায় হাদীসের সকল তথ্য অধিকাংশ মুসলমানের–

- ❋ জানা থাকে না,
- ❋ এক সময় জানা থাকলেও শীঘ্রই তা ভুলে যায় বা ভুল হওয়ার ব্যাপারে সংশয় হয়।

তথ্য-১৪

❑ কুরআনের চেয়ে হাদীসের ভাণ্ডার অনেক বড়। তাই–

- ❋ একটি বিষয়ের সকল হাদীস যাচাই করে সিদ্ধান্তে আসতে কুরআন যাচাই করে সিদ্ধান্তে আসার চেয়ে সময় বেশি লাগে এবং
- ❋ তা অধিক কষ্টসাধ্য।

কিছু তথ্য যা বিবেক-বুদ্ধিকে যথাযথভাবে ব্যবহারের জন্যে বিশেষভাবে জানা দরকার

তথ্য-১

❑ বিবেক-বুদ্ধির সবচেয়ে বড় দোষ

বিবেক-বুদ্ধি শিক্ষা, পরিবেশ ইত্যাদির প্রভাবে পরিবর্তিত হয়ে যায়। অর্থাৎ বিবেকের রায় সকল ক্ষেত্রে সঠিক হয় না। এটি বিবেক-বুদ্ধির সবচেয়ে বড়

www.pathagar.com

দোষ। আর তাই কোন বিষয়ে বিবেক-বুদ্ধির রায়কে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করার আগে তাকে অবশ্যই কুরআন বা হাদীস দ্বারা যাচাই করে নিতে হবে। তবে আল্লাহর দেয়া বিবেক অপরিবর্তিত থাকলে তার রায় এবং কুরআন বা নির্ভুল হাদীসের রায় একই হয়।

তথ্য-২

❑ বিবেক-বুদ্ধির গুণসমূহ

বিবেক-বুদ্ধির গুণসমূহ হচ্ছে–

ক. বিবেক-বুদ্ধি সকলের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে,

খ. বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সময় লাগে না বললেই চলে,

গ. নিজের বিবেক-ব্যবহার করতে কোন খরচ হয় না,

ঘ. কোন বিষয় বিবেক-সিদ্ধ হলে সেটি সহজে মেনে নেয়া যায়। মনের প্রশান্তি নিয়ে সেটি আমল করা যায় এবং দৃঢ় পদে তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকা যায়।

তথ্য-৩

❑ ইসলামে বিবেকের বাইরের বা বিরুদ্ধ বিষয়ের পরিমাণ

ইসলামে বিবেকের বাইরের বা বিরুদ্ধ বিষয় না থাকারই কথা। আর থাকলেও তার পরিমাণ অনেক কম হবে। কারণ–

ক. ইসলামের মূল তিনটি উৎস তথা কুরআন, হাদীস ও বিবেক একই উৎস থেকে আসা। একই উৎস থেকে আসা বিষয়ের মধ্যে মিল বেশি থাকে। গরমিল কম থাকে। তাই সহজেই বলা যায় ইসলামে মানুষের বিবেকের বাইরের বা বিরুদ্ধ বিষয় থাকার কথা নয়। আর কোন কারণে থাকলেও তার সংখ্যা অনেক কম হওয়ার কথা।

খ. মহান আল্লাহ বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে কুরআনের বক্তব্য বুঝার জন্যে এবং অন্যান্য কাজ করার জন্যে অপরিসীম গুরুত্ব দিয়েছেন। এ থেকে বুঝা যায়, আল-কুরআন তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় বিবেক-বুদ্ধির বাইরের বিরুদ্ধ কোন কথা বা বিষয় না থাকারই কথা। তা যদি থাকত, তাহলে মহান আল্লাহ কুরআনের বক্তব্য বুঝার জন্যে বিবেক-বুদ্ধি খাটানোকে অপরিসীম গুরুত্ব দিতে না বলে তা নিষেধ করতেন। অর্থাৎ তিনি বলতেন, কুরআনকে বুঝার জন্যে বিবেক-বুদ্ধি খাটানোর কোন দরকার নেই। কুরআনে আমি যা বলেছি, চোখ বন্ধ করে তা মানতে ও অনুসরণ করতে হবে।

www.pathagar.com

তথ্য-৪

❑ ইসলামে বিবেক-বুদ্ধির বাইরের বিষয়সমূহ

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ط فَأَمَّا الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُوْنَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيْلِهِ ج وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيْلَهُ إِلاَّ اللهُ د وَالرَّاسِخُوْنَ فِي الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ آمَنَّا بِهِ لا كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ج وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ.

অর্থ: তিনিই (আল্লাহ) তোমার নিকট এই কিতাব (আল-কুরাান) নাযিল করেছেন। এই কিতাবে আছে মুহকামাত আয়াত। ঐগুলোই হচ্ছে কুরআনের মা। বাকি আয়াতগুলো হচ্ছে মুতাশাবিহাত। যাদের মনে দোষ (বক্রতা) আছে, তারাই শুধু মুতাশাবিহাত আয়াতের পিছনে লেগে থাকে– ফিতনা ছড়ানো এবং প্রকৃত অর্থ বের করার উদ্দেশ্যে। অথচ তার প্রকৃত অর্থ আল্লাহ ছাড়া অপর কেউই জানে না। (আল-ইমরান : ৭)

ব্যাখ্যা: এ আয়াতে মহান আল্লাহ প্রথমে কুরআনের সকল আয়াতকে মুহকামাত ও মুতাশাবিহাত এই দু'ভাগে ভাগ করেছেন এবং মুহকামাত আয়াতকে কুরআনের মা তথা আসল আয়াত বলে জানিয়ে দিয়েছেন।

এরপর আল্লাহ বলেছেন, যাদের মনে দোষ আছে তারাই শুধু ফিতনা তথা ভুল বোঝাবুঝি ছড়িয়ে ইসলামের ক্ষতি করার জন্যে, মুতাশাবিহাত আয়াতের প্রকৃত অর্থ বের করার জন্যে চিন্তা-গবেষণায় লেগে থাকে।

সবশেষে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন মুতাশাবিহাত আয়াতের প্রকৃত অর্থ তিনি আল্লাহ ছাড়া আর কেউ জানে না। অর্থাৎ আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন মুতাশাবিহাত আয়াতের প্রকৃত অর্থ মানুষের বুঝের তথা বিবেক-বুদ্ধির বাইরে।

মুহকামাত আয়াত হচ্ছে সেই আয়াতগুলো যেখানে মানুষের ইন্দ্রিগ্রাহ্য বিষয় তথা যে বিষয়গুলো মানুষ দেখে, স্পর্শ, আস্বাদ ও অনুভব করে, তা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। আল-কুরআনের অধিকাংশ আয়াত মুহকামাত আয়াতের অন্তর্ভুক্ত। তবে মূল মুহকামাত আয়াত প্রায় পাঁচশত। বাকি মুহকামাত আয়াতগুলো হচ্ছে মূল মুহকামাত আয়াতের বক্তব্যগুলো বুঝানোর জন্যে বা তার প্রতি বিশ্বাস দৃঢ় করার জন্যে, সাহায্যকারী আয়াত। এগুলোকে আল-কুরআনে কাহিনী (কেচ্ছা) ও উদাহরণের (আমছাল) আয়াত হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এই কাহিনী ও উদাহরণের আয়াতের সংখ্যাই কুরআনে বেশি।

www.pathagar.com

মুতাশাবিহাত আয়াত হচ্ছে সেগুলো যেখানে এমন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে যা মানুষের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয় তথা অতীন্দ্রিয়। অর্থাৎ এমন বিষয় যা মানুষ কখনও দেখে নাই, স্পর্শ, আস্বাদ বা অনুভব করে নাই। যেমন- ফেরেশতা, বেহেশত, দোযখ, আল্লাহর আরশ, সিদারাতুল মুনতাহা ইত্যাদি। কিছু কিছু সূরার শুরুতে উপস্থিত থাকা এক বা একাধিক অক্ষরবিশিষ্ট শব্দগুলোও (الم- ص- يس) মুতাশাবিহাতের অন্তর্ভুক্ত। আল-কুরআনে মুতাশাবিহাত আয়াতের সংখ্যা বেশি নয়।

আলোচ্য আয়াতে মহান আল্লাহ মুহকামাত ও মুতাশাবিহাত আয়াতের বক্তব্য মানুষের বিবেক-সিদ্ধ, না বিবেকের বাইরে, সে ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন। একটি উদাহরণ বুঝে নিলে সে তথ্যগুলো বুঝা সহজ হবে। কারো সামনে 'ক' ও 'খ' নামের দু'টি খাবার রেখে শুধুমাত্র বলা হল আপনি 'ক' খাবারটি খেতে পারবেন। তাহলে খাবার দু'টি খাওয়া না খাওয়ার ব্যাপারে যে ধরনের তথ্য ব্যক্তিটিকে দেয়া হল তা হচ্ছে-

- ❑ 'ক' খাবারটি প্রত্যক্ষভাবে খাওয়ার অনুমতি দেয়া হল এবং
- ❑ 'খ' খাবারটি পরোক্ষভাবে খেতে নিষেধ করা হল।

মহান আল্লাহ আলোচ্য আয়াতে পুরো কুরআনকে মুহকামাত ও মুতাহাশাবিহাত এ দু'ভাগে বিভক্ত করে প্রত্যক্ষভাবে বলেছেন, মুতাশাবিহাত আয়াতের বক্তব্য মানুষের বিবেক-বুদ্ধির বা বুঝের বাইরে। তাহলে মুহকামাত ও মুতাশাবিহাত আয়াতের বিষয় মানুষের বিবেক-সিদ্ধ না বিবেকের বাইরে সে ব্যাপারে এ বক্তব্য থেকে যে তথ্য বের হয়ে আসে তা হচ্ছে-

ক. প্রত্যক্ষভাবে বলা হয়েছে মুতাশাবিহাত (অতীন্দ্রিয়) আয়াতের বিষয় মানুষের বিবেক-বুদ্ধির বাইরে।

খ. পরোক্ষভাবে বলা হয়েছে মুহকামাতে (ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য) আয়াতের বিষয় মানুষের বিবেক-সিদ্ধ।

অতএব এ আয়াতের মাধ্যমে আল-কুরআন তথা আল্লাহ-

ক. প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন আল-কুরআন তথা ইসলামের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ চিরন্তনভাবে মানুষের বিবেকের বা বুঝের বাইরে।

খ. পরোক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছেন আল-কুরআন তথা ইসলামের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহ মানুষের বিবেক-সিদ্ধ বা বুঝের আওতায়। অন্যভাবে বললে কথাটি দাঁড়ায়, আল-কুরআনের পরোক্ষ বক্তব্য হচ্ছে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে মানুষের বিবেকের বাইরের বা বিরুদ্ধ কোন কথা কুরআন তথা ইসলামে নেই। দু'একটি কথা বর্তমান জ্ঞান অনুযায়ী বিবেক-বিরুদ্ধ মনে হলেও মানব সভ্যতার জ্ঞান ঐ স্তরে পৌঁছালে

www.pathagar.com

অবশ্যই তা বিবেক-সিদ্ধ হবে তথা বুঝে আসবে। তাই আয়াতে কারীমা থেকে যে তথ্য বের হয়ে আসে তা হচ্ছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ের ব্যাপারে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির রায় হচ্ছে কুরআনের পরোক্ষ রায়।

তথ্য-৫

❑ বিবেক-বুদ্ধির রায় কুরআন দিয়ে রহিত করার নীতিমালা

আল-কুরআনে মানুষের বিবেক-বুদ্ধিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। আর সূরা আলে-ইমরানের ৭ নং আয়াতের মাধ্যমে জানিয়ে দেয়া হয়েছে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির রায় হচ্ছে কুরআনের পরোক্ষ রায়। আবার ঐ একই আয়াতে প্রত্যক্ষভাবে বলা হয়েছে, অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিষয় মানুষের বিবেক-বুদ্ধি বা বুঝের বাইরে। অর্থাৎ অতীন্দ্রিয় বিষয়ে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির রায়ের কোন মূল্য নেই।

প্রত্যক্ষ বক্তব্য পরোক্ষ বক্তব্যকে রহিত করতে পারে এটি একটি চিরসত্য ও সহজ বোধগম্য কথা। তাই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও অতীন্দ্রিয় বিষয়ে বিবেকের রায়কে কুরআন দিয়ে রহিত করার নীতিমালা হবে–

ক. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে অর্থাৎ যে সকল বিষয় মানুষ পঞ্চ ইন্দ্রিয় দিয়ে জানতে ও বুঝতে পারে সে সকল বিষয়ে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির রায়কে রহিত করার অর্থ হচ্ছে কুরআনের একটি পরোক্ষ বক্তব্য রহিত করা। তাই তা করতে হলে কুরআনের একটি প্রত্যক্ষ বক্তব্য লাগবে।

খ. অতীন্দ্রিয় বিষয়ে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির রায়কে কুরআনের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যে কোন বক্তব্য রহিত করতে পারবে। কারণ, ঐ ধরনের বিষয়ে মানুষের বিবেকের রায়ের কোন মূল্য নেই বলে কুরআন প্রত্যক্ষভাবে জানিয়ে দিয়েছে।

তথ্য-৬

❑ বিবেক-বুদ্ধির রায় হাদীস দিয়ে রহিত করার নীতিমালা

সহীহ হাদীসের বক্তব্য অনুযায়ী মানুষের অন্তর বা বিবেক যাতে সায় দেয় সেটি নেকী, সওয়াব, ন্যায় বা সঠিক। আর বিবেক যাতে সায় দেয় না সেটি গুনাহ, অন্যায় বা ভুল। অর্থাৎ নির্ভুল হাদীস অনুযায়ী মানুষের বিবেকের রায় হচ্ছে ইসলামের রায়। অন্যদিকে আল-কুরআনের আলে ইমরানের ৭ নং আয়াতের প্রত্যক্ষ বক্তব্য হচ্ছে অতীন্দ্রিয় বিষয়ে মানুষের বিবেকের রায়ের কোন গুরুত্ব ইসলামে নেই।

হাদীস শাস্ত্র অনুযায়ী অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী হাদীস একই বিষয়ের 'বিপরীতধর্মী' হাদীসকে রহিত করতে পারে। তাই হাদীস দিয়ে বিবেকের রায় রহিত করার নীতিমালা হচ্ছে–

www.pathagar.com

ক. ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে বিবেকের রায় রহিত করার অর্থ হচ্ছে সহীহ হাদীসের একটি বক্তব্য রহিত করা। তাই তা সম্ভব হবে সবচেয়ে শক্তিশালী হাদীস তথা মুতাওয়াতির হাদীসের মাধ্যমে।

খ. অতীন্দ্রিয় বিষয়ে যেহেতু মানুষের বিবেকের রায়ের কোন মূল্য নেই তাই তা রহিত করা যাবে যে কোন নির্ভুল হাদীসের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্যের মাধ্যমে।

তথ্য-৭

❑ প্রতিকূল পরিবেশে বিবেক-বুদ্ধি পরিবর্তিত বা অবদমিত হওয়ার মাত্রা

বিবেক-বুদ্ধি প্রতিকূল তথা অনৈসলামিক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে পরিবর্তিত বা অবদমিত হয় কিন্তু তা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না। অনুকূল তথ্য বা পরিবেশ পেলে ঐ অবদমিত বিবেক আবার জেগে ওঠে। এ কথাগুলোর প্রমাণ হচ্ছে–

ক. সূরা মূলকের ১০ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়েছেন, কাফির ব্যক্তিরা দোযখে যেয়ে দুঃখ করে বলবে, 'আমরা যদি কুরআনের বক্তব্য বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে বুঝার চেষ্টা করতাম তাহলে আমাদের দোযখে আসতে হত না।' কারণ, বিবেক খাটালেই তারা দেখতে পেত কুরআনের অধিকাংশ বক্তব্য বিবেক-সিদ্ধ। ফলে তা মেনে নিতে ও মনের প্রশান্তি নিয়ে আমল করতে পারত। আর এর ফলস্বরূপ তাদের দোযখে যেতে হত না।

কাফির ব্যক্তিদের আল্লাহ প্রদত্ত বিবেক শিক্ষা ও পরিবেশের দরুন পাল্টে যায়। তাই কাফিরদের বলা কথার মাধ্যমে আল্লাহ এখানে জানিয়ে দিয়েছেন, পরিবর্তিত হয়ে গেলেও আল্লাহ প্রদত্ত বিবেক একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না। অবশিষ্ট সঠিক বিবেক দিয়ে সত্যিকারভাবে চেষ্টা করলে কাফির ব্যক্তিরাও কুরআনের অধিকাংশ বক্তব্য বিবেক-সিদ্ধ তথা সঠিক বলে বুঝতে পারবে।

খ. রাসূল (সা.) বলছেন, যে শিশুই মায়ের গর্ভ হতে পয়দা হয়, সে প্রকৃত মানব প্রকৃতির ভিত্তিতে হয়। অতঃপর তার মা-বাবাই তাকে ইহুদী, ঈসায়ী বা মজুসী বানিয়ে দেয়। এটি এমনই ব্যাপার যেমন প্রাণীর পেট হতে পূর্ণাঙ্গ ও সুস্থ বাচ্চার জন্ম হয়। পরবর্তীকালে মুশরিকরা নিজেদের জাহেলিয়াতের ভিত্তিহীন ধারণা ও কুসংস্কারের দরুন তার কান কেটে দেয়। (বুখারী, মুসলিম)

ব্যাখ্যা: রাসূল (সা.) এ হাদীসখানির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত যে বিবেক নিয়ে জন্মগ্রহণ করে তা শিক্ষা ও পরিবেশের মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে বা যায়।

www.pathagar.com

গ. এক যুদ্ধে মুসলমানরা শত্রুদের বালক-বালিকাদেরও হত্যা করে ফেলল। রাসূল (সা.) এ খবর পেয়ে খুব দুঃখিত হলেন এবং বললেন, লোকদের কী হল? তারা সীমালঙ্ঘন করল কেন? তারা বালক-বালিকাদের পর্যন্ত হত্যা করে ফেলল? এক ব্যক্তি বলল, এরা কি মুশরিকদের সন্তান ছিল না? রাসূল (সা.) তখন বললেন, তোমাদের মধ্যে যারা উত্তম ও সর্বাপেক্ষা ভাল লোক, তারাতো সকলেই মুশরিকদের সন্তান। পরে তিনি বললেন, প্রত্যেকটি মানব সন্তানই প্রকৃতির উপর জন্ম লাভ করে। তাদের মুখ যখন খুলতে শুরু করে, তখন পিতা-মাতাই তাদের ইয়াহুদী বা নাসারা বানিয়ে দেয়।

(মুসনাদে আহমদ, নাসায়ী)

ব্যাখ্যা: মুশরিকদের ছেলেমেয়েরা চিরকাল মুশরিক থাকবে এ কারণে যুদ্ধে মুশরিকদের ছেলেমেয়েদের হত্যা করা যুক্তিসঙ্গত হয়েছে, একজন সাহাবীর এ কথাটির উত্তরে রাসূল (সা.) বলেছেন– যারা উত্তম সাহাবী তারাও তো মুশরিকদের সন্তান ছিল। অর্থাৎ রাসূল (সা.) জানিয়ে দিয়েছেন, শিক্ষা ও পরিবেশের দরুন মানুষের আল্লাহ প্রদত্ত বিবেক পরিবর্তিত হয়ে গেলেও তা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না। উপযুক্ত তথ্য ও পরিবেশ পেলে তা আবার জেগে ওঠে। আর তাই তারা ঈমান এনে মুসলিম হয়ে যায়।

ঘ. পৃথিবীতে মানুষের ধর্ম পরিবর্তনের দিকে তাকালে দেখা যায় অন্য ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার হার ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করে অন্য ধর্ম গ্রহণ করার হারের চেয়ে অনেক বেশি। এরপরও যারা ইসলাম ত্যাগ করে তাদের প্রায় সবাই পার্থিব কোন সুবিধা পাওয়ার লোভেই তা করে।

এর কারণ হচ্ছে অমুসলিমদের আল্লাহ প্রদত্ত বিবেক পরিবর্তিত হয়ে গেলেও তা একেবারে নিঃশেষ হয়ে যায় না। উপযুক্ত তথ্য ও পরিবেশ পেলে তা আবার জেগে ওঠে। তখন তারা ইসলাম গ্রহণ করে।

তথ্য-৮

❑ সঠিক পরিবেশে বিবেক-বুদ্ধি উৎকর্ষিত হওয়ার মাত্রা

সঠিক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে বিবেক-বুদ্ধি উৎকর্ষিত হয়ে কুরআন ও সুন্নাহের কাছাকাছি পৌঁছে যায়, তবে একেবারে সমান হয় না। অর্থাৎ একজন জ্ঞানী ও নিষ্ঠাবান মুসলমানের বিবেকের রায় এবং কুরআন ও সুন্নাহের রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে একই হয়।

www.pathagar.com

তথ্য-৯

❑ কুরআন ও রাসূল (সা.) এর হাদীসের বক্তব্য বুঝার ব্যাপারে পূর্ববর্তী ও পরবর্তী মানুষের তুলনামূলক অবস্থান

কুরআন ও রাসূল (সা.) এর হাদীস-এর বক্তব্য কিয়ামত পর্যন্ত প্রযোজ্য। তাই কুরআন ও হাদীস তথা ইসলামের অনেক বক্তব্য পরবর্তীতে আসা মানুষেরা পূর্ববর্তী মানুষদের তুলনায় অধিক বুঝতে পারবে। কারণ–

ক. মানব সভ্যতার জ্ঞানের উন্নতি

বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে মানব সভ্যতার জ্ঞান যত দিন যাচ্ছে তত উন্নত হচ্ছে এবং এ ধারা চলতে থাকবে। ঐ উন্নত জ্ঞান নিয়ে পরবর্তীতে আসা মানুষেরা কুরআন, হাদীসের ঐ বিষয়ের কিছু বা অনেক বক্তব্য আরও ভাল বুঝতে পারবে।

খ. হাদীস প্রাপ্তির সুযোগ বৃদ্ধি

হাদীস সংকলনের অভাব এবং প্রচার মাধ্যম ও যাতায়াত ব্যবস্থার দুর্বলতার জন্যে পূর্ববর্তী মনীষীদের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে রাসূল (সা.) এর সকল হাদীস পাওয়া বা জানা অসম্ভব ছিল। বর্তমানে আমরা ঘরে বসে বিভিন্ন সংকলিত হাদীস গ্রন্থ থেকে বা কম্পিউটার ডিস্কের মাধ্যমে রাসূল (সা.) এর অসংখ্য হাদীস অতি সহজে পেয়ে যাই। পূর্ববর্তী মনীষীরা তাঁদের এই অসুবিধার কথা জানতেন। অদূর ভবিষ্যতে যখন রাসূল (সা.) এর কথাকে মহাকাশ থেকে সংগ্রহ করে সরাসরি শোনা ও জানা যাবে, তখন সুন্নাহ জানা আরও সহজ হয়ে যাবে।

এ কথাগুলোই কুরআন, হাদীস ও ইমামগণের বক্তব্যের মাধ্যমে নিম্নোক্তভাবে জানা যায়–

আল-কুরআন

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ.

অর্থ: বল যে জানে আর যে জানে না তারা কি কখনও সমান হতে পারে?

(যুমার : ৯)

ব্যাখ্যা: আল-কুরআনের অনেক জায়গায় এ ধরনের প্রশ্নের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন যারা জানে আর যারা জানে না তারা কখনও সমান হতে পারে না। অর্থাৎ আল্লাহ বিষয় নির্দিষ্ট না করে সাধারণভাবে জানিয়ে দিয়েছেন বিভিন্ন বিষয়ে যাদের জ্ঞান যত বেশি হবে তারা কুরআন ও হাদীস তথা ইসলাম ততো বেশি ভাল বুঝতে পারবে।

দিন যত অতিবাহিত হচ্ছে চিন্তা-গবেষণার মাধ্যমে জীবনের বিভিন্ন দিকের আল্লাহর তৈরি করে রাখা প্রাকৃতিক বিধি-বিধান মানুষ তত আবিষ্কার করছে তথা জানতে পারছে। আল্লাহ তাই এখানে জানিয়ে দিয়েছেন বিভিন্ন বিষয়ে মানুষের

www.pathagar.com

আবিষ্কার যদি সঠিক হয় তবে ঐ জ্ঞানে জ্ঞানী ব্যক্তিরা অন্যদের তুলনায় কুরআন-হাদীসের ঐ জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়টি বেশি ভাল বুঝতে পারবে। আর এ জন্যেই মহান আল্লাহ সৃষ্টি জগতের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করার জন্যে কুরআনের মাধ্যমে মানুষকে বারবার তাগিদ দিয়েছেন। তাই এ আয়াতে কারীমার একটি ব্যাখ্যা হবে যে সভ্যতার জ্ঞান যত বেশি হবে সে সভ্যতা ততো বেশি কুরআন ও সুন্নাহ বুঝতে বা ব্যাখ্যা করতে পারবে।

আল-হাদীস

তথ্য-ক

وَعَنْ زَيْدِبْنِ ثَابِتٍ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُوْلُ: نَضَّرَ اللهُ إِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا حَدِيْثًا فَبَلَّغَهُ غَيْرَهُ. فَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ، وَرُبَّ حَامِلِ فِقْهٍ لَيْسَ بِفَقِيْهٍ، ...

... ...

অর্থ: যায়েদ ইবনে সাবেত (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন, ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ সদা প্রফুল্ল ও সুখী রাখুন, যে আমার কোন বাণী শ্রবণ করার পর তা অন্যের নিকট পৌছে দিয়েছে। যে ব্যক্তি ইসলামের কোন তত্ত্বকথা অন্যের নিকট পৌছায়, তার চেয়ে যার নিকট পৌছানো হয়, সে ইসলাম সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞানী হয়ে যেতে পারে। যে ব্যক্তি ইসলামের বাণী ধারণ করে ও পৌছায়, সে অনেক সময় ইসলাম সম্পর্কে দক্ষ হয় না।

(বায়হাকী, ইবনে হাব্বান, তারগীর-তাহরীব)

তথ্য-খ

عَنْ أَبِىْ بَكْرَةَ قَالَ خَطَبَنَا النَّبِىُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ ... ...

أَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الغَائِبَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ اَوْعَى مِنْسَامِعٍ. متفق عليه

অর্থ: হজরত আবু বাক্‌রা (রা.) বলেন : নবী করীম (সা.) কুরবানির দিনে আমাদের উদ্দেশে দেয়া এক ভাষণে বললেন, ...

অতঃপর বললেন, প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি অনুপস্থিতদের যেন এটা পৌছে দেয়, কেননা পরে পৌছান ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকে আসল শ্রোতা অপেক্ষা অধিক উপলব্ধিকারী ও রক্ষাকারী হতে পারে। (বুখারী, মুসলিম)

www.pathagar.com

তথ্য-গ

عَنِ بْنِ مَسْعُود رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ يَقُولُ نَضَّرَ اللهُ إِمْرَأً سَمِعَ مِنَّا شَيْئًا فَبَلَّغَهُ كَمَا سَمِعَ فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَى مِنْ سَامِعٍ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ، وَالتِّرْمِذِىُّ، وَابْنُ حبَّان فِىْ صَحِيْحه إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ: رَحِمَ اللهُ امْرًا.

অর্থ: ইবনে মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সা.) বলেছেন : ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ সদা প্রফুল্ল ও সুখী রাখুন, যে আমার কোন বাণী শ্রবণ করে, অতঃপর অবিকৃতভাবে যা শ্রবণ করে তাই প্রচার করে। কেননা যার নিকট প্রচার করা হয় সে অনেক সময় মূল শ্রোতার চেয়ে অধিক উপলব্ধি ও রক্ষাকারী হতে পারে।

(আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে হাব্বান, তারগীব-তাহরীব)

ইমামগণের বক্তব্য

চার ইমামের প্রত্যেকেই বলেছেন, তাঁর দেয়া সিদ্ধান্তের বিপরীত কোন নির্ভুল হাদীস পাওয়া গেলে সে হাদীসের বক্তব্যই হবে ঐ বিষয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত। এ বক্তব্য প্রমাণ করে, ইমামগণ যে ব্যক্তিগতভাবে সকল হাদীস জানতেন না সে ব্যাপারে তাঁরা সচেতন ছিলেন।

তথ্য-১০

❑ বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার না করলে ইসলামের যেভাবে ক্ষতি হয়

বিবেক-বুদ্ধি হচ্ছে আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামের সার্বক্ষণিক প্রহরী, যে যাচাই করতে পারে কোন্ কথাটি ইসলামের বন্ধু তথা ইসলাম-সিদ্ধ আর কোন্ কথাটি ইসলামের শত্রু তথা ইসলাম বিরুদ্ধ। এই প্রহরী ইসলামী শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে শক্তিশালী হয় এবং অনৈসলামিক শিক্ষা ও পরিবেশ পেলে দুর্বল হয় তবে একেবারে অকেজো হয়ে যায় না। ইসলামী জ্ঞানে জ্ঞানী নিষ্ঠাবান মুসলমানের বিবেক ইসলামের শক্তিশালী প্রহরী। কম জ্ঞানী ও কম নিষ্ঠাবান মুসলমানের বিবেক ইসলামের অপেক্ষাকৃত দুর্বল প্রহরী হলেও কম-বেশি শক্তি তার থাকে। তাই বিবেক জাগ্রত থাকলে শক্তিশালী ও দুর্বল মিলিয়ে মুসলমানদের সংখ্যার সমান সংখ্যক সদা জাগ্রত ইসলামের প্রহরী সকল সময় পৃথিবীতে উপস্থিত থাকে।

প্রহরী জাগ্রত থাকলে ঘরে কোন শত্রু বা চোর বিনা বাধায় (যাচাইয়ে) ঢুকতে পারে না এবং ঘর হতে বিনা বাধায় কেউ কোন জিনিস নিয়ে যেতে পারে না। তেমনি মুসলমানদের বিবেক-বুদ্ধি যথাযথভাবে ব্যবহৃত হলে সদা জাগ্রত বিভিন্ন মানের অসংখ্য প্রহরীর যাচাইকে (বাধাকে) ফাঁকি দিয়ে কোন শত্রু তথা

www.pathagar.com

ইসলাম বিরুদ্ধ কথা ইসলামের ঘরে ঢুকতে পারে না এবং ইসলাম-সিদ্ধ কথা বিনা যাচাইয়ে কেউ ইসলামের ঘর থেকে নিয়ে যেতে তথা বের করে দিতে পারে না। আর মুসলমানদের বিবেক-বুদ্ধি যথাযথভাবে ব্যবহৃত না হলে ইসলাম বিরুদ্ধ কথা সহজে ইসলামের ঘরে ঢুকে পড়বে এবং ইসলাম-সিদ্ধ কথা সহজে ইসলামের ঘর থেকে বের হয়ে যাবে।

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে মূল উৎস কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলার বর্ণনাগত বিবরণ

◈ প্রথমে বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সাময়িক সিদ্ধান্তে পৌছান

পড়া, শুনা, দেখা, আস্বাদ বা অনুভবের মাধ্যমে যে কোন বিষয় সামনে আসলে সর্বপ্রথম সকলের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকা মূল উৎসটি তথা বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সাময়িক সিদ্ধান্তে পৌছাতে হবে। অর্থাৎ বিবেক-সিদ্ধ হলে বিষয়টি ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে সঠিক এবং বিবেকের বাইরে হলে ভুল বলে সাময়িক সিদ্ধান্তে পৌছাতে হবে।

◈ তারপর সাময়িক সিদ্ধান্তকে কুরআন দ্বারা যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছানোর চেষ্টা করা

এ স্তরে সাময়িক সিদ্ধান্ত তথা বিবেক-বুদ্ধির রায়কে কুরআন দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌছার চেষ্টা করতে হবে। কুরআন দিয়ে যাচাই করার সময় বিষয়টিকে প্রথমে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য (মুহকামাত) বা অতীন্দ্রিয় (মুতাশাবিহাত) বিভাগে ভাগ করে নিতে হবে। ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হল সে বিষয় যা পঞ্চইন্দ্রিয় নিয়ে বুঝা যায়। আর অতীন্দ্রিয় বিষয় হল তা যা পঞ্চইন্দ্রিয় দিয়ে বুঝা যায় না। এরপর বিষয়টিকে নিম্নের পদ্ধতিতে কুরআন দ্বারা যাচাই করে সিদ্ধান্তে পৌছাতে হবে—

✱ বিষয়টি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হলে

- ❑ সাময়িক রায়ের পক্ষে কুরআনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য থাকলে সাময়িক রায়কে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায় বলে ধরে নিতে হবে।
- ❑ সাময়িক রায়ের বিরুদ্ধে কুরআনে যদি প্রত্যক্ষ (পরোক্ষ নয়) বক্তব্য থাকে তবে সাময়িক রায়কে বাদ দিয়ে কুরআনের বক্তব্যকে ঐ বিষয়ে ইসলামের বক্তব্য বলে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, সূরা আল-ইমরানের ৭ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন, ইন্দ্রিগ্রাহ্য ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধির রায় হল কুরআনের পরোক্ষ রায়। একটি পরোক্ষ রায়কে জন্য একটি পরোক্ষ রায় রহিত করতে পারে না

www.pathagar.com

কিন্তু প্রত্যক্ষ রায় তা পারে। এ কর্মপদ্ধতির ব্যাখ্যা হল কুরআনের বক্তব্যটি মানুষের বর্তমান বিবেক-বুদ্ধি সিদ্ধ না হলেও, মানব সভ্যতার জ্ঞান আরো উন্নত হলে ভবিষ্যতে তা সিদ্ধ হবে।

- ❑ কুরআনে যদি বিষয়টির ব্যাপারে কোন বক্তব্য না থাকে বা থাকা বক্তব্যের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছান না যায়, তবে বিষয়টি হাদীসের মাধ্যমে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেষ্টা করতে হবে। কুরআন যাচাইয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলে বিষয়টি হাদীস দিয়ে যাচাই না করলেও চলে। কারণ, হাদীসে কুরআনের বক্তব্যের অনুরূপ বক্তব্য অবশ্যই থাকবে। আর কুরআনের বক্তব্যের বিরুদ্ধ বক্তব্য রাসূল (সা.) এর বক্তব্য বলে গ্রহণযোগ্য হবে না।

✱ বিষয়টি অতীন্দ্রিয় হলে

- ❑ সাময়িক রায়ের পক্ষে কুরআনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য থাকলে সাময়িক রায়কে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায় বলে ধরে নিতে হবে।
- ❑ সাময়িক রায়ের বিপক্ষে কুরআনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য থাকলে সাময়িক রায়কে বাদ দিয়ে কুরআনের বক্তব্যকে ঐ ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায় বলে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, সূরা আল-ইমরানের ৭ নং আয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন কুরআনে উল্লেখিত অতীন্দ্রিয় বিষয়ের ব্যাপারে মানুষের বিবেক-বুদ্ধির রায়ের কোন মূল্য নেই।

◈ অতঃপর দরকার হলে সাময়িক রায়কে হাদীস দিয়ে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করা।

কুরআনে যদি ঐ বিষয়ে কোন বক্তব্য না থাকে বা থাকা বক্তব্যের মাধ্যমে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব না হয় তবে নিম্নোক্তভাবে হাদীস যাচাই করে বিষয়টির ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে হবে–

- ❑ সাময়িক রায়ের পক্ষে সহীহ হাদীসে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ বক্তব্য থাকলে সাময়িক রায়কে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায় বলে গ্রহণ করা।
- ❑ সাময়িক রায়ের বিপক্ষে অত্যন্ত শক্তিশালী সহীহ হাদীসের প্রত্যক্ষ বক্তব্য থাকলে সাময়িক রায়কে বাদ দিয়ে ঐ হাদীসের বক্তব্যকে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। কারণ, রাসূল (সা.) এর কটি সহীহ হাদীসের বক্তব্য হল বিবেক-বুদ্ধির

www.pathagar.com

রায় ইসলামের রায়। তাই ইসলামের কোন ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধির রায়কে রহিত করার অর্থ হল একটি সহীহ হাদীসকে রহিত করা। আর হাদীস শাস্ত্র মতে, শক্তিশালী হাদীস অপেক্ষাকৃত দুর্বল হাদীসের বিপরীতধর্মী বক্তব্যকে রহিত করতে পারে। তাই ইসলামের কোন বিষয়ে বিবেক-বুদ্ধির রায়কে রহিত করতে হলে অত্যন্ত শক্তিশালী সহীহ হাদীস লাগবে। আর এ কর্মপদ্ধতির ব্যাখ্যা হল বিষয়টি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হলে বর্তমানে তা মানুষ বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে না পারলেও ভবিষ্যতে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের আরো উন্নতি হলে, তা বুঝে আসবে। আর বিষয়টি অতীন্দ্রিয় হলে তা সত্য তবে মানুষ তাদের বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে কখনও তা বুঝতে পারবে না।

◈ তারপর দরকার হলে সাময়িক রায়কে সাহাবায়ে কিরাম, পূর্ববর্তী ও বর্তমান মনীষীদের বক্তব্য দ্বারা যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছান

হাদীসে যদি ঐ বিষয়ে কোন বক্তব্য না থাকে বা থাকা বক্তব্য দ্বারা চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব না হয় তবে বিষয়টিকে সাহাবায়ে কিরাম, পূর্ববর্তী ও বর্তমান মনীষীদের বক্তব্যের দ্বারা নিম্নোক্তভাবে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে–

- ❑ সাহাবায়ে কিরাম, পূর্ববর্তী বা বর্তমান মনীষীদের রায় বেশি তথ্য ও যুক্তিভিত্তিক হলে সাময়িক রায়কে বাদ দিয়ে তাদের রায়কে বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায় হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।
- ❑ সাময়িক রায় তথা নিজ বিবেক-বুদ্ধির রায় বেশি তথ্য ও যুক্তিভিত্তিক হলে সাময়িক রায়কেই বিষয়টির ব্যাপারে ইসলামের চূড়ান্ত রায় হিসেবে মেনে নিতে হবে। কারণ, কুরআন ও সুন্নাহ অত্যন্ত বাস্তব যে কথাটি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছে তা হল 'পূর্ববর্তীদের তুলনায় পরবর্তীরা জ্ঞানে ও বিশ্লেষণে বেশি উন্নত হবে'।

www.pathagar.com

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে মূল উৎস কুরআন হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলাটির চিত্রগত রূপ

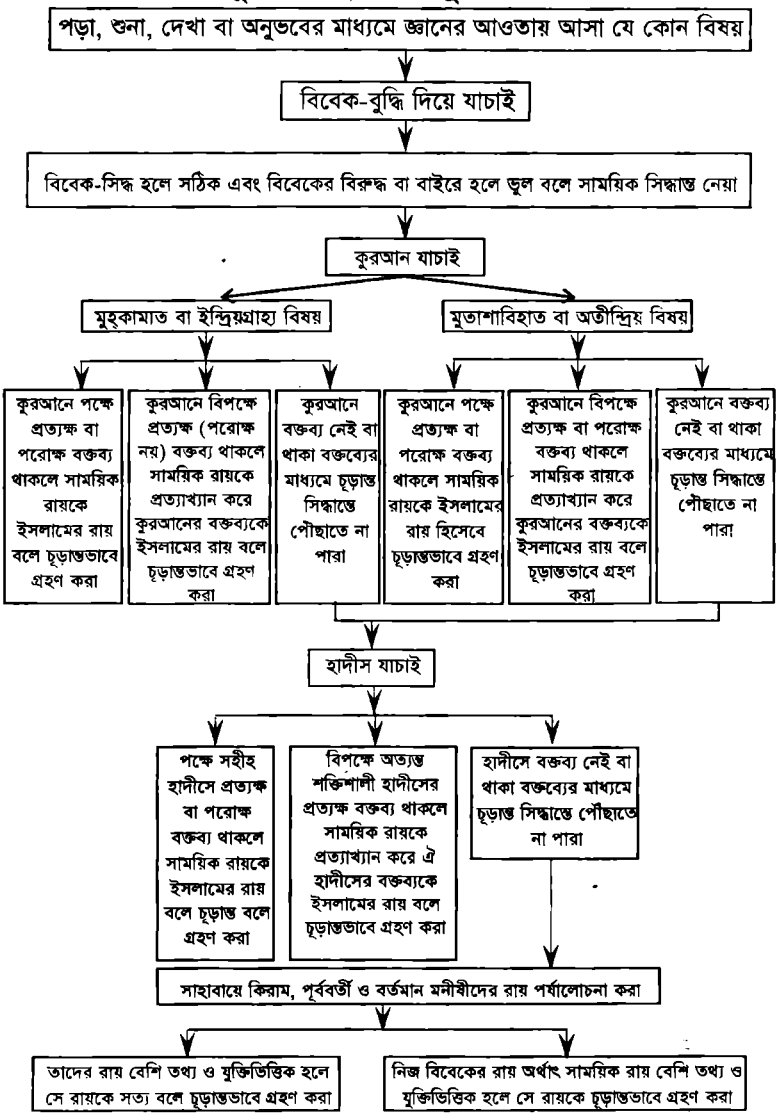

www.pathagar.com

উল্লিখিত ফর্মুলাটির সঠিকত্বের প্রমাণ

চলুন এবার উপরোল্লিখিত ফর্মুলাটি সঠিক কিনা তা এখন বিবেক-বুদ্ধি, কুরআন ও হাদীসের বক্তব্য দিয়ে প্রমাণ করা যাক–

ফর্মুলাটি সঠিক হওয়ার ব্যাপারে বিবেক-বুদ্ধির প্রমাণ

পৃথিবীতে মানুষ কোন একটি বিষয়ের সত্যতা যাচাইয়ের জন্যে বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী দু'ধরনের প্রমাণ (Proof) বা পরীক্ষা (Test) চালু করেছে, যথা-

১. সাময়িক পরীক্ষা (Temporary or Screening test) এবং
২. চূড়ান্ত পরীক্ষা (Confirmatroy Test)।

সাময়িক পরীক্ষা

সাময়িক পরীক্ষা করা হয় বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সত্য হবে এমন একটি সিদ্ধান্তে তাড়াতাড়ি (Quick) পৌঁছানোর জন্যে। আর এ জন্যে সাময়িক পরীক্ষার জন্যে যে উপাত্ত (Reagent) বা যন্ত্র (Instrument) ব্যবহার করা হয়, তার নিম্নোক্ত দোষ-গুণগুলো (Qualities) থাকে–

১. সহজলভ্য (Easily available) হওয়া,
২. ব্যবহার করা সহজ হওয়া (Easy to use),
৩. সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সময় কম লাগা (Less time consuming),
৪. খরচ (cost) কম হওয়া এবং
৫. সিদ্ধান্ত বা ফলাফল (Result) বেশির ভাগ ক্ষেত্রে সঠিক হওয়া।

চূড়ান্ত পরীক্ষা (Confirmatory Test)

চূড়ান্ত পরীক্ষা করা হয় নির্ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্যে। এ জন্যে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্যে যে উপাত্ত (Reagent) বা যন্ত্র (Instrument) উপযুক্ত বা গ্রহণযোগ্য (Acceptable) হয়, তার নিম্নোক্ত দোষ-গুণগুলো থাকে–

১. সাধারণত সহজলভ্য হয় না,
২. ব্যবহার করা অপেক্ষাকৃত কঠিন হয়,
৩. সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে সময় বেশি লাগে,
৪. খরচ বেশি হয় এবং
৫. সিদ্ধান্ত বা ফলাফল সকল ক্ষেত্রে সঠিক হয়।

সাময়িক ও চূড়ান্ত পরীক্ষার উপাত্তের ব্যাপারে উপরোক্ত তথ্যগুলো যে চিরসত্য (Eternal Truth) তা আমাদের সকলেরই জানা।

ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক হচ্ছে আল্লাহর দেয়া উৎস তথা উপাত্তসমূহ। উপাত্ত হওয়ার পূর্বোল্লিখিত গুণাগুণের নিরিখে যাচাই করলে দেখা যায়–

www.pathagar.com

বিবেক-বুদ্ধি

১. সহজ লভ্য অর্থাৎ সকলের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে,
২. ব্যবহার করা খুব সহজ,
৩. সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে খুবই কম সময় লাগে,
৪. ব্যবহার করতে কোন খরচ লাগে না এবং
৫. বেশির ভাগ ক্ষেত্রে ফলাফল সঠিক হয়।

কুরআন

১. কুরআনের সব তথ্য প্রত্যেকের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে না। আবার কারো কখনো জানা তাকলেও শীঘ্রই তা ভুলে যায়। অর্থাৎ কুরআনরূপ উপাত্ত বিবেকরূপ উপাত্তের চেয়ে দুষ্প্রাপ্য,
২. কুরআনের তথ্য যাচাই করে সিদ্ধান্তে আসা বিবেকের তথ্য যাচাই করে সিদ্ধান্তে আসার চেয়ে কঠিন,
৩. কুরআন যাচাই করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বিবেক দিয়ে যাচাই করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেয়ে সময় বেশি লাগে,
৪. কুরআন কিনতে কিছু অর্থ লাগে। কিন্তু প্রত্যেকে বিনা অর্থে তার নিজের বিবেক পেয়ে যায়,
৫. কুরআনের তথ্য চির সত্য।

সুন্নাহ বা হাদীস

১. কুরআনের চেয়ে হাদীসের তথ্য মুসলমানদের কম জানা থাকে,
২. হাদীসের ভাণ্ডার অনেক বড় তাই হাদীস যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছা কুরআন যাচাই করে সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেয়ে অনেক বেশি কঠিন,
৩. হাদীস যাচাই করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে কুরআন যাচাই করে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেয়ে অনেক বেশি সময় লাগে,
৪. সকল হাদীস গ্রন্থ ক্রয়ের মূল্য কুরআন ক্রয়ের মূল্যের চেয়ে অনেক বেশি হয়,
৫. সুন্নাহের তথ্য চিরসত্য কিন্তু সকল সহীহ হাদীসের তথ্য যে সত্য তা নিশ্চয়তাসহকারে বলা যায় না। যে সহীহ হাদীস যত বেশি শক্তিশালী তার তথ্য সত্য হওয়ার সম্ভাবনা ততো বেশি থাকে। মুতাওয়াতির (যে হাদীসের গুণসম্বলিত বর্ণনাকারীর সংখ্যা সকল যুগেই অসংখ্য থাকে) হাদীসের তথ্য প্রায় ১০০% সত্য বলে ধরে নেয়া যায়।

কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেক-বুদ্ধি সম্বন্ধে এই তথ্যগুলো জানা ও বুঝার পর নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, ঐ তিনটি যদি ইসলাম জানার স্বীকৃত উৎস (উপাত্ত) হয়, তবে বিবেক-বুদ্ধি হবে সাময়িক (Screcning) এবং কুরআন ও সুন্নাহ হবে চূড়ান্ত (Final or Confirm) উৎস। আর হাদীসের চেয়ে কুরআন হবে অধিক নির্ভরযোগ্য উৎস।

www.pathagar.com

ফর্মুলাটি সঠিক হওয়ার ব্যাপারে কুরআনের প্রমাণ

তথ্য-১

إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُوْلُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُوْنَهُ هَيِّنًا ق وَهُوَ عِنْدَ اللهِ عَظِيْمٌ. وَلَوْلاَ إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَا يَكُوْنُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا ق سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ. يَعِظُكُمُ اللهُ أَنْ تَعُوْدُوْا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِيْنَ.

অর্থ: (ভেবে দেখ সে বিষয়টি) যখন তোমরা মুখে মুখে এই কথাকে বহন করছিলে এবং নিজেদের মুখে এমন কথা বলে বেড়াচ্ছিলে যার (সত্য হওয়ার ব্যাপারে প্রমাণিত) জ্ঞান তোমাদের ছিল না। তোমরা ওটাকে সাধারণ কথা মনে করেছিলে। অথচ আল্লাহর নিকট তা একটি গুরুতর ব্যাপারে ছিল। ঐ কথা শুনেই তোমরা কেন বললে না যে, এ ধরনের কথা মুখে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। (ভুল বা মিথ্যা দোষারোপ করার) ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা শুধু তোমার গুণ হে আল্লাহ। এটা তো এক বিরাট মিথ্যা দোষারোপ। আল্লাহ তোমাদের উপদেশ দিচ্ছেন, ভবিষ্যতে যেন এরূপ কাজ আর কখনও না কর, যদি তোমরা ঈমানদার হয়ে থাক। (আন-নূর : ১৫, ১৬, ১৭)

ব্যাখ্যা: আয়াত দু'খানির ব্যাখ্যা বুঝতে হলে যে ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আয়াত দু'খানি এবং আগের ও পরের কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছিল সেটি জেনে নেয়া দরকার। বুখারী, মুসলিম ও অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে ঘটনাটির বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। ঘটনাটির সংক্ষিপ্তসার হল নিম্নরূপ–

৬ষ্ঠ হিজরীর শাবান মাসে রাসূল (সা.) যখন বনী মুত্তালিক যুদ্ধে গমন করেন তখন স্ত্রীদের মধ্যে আয়েশা (রা.) তাঁর সাথে ছিলেন। ইতিপূর্বে পর্দার বিধান অবতীর্ণ হয়ে গিয়েছিল। তাই আয়েশা (রা.) প্রথমে পর্দাবিশিষ্ট আসনে উঠে বসতেন তারপর লোকেরা আসনটিকে উটের পিঠে বসিয়ে দিতেন। এটিই ছিল স্বাভাবিক নিয়ম। যুদ্ধ সমাপ্তির পর মদিনায় ফেরার পথে এক স্থানে বিশ্রাম গ্রহণের পর শেষ রাত্রের দিকে ঘোষণা করা হয় কিছুক্ষণ পর কাফেলা রওয়ানা হবে। সকলেই যেন নিজ নিজ প্রয়োজন সেরে প্রস্তুত হয়। আয়েশা (রা.) পায়খানার জন্যে জঙ্গলের দিকে গেলেন। সেখানে ঘটনাক্রমে তাঁর গলার হারটি হারিয়ে যায়। হার তালাশ করতে তাঁর বেশ কিছু সময় লেগে যায়। স্বস্থানে ফিরে এসে তিনি দেখতে পেলেন কাফেলা তাঁকে রেখে রওনা হয়ে গিয়েছে। রওনা হওয়ার সময় হজরত আয়েশা (রা.) এর পর্দা বিশিষ্ট আসনটি যথারীতি

www.pathagar.com

উটের পিঠে বসিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আয়েশা (রা.) তখন অল্প বয়স্কা ও হাল্কা-পাতলা ছিলেন। তাই বাহকেরা বুঝতে পারেননি তিনি ভিতরে নেই। হযরত আয়েশা (রা.) ফিরে এসে কাফেলা না পেয়ে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে এদিক-সেদিক দৌড়াদৌড়ি না করে চাদর গায়ে জড়িয়ে নিজ স্থানে বসে রইলেন। তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে, রাসূল (সা.) এর সঙ্গীগণ যখন জানতে পারবেন যে তিনি আসনে নেই তখন তারা খুঁজতে এখানেই চলে আসবেন। তাই তাঁর অন্য কোন দিকে চলে যাওয়া ঠিক হবে না। সময় ছিল শেষ রাত্রি। অতএব কিছুক্ষণের মধ্যে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। সকাল বেলা পিছে পড়ে থাকা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী সাফওয়ান ইবনে মুয়াত্তাল (রা.) আয়েশা (রা.) এর অবস্থানের নিকট পৌছান। এই সাহাবীর পিছে পড়ার কারণ হিসেবে কোন কোন মুহাদ্দিস বলেছেন সকাল পর্যন্ত ঘুমিয়ে থাকার অভ্যাস চেষ্টা করেও তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তাঁর স্ত্রীর অভিযোগের মাধ্যমে রাসূল (সা.) তা জানতেনও। এ জন্যে কাফেলার কোন স্থানে শুয়ে তিনি ঘুমাচ্ছিলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে মদিনার দিকে যাত্রা শুরু করে ঐ স্থানে পৌছান। অন্যরা বলেছেন, রাতে কাফেলা রওনা হওয়ার কারণে কোন জিনিস রয়ে গেল কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হওয়ার জন্যে রাসূল (সা.) তাঁকে ভোর পর্যন্ত ঐখানে থাকতে বলেছিলেন। সাফওয়ান (রা.) দূর থেকে একজন মানুষকে নিদ্রামগ্ন দেখে কাছে আসলেন এবং হজরত আয়েশা (রা.) কে চিনে ফেললেন। কারণ, পর্দা প্রথা চালু হওয়ার পূর্বে তিনি তাঁকে দেখেছিলেন। চেনার পর অত্যন্ত বিচলিত কণ্ঠে তাঁর মুখ থেকে 'ইন্নালিল্লাহে অইন্না ইলাইহে রাজেউন' উচ্চারিত হল। এই বাক্য আয়েশা (রা.) এর কানে প্রবেশ করার সাথে সাথে তিনি জেগে গেলেন এবং মুখমণ্ডল ঢেকে ফেললেন। সাফওয়ান (রা.) নিজ উট কাছে এনে বসিয়ে দিলে আয়েশা (রা.) তাতে সওয়ার হলেন। সাফওয়ান (রা.) উটের রশি ধরে পায়ে হেঁটে চলতে লাগলেন। অবশেষে প্রায় দুপুরের সময় তাঁরা কাফেলার সাথে মিলিত হলেন।

মুনাফিক সর্দার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিল এবং কাফেলায় ছিল। উপরের ঘটনায় সে একটা সুযোগ পেয়ে গেল এবং আয়েশা (রা.) সম্বন্ধে নানা ধরনের খারাপ কথা প্রচার করতে শুরু করল। একটি বর্ণনায় আছে, আয়েশা (রা.) এর পেছনে থেকে যাওয়া এবং ফিরে আসার ঘটনা জানতে পারার সাথেসাথে সে চিৎকার করে বলে ওঠে, 'আল্লাহর কসম, এ মেয়েলোকটি নিজেকে বাঁচিয়ে আসতে পারেনি। দেখ, দেখ তোমাদের নবীর স্ত্রী অপরের সঙ্গে এক রাত্রি যাপন করে এসেছে। আর এখন সে প্রকাশ্যভাবে তাকে সঙ্গে নিয়ে চলে এসেছে।'

www.pathagar.com

কতক সরলপ্রাণ মুসলমানও কানকথায় সাড়া দিয়ে এ আলোচনায় মেতে উঠল। বদরের যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী মিসতাহ, হজরত হাস্‌সান ও মহিলা সাহাবী হাসানাহ ছিল এ শ্রেণীভুক্ত।

মুনাফিক রচিত অপবাদের চর্চা হতে লাগলে রাসূল (সা.) ও তাতে কিছুটা প্রভাবিত হয়ে পড়েন। তাই তিনি হজরত আয়েশা (রা.) এর সাথে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে চলতে থাকলেন। এক মাস পর্যন্ত এ রটনা চলতে থাকল। পরে আল্লাহ সূরা নূরের আয়াতের মাধ্যমে আয়েশা (রা.) এর পবিত্রতার কথা জানান এবং অপবাদ রটনাকারীদের তিরস্কার করেন। রাসূল (সা.) এ সূরার হুকুম অনুযায়ী অপবাদ রটনাকারীদের উপর হদ (শাস্তি) কার্যকর করেন। হজরত মিসতাহ, হাসসান ও হাসানাহকে ৮০ (আশি) বেত্রাঘাত ও মূল অপবাদ রটনাকারী আবদুল্লাহ ইবনে উবাইকে দ্বিগুণ হদ প্রয়োগ করা হয়।

আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার এ পটভূমিকে সামনে রেখে চলুন এবার আয়াত ক'খানির ব্যাখ্যা করে তা থেকে কী শিক্ষা পাওয়া যায় তা পর্যালোচনা করা যাক–

প্রথম আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'যখন তোমরা একে (ঐ রটনাকে) মুখে মুখে বহন করছিলে এবং নিজেদের মুখে এমন কথা ছড়াচ্ছিলে যার (সত্য হওয়ার প্রমাণিত) জ্ঞান তোমাদের ছিল না। তোমরা এটাকে একটি সাধারণ কথা মনে করছিলে। অথচ তার নিকট এটা একটি গুরুতর বিষয় ছিল। এখানে মহান আল্লাহ মুসলমানদের জানালেন–একজন মুনাফিক ও কিছু মুসলমানের (তিনজন সাহাবী) বলা একটি কথা নির্ভুল কিনা তা যাচাই করে নিশ্চিত হওয়ার আগে তারা যে সেটিকে মুখে মুখে বলাবলি করে বেড়াচ্ছিল, এটি আল্লাহর নিকট একটি গুরুতর অপরাধ ছিল।

পরের আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'ঐ কথা শুনেই তোমরা কেন বললে না যে– এ ধরনের কথা মুখে বলাবলি করা আমাদের উচিত নয়। (ভুল বা মিথ্যা দোষারোপ করার) ত্রুটি থেকে মুক্ত থাকা শুধু তোমার গুণ হে আল্লাহ। এটা তো এক বিরাট মিথ্যা দোষারোপ।' এ বক্তব্যটি ব্যাখ্যা করার সময় দু'টি বিষয় মনে রাখতে হবে।

১. কোন কথা শোনার সাথে সাথে সকলের জন্যে তার নির্ভুলতার বিষয়ে ধারণা পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে প্রত্যেকের নিকট সর্ব সময় উপস্থিত থাকা নির্ভুলতা যাচাইয়ের মাধ্যমটি তথা বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে ধারণা পাওয়া।

২. একটি ঘটনা বা তথ্য পর্যালোচনা করে কারো প্রতি দোষারোপ, দুইভাবে করা যেতে পারে–

www.pathagar.com

ক. ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল ব্যাখ্যা করে দোষারোপ করা এবং

খ. অনিচ্ছাকৃতভাবে ভুল ব্যাখ্যা করে দোষারোপ করা।

মহান আল্লাহ এ উভয় প্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত। কিন্তু মানুষের দ্বারা এ উভয় প্রকার ত্রুটি হওয়া সম্ভব।

মহান আল্লাহ তাই ১৬ নং আয়াতটির মাধ্যমে মুসলমানদের বলেছেন, কোন ঘটনা, বক্তব্য বা তথ্য বিশ্লেষণে মানুষের ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃত ভুল হতে পারে– এ চিরসত্য তথ্যটি তাদের জানা ছিল। তারপরও কেন তারা কথাটি শোনার সাথে সাথে নিজ বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করল না এবং বিষয়টি যে একটি বিরাট মিথ্যা দোষারোপ সে ব্যাপারে সাময়িক সিদ্ধান্তে পৌঁছে তা বলাবলি করে বেড়ানো বন্ধ করল না। বিষয়টি যে চরম একটি মিথ্যা দোষারোপ তা বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে সহজেই বুঝা যায়। কারণ, প্রধান সেনাপতির স্ত্রীর সাথে একজন সাধারণ সৈনিক কুকাজ করে (নাউজুবিল্লাহ) দিন-দুপুরে (সকলের উপস্থিতে) উভয়েই এক সাথে কাফেলায় ফিরে আসবে, এটি একটি চরম অবাস্তব কথা।

শেষের আয়াতে মহান আল্লাহ ঈমানদার হলে মুসলমানদের ভবিষ্যতে এ ধরনের আচরণ করতে স্পষ্টভাবে নিষেধ করেছেন।

❑❑ আয়াত কখানির মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাই জানিয়ে দিয়েছেন কোন ঘটনা, বক্তব্য বা তথ্য শুনা বা জানার সাথে সাথে নিজ বিবেক-বুদ্ধির মাধ্যমে যাচাই করে বিষয়টি সঠিক বা ভুল হওয়ার ব্যাপারে সাময়িক সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে হবে। আর প্রমাণিত হওয়ার আগ পর্যন্ত বিষয়টি প্রচার করা যাবে না।

(ঘটনাটি এবং এ সম্পর্কিত কুরআনের আয়াতের পরিপেক্ষিতে রাসূল সা. এর কর্ম পদ্ধতির ব্যাখ্যা পরে আসছে)

তথ্য-২

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا أَطِيْعُوا اللهَ وَأَطِيْعُوْا الرَّسُوْلَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ج فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُوْلِ إِنْ كُنتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً.

অর্থ: হে ব্যক্তিগণ, যারা ঈমান এনেছ, আনুগত্য কর আল্লাহর, রাসূলের এবং উলিল আমরদের। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যদি কোন বিষয়ে মতপার্থক্য বা মতবিরোধ হয়, তবে তাকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। যদি তোমরা প্রকৃতই আল্লাহ ও পরকালের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক। এটাই সঠিক কর্মনীতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটা উত্তম। (নিসা : ৫৯)

www.pathagar.com

ব্যাখ্যা: ইসলামে উলিল আমর বলতে দু'ধরনের ব্যক্তিবর্গকে বুঝায়। যথা–

ক. ইসলামী সরকারের বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ। যেমন- প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, অন্যান্য মন্ত্রী বা সরকারি কর্মচারী।

খ. ইসলামী সমাজ যাদের প্রভাবে প্রভাবিত হয় এমন ব্যক্তিবর্গ। যেমন ইমামগণ, ইসলামী মনীষীবৃন্দ, আলেমসমাজ, ইসলামী চিন্তাবিদগণ ইত্যাদি।

মহান আল্লাহ এই গুরুত্বপূর্ণ আয়াতটিতে প্রথমে সকল ঈমানদারকে বলেছেন আল্লাহ, রাসূল এবং উলিল আমরদের অনুসরণ করতে অর্থাৎ ঐ সকল মাধ্যম থেকে আসা তথ্য সত্য বলে মেনে নিতে এবং তা বাস্তবে প্রয়োগ করতে। এরপর আল্লাহ বলেছেন, তোমাদের মধ্যে মতবিরোধ হলে কুরআন ও সুন্নাহের দিকে ফিরে যাও। কুরআন, সুন্নাহের সঙ্গে মতবিরোধ করার প্রশ্নই আসে না এবং তা অবশ্যই ইসলাম-বিরুদ্ধ। মতবিরোধ হতে পারে উলিল আমরদের বক্তব্যের সাথে। আবার একজন ঈমানদারের কুরআন-সুন্নাহের সকল তথ্য বা বক্তব্য সব সময় মনে থাকে না। তাই কোন তথ্য বা বক্তব্যের ব্যাপারে কুরআন-সুন্নাহের জ্ঞানের মাধ্যমে মতবিরোধ করা সকল ঈমানদারের পক্ষে সকল সময় সম্ভব নয়। কিন্তু ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে ইসলাম স্বীকৃত তৃতীয় মাধ্যমটি (বিবেক) সকল ঈমানদারের মধ্যে সকল সময় উপস্থিত থাকে এবং কারো বক্তব্য শুনার সাথে সাথে বিবেক-বুদ্ধির আলোকে মতবিরোধ করা সম্ভব। তাই আয়াতখানির এই অংশটুকুর সঠিক বা বেশি গ্রহণযোগ্য অর্থ হবে–

- ❑ উলিল আমর বা অন্য কারো মৌখিক বা লিখিত কোন বক্তব্য,
- ❑ উলিল আমর বা অন্য কারো পালন করা কোন কাজ দেখে,
- ❑ কারো বলা বা লেখা কুরআনের কোন আয়াতের তরজমা বা ব্যাখ্যা অথবা
- ❑ কারো বলা বা লেখা কোন হাদীসের তরজমা বা ব্যাখ্যার সঙ্গে,

কোন ঈমানদারের বিবেকের রায়ের মতবিরোধ হলে সে মতবিরোধ নিরসন করতে হবে প্রথমে বিবেকের রায়কে কুরআনের তথ্য দিয়ে যাচাই করে। আর কুরআন দিয়ে সম্ভব না হলে তা নিরসন করতে হবে বিবেকের রায়কে হাদীসের তথ্য দিয়ে যাচাই করে।

● ● তাহলে দেখা যাচ্ছে একজন ঈমানদারের জ্ঞানের আওতার আসা কোন বিষয়ের সত্যতা কুরআন, সুন্নাহ ও বিবেকের মাধ্যমে যাচাই করার যে ফর্মুলাটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি আল-কুরআনের এ আয়াতটির বক্তব্য সরাসরি তাকে সমর্থন করে।

www.pathagar.com

ফর্মূলাটি সঠিক হওয়ার ব্যাপারে হাদীসের প্রমাণ

তথ্য-১

বনী মুত্তালিক যুদ্ধে আয়েশা (রা.) সম্বন্ধে যে অপবাদ প্রচারিত হয়েছিল সে ব্যাপারে রাসূল (সা.) যে কর্ম পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন তা ছিল নিম্নরূপ–

রাসূল (সা.) প্রচারিত কথাটি জানার পর নিজ বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে একটি সাময়িক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। ঐ সাময়িক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তিনি আয়েশা (রা.) এর সাথে কিছুটা দূরত্ব রেখে চলছিলেন। তারপর যখন বিষয়টি সম্বন্ধে কুরআনের আয়াত নাযিল হল তখন রাসূল (সা.) কুরআনের আয়াতের আলোকে তাঁর সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত করেন এবং সে অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।

এখান থেকে সহজেই বুঝা যায়, কোন ঘটনা, বক্তব্য বা তথ্যের নির্ভুলতা যাচাইয়ের ব্যাপারে রাসূল (সা.) এর বাস্তব কর্ম পদ্ধতি তথা ফেয়েলি সুন্নাহ ছিল প্রথমে নিজ বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে সাময়িক সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। তারপর কুরআনের আয়াতের আলোকে যাচাই করে ঐ সাময়িক সিদ্ধান্তকে চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করা।

তথ্য-২

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ قَالَ أَقْضِي بِمَا فِي كِتَابِ اللهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللهِ فَبِسُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَجْتَهِدُ بِرَأْيِي وَلاَ آلُوْا قَالَ فَضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدْرَهُ وَ قَالَ اَلْحَمْدُ لِلهِ الَّذِيْ وَفَّقَ رَسُوْلَ اللهِ لِمَا يَرْضَى بِهِ رَسُوْلِ اللهِ. (رواه الترمذى و ابو داؤد و الدارمى)

অর্থ: মুয়ায বিন জাবাল (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) যখন তাঁকে (গভর্নর করে) ইয়েমেনে পাঠান তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, (মুয়ায, বলত দেখি) তোমার নিকট যখন কোন বিচার পেশ হবে তখন কিভাবে তুমি তা ফয়সালা করবে? উত্তরে মুয়ায (রা.) বলেন, আমি আল্লাহর কিতাব (কুরআন) অনুযায়ী ফয়সালা

www.pathagar.com

করব। রাসূল (সা.) পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা আল্লাহর কিতাবে যদি তার কোন চূড়ান্ত সমাধান না মিলে তখন কী করবে? উত্তরে মুয়ায (রা.) বলেন, রাসূল (সা.) এর সুন্নাহ অনুযায়ী ফয়সালা করব। রাসূল (সা.) আবার জিজ্ঞাসা করলেন, সুন্নাহে যদি এর চূড়ান্ত সমাধান না মিলে তখন কী করবে? উত্তরে মুয়ায (রা.) বলেন, তখন আমি আমার বিবেক-বুদ্ধি খাটিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছাব এবং এ ব্যাপারে (অর্থাৎ বিবেক-বুদ্ধি খাটাতে) কোন রকম দ্বিধা বা ত্রুটি করব না। মুয়ায (রা.) বলেন, জবাব শুনে রাসূল (সা.) আমার বুক চাপড়িয়ে বললেন, সমস্ত প্রশংসা একমাত্র সেই আল্লাহর যিনি তাঁর রাসূলের প্রতিনিধিকে সেই কাজটি করার যোগ্যতা দান করেছেন, যে কাজে আল্লাহর রাসূলের সন্তুষ্টি রয়েছে। (তিরমিযী, আবু-দাউদ, দারেমী)

ব্যাখ্যা: কোন বিষয়ে বিচার করে ফয়সালা করার প্রশ্ন তখনই শুধু ওঠে যখন সে বিষয়ে মানুষের মধ্যে মতবিরোধ হয়। সে মতবিরোধ যেমন হতে পারে ধন-সম্পত্তি নিয়ে তেমনই তা হতে পারে কোন বক্তব্য, তত্ত্ব বা তথ্য নিয়ে।

মুয়ায বিন জাবাল (রা.) বলেছেন, প্রথমে তিনি বিরোধ নিষ্পত্তি করবেন কুরআনের মাধ্যমে। পূর্বে আমরা জেনেছি, কুরআন কোন বিষয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে বিবেকের রায়কেও যথাযথ গুরুত্ব দিতে বলেছে। তাহলে আমরা বলতে পারি, মুয়ায (রা.) এখানে বলেছেন– কুরআনে ঐ বিষয়ে বক্তব্য থাকলে তিনি মতবিরোধপূর্ণ বিষয়টির ব্যাপারে তাঁর বিবেকের রায়কে কুরআনের তথ্য দিয়ে যথাযথভাবে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবেন।

তারপর মুয়ায (রা.) বলেছেন, বিরোধপূর্ণ বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে কোন বক্তব্য না থাকলে তিনি রাসূলের সুন্নাহ অনুযায়ী রায় দিবেন। পূর্বে আমরা এটাও জেনেছি, রাসূলের (সা.) হাদীসের বক্তব্য হচ্ছে– সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর সময় বিবেকের রায়কেও যথাযথ গুরুত্ব দিতে হবে। তাহলে আমরা সহজেই বলতে পারি, মুয়ায (রা.) এর বক্তব্য হচ্ছে বিরোধপূর্ণ বিষয়টির ব্যাপারে কুরআনে কোন বক্তব্য না পাওয়া গেলে তিনি ঐ ব্যাপারে তার বিবেকের রায়কে হাদীসের তথ্য দিয়ে যথাযথভাবে যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিবেন।

সবশেষে মুয়ায (রা.) বলেছেন, যদি কুরআন ও সুন্নাহে বিরোধপূর্ণ বিষয়টির ব্যাপারে কোন বক্তব্য না থাকে, তবে ইসলামকে জানা ও বুঝার জন্যে তৃতীয় যে উৎসটি আল্লাহ তাঁকে দিয়েছেন সেটি তথা বিবেক খাটিয়েই তিনি রায় দিয়ে দিবেন। অর্থাৎ মুয়ায (রা.) বলেছেন, এ ক্ষেত্রে তিনি তাঁর বিবেকের রায়কেই চূড়ান্ত ধরে সিদ্ধান্ত দিবেন।

www.pathagar.com

মুয়ায (রা.) এর বিরোধ নিষ্পত্তির এই ক্রমধারাটি শুনে রাসূল (সা.) যে অত্যন্ত খুশি হয়েছিলেন তা সহজেই বুঝা যায়, হাদীসটির শেষ অংশে উল্লিখিত রাসূল (সা.) এর বক্তব্য থেকে।

●●অতএব নিশ্চয়তা দিয়েই বলা যায়, ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের যে ফর্মুলাটি আমরা পূর্বে উল্লেখ করেছি তার পক্ষে সুন্নাহ বা হাদীসের দৃঢ় সমর্থন আছে।

ফর্মুলাটি যারা ব্যবহার করবে না তাদের ব্যাপারে কুরআনের বক্তব্য

পূর্বে উল্লিখিত (৫৮ নং পৃষ্ঠা) সূরা নিসা ৫৯ নং আয়াতের শেষের দিকে মহান আল্লাহ বলেছেন, মতবিরোধ নিষ্পত্তির জন্যে এই আয়াতে উল্লিখিত ফর্মুলাটি অনুসরণ করবে, যদি তোমরা আল্লাহ এবং পরকালে বিশ্বাসী হয়ে থাক। অর্থাৎ আল্লাহ এখানে বলেছেন, যারা ইচ্ছাকৃতভাবে এ আয়াতে উল্লিখিত মতবিরোধ নিরসনের ফর্মুলাটি অনুসরণ করবে না তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না। কী সাংঘাতিক কথা, তাই না?

তাই সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতের দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী আমরা বলতে পারি, কুরআনের বক্তব্য হচ্ছে, যারা ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে পুস্তিকায় উল্লিখিত কুরআন-সুন্নাহ-সমর্থিত ফর্মুলাটি ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যবহার করবে না তারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে না বলে আল্লাহ ঘোষণা করেছেন।

ফর্মুলাটি ব্যবহার করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে কার কতটুকু সময় লাগবে

আমরা জেনেছি, ফর্মুলাটি ব্যবহার করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে তিনটি মাধ্যমকে ব্যবহার করতে হবে। ঐ তিনটি মাধ্যমের মধ্যে একটি (বিবেক) সকল মানুষের মধ্যে সকল সময় উপস্থিত থাকে কিন্তু অপর দুটির (কুরআন ও সুন্নাহ) সকল তথ্য সকল মানুষের নিকট সকল সময় উপস্থিত থাকে না, এক সময় উপস্থিত থাকলে শীঘ্রই তা ভুলে যায় অথবা যেটুকু মনে আসে তার সঠিকত্বের ব্যাপারে দ্বিধা হয়। তাই ফর্মুলাটি ব্যবহার করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে কার কতটুকু সময় লাগবে, তা নির্ভর করবে নিম্নের বিষয়গুলোর ওপর–

- ❑ তার নিকট কী পরিমাণ কুরআন-হাদীসের নির্ভুল জ্ঞান সকল সময় উপস্থিত আছে,
- ❑ সে কত তাড়াতাড়ি কুরআন-হাদীস জানা ব্যক্তির নিকট থেকে বিষয়টির ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের বক্তব্য জেনে নিতে পারবে অথবা
- ❑ সে কত তাড়াতাড়ি নিজে বিষয়টি নিয়ে কুরআন-হাদীস যাচাই করে সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবে।

www.pathagar.com

অন্য কথায় বলা যায়, নীতিমালার ক্রমধারাটি ব্যবহার করে জ্ঞানের আওতার আসা কোন বিষয়ের সত্যতার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে নিম্নোক্তভাবে সময় লাগবে–

১. যাদের কুরআন-হাদীসের পুরো জ্ঞান আছে বা যাদের ফর্মুলাটি পুরো (Complete) করার জন্যে, বিষয়টি সম্বন্ধে কুরআন-হাদীসের প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো জানা আছে, তাদের চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে তেমন কোন সময়ই লাগাবে না।

২. যাদের কুরআন-হাদীসের তেমন জ্ঞান নেই বা বিষয়টির ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের তথ্যগুলো জানা নেই বা ভুলে গেছেন তারা কুরআন হাদীস জানা কোন ব্যক্তির নিকট থেকে ঐ বিষয়ের তথ্যগুলো জেনে নিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে পারেন। এভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে অনেকেরই তেমন সময় লাগবে না।

৩. যাদের বিষয়টির ব্যাপারে কুরআন-হাদীসের প্রয়োজনীয় তথ্যগুলো জানা নেই বা ভুলে গেছেন, তারা নিজেরাও ঐ বিষয়ে কুরআন-হাদীসের তথ্য যোগাড় করতে পারেন এবং সে তথ্য ব্যবহার করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে পারেন। এভাবে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে কিছু সময় লাগবে। আর এ সময়, কার জন্যে কতটুকু হবে তা নির্ভর করবে কে কত তাড়াতাড়ি কুরআন ও হাদীস থেকে তথ্য উদঘাটন করতে পারবেন তার উপর।

ফর্মুলাটি অনুযায়ী সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টারত অবস্থায় বিষয়টি আমল করা না করা

যে সকল ঈমানদারের কুরআন-হাদীসের জ্ঞান আছে, তারা যে কোন বিষয়ের ব্যাপারে ফর্মুলাটি ব্যবহার করে সঙ্গে সঙ্গে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবে এবং সে অনুযায়ী আমল শুরু করে দিবে। কিন্তু যাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে কম-বেশি কিছু সময় লাগবে, তারা বিষয়টি আমলের ব্যাপারে কী কর্মপদ্ধতি নিবে, তা একটা চিন্তার বিষয়। তাই চলুন, এখন তাদের ব্যাপারটি পর্যালোচনা করা যাক–

পূর্বেই আমরা জেনেছি (৪০ নং পৃষ্ঠা) যে, ইসলামী জীবন বিধানে বিবেক-সিদ্ধ বিষয়ের সংখ্যা বিবেকের বাইরের বা বিরুদ্ধ বিষয়ের সংখ্যার তুলনায় অনেক অনেক বেশি। তাই যাদের ফর্মুলাটি ব্যবহার করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে কিছু সময় লাগবে, তারা যদি তাদের বিবেকের রায় অনুযায়ী প্রথম থেকেই বিষয়টি আমল আরম্ভ করে দেয় তবে সবশেষে তাদের সওয়াব বা লাভ হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশি হবে, গুনাহ বা ক্ষতির তুলনায়। কারণ ফর্মুলাটি

www.pathagar.com

অনুযায়ী যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছার পর তারা দেখতে পাবে চূড়ান্ত রায়টি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাদের বিবেকের রায়ের অনুরূপ হয়েছে (তবে শর্ত এই যে, আমলটি সামাজিকভাবে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী হবে না) আর এ কথাটিই মহান আল্লাহ জানিয়ে দিয়েছেন পূর্বোল্লিখিত সূরা নিসার ৫৯ নং আয়াতের (৫৮ নং পৃষ্ঠা) শেষাংশে। যেখানে তিনি বলেছেন–

ذَلِكَ خَيْرٌ وَّأَحْسَنُ تَأْوِيْلاً.

অর্থ: এটাই সঠিক কর্মনীতি এবং পরিণতির দিক দিয়েও এটা উত্তম।

ব্যাখ্যা: পুস্তিকার উল্লিখিত ফর্মুলাটির মূল দিকগুলো প্রথমে উল্লেখ করে আয়াতটির শেষে মহান আল্লাহ বলছেন কোন বিষয়ের সঠিকত্বের সিদ্ধান্তে পৌঁছানো এবং সে অনুযায়ী আমল শুরু করার ব্যাপারে এই আয়াতে উল্লিখিত ফর্মুলাটি অন্য সকল ফর্মুলার চেয়ে উত্তম ও শেষ পরিণতির দৃষ্টিকোণ থেকেও ভাল। এই 'শেষ পরিণতির দৃষ্টিকোণ থেকেও' ফর্মুলাটি ভাল হওয়া কথাটির দুটি অর্থ হয়। যথা–

১. এই ফর্মুলাটি ব্যবহার করলে শেষ পর্যন্ত ভুল সিদ্ধান্তে পৌঁছা অসম্ভব হবে। কিন্তু অন্য কোন ফর্মুলায় তেমনটি হবে না।

২. প্রথম ধাপের রায় অর্থাৎ বিবেকের রায় অনুযায়ী আমল শুরু করে যাচাই শেষ করার পর সে আমল চূড়ান্তভাবে গ্রহণ বা বর্জন করলে ক্ষতির (গুনাহ) তুলনায় লাভ (সওয়াব) হবে অনেক অনেক বেশি। কারণ চূড়ান্ত রায়ের অধিকাংশই হবে বিবেকের রায়ের অনুরূপ। তাই যারা বিবেকের রায় অনুযায়ী প্রথম থেকেই চলবে তাদের লাভের পরিমাণ, ঐ ব্যক্তিদের তুলনায় অনেক বেশি হবে যারা যাচাই শেষ করে আমল শুরু বা বন্ধ করবেন।

ফর্মুলাটির প্রয়োগ ক্ষেত্রের ব্যাপকতা

সাধারণ জ্ঞানেই বুঝা যায় উল্লিখিত ফর্মুলাটি প্রয়োগ করা যাবে বা প্রয়োগ করা সিদ্ধ হবে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রগুলোতে–

১. নতুনভাবে জ্ঞানের আওতায় আসা যে কোন বিষয়ে,

২. আমল চালিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এমন কোন বিষয় হঠাৎ করে কারো বিবেকের বাইরে বা বিরুদ্ধ মনে হলে বা অন্য কেউ সেটি বিবেকের বাইরে বা বিরুদ্ধ বলে ধরিয়ে দিলে,

৩. আমল বন্ধ করে রাখা হয়েছিল এমন কোন বিষয় হঠাৎ কারো নিকট বিবেক-সিদ্ধ মনে হলে বা অন্য কেউ বিষয়টি বিবেক-সিদ্ধ বলে ধরিয়ে দিলে।

www.pathagar.com

জাতি বিধ্বংসী কিছু বিষয় বা কথা যা ফর্মুলাটি অনুসরণ করলে কোনমতেই চালু হতে পারত না

মুসলমান সমাজে এমন অনেক কথা ইসলামের কথা হিসেবে ব্যাপকভাবে চালু হয়ে গেছে, যেগুলো নিয়ে একটু চিন্তা করলে সহজেই বুঝা যায়, তা ইসলাম বা মুসলমান জাতির অপূরণীয় ক্ষতি করেছে এবং চালু থাকলে ভবিষ্যতেও করবে। ঐ কথাগুলোর সত্যতা যদি পুস্তিকায় উল্লিখিত ফর্মুলাটি অনুযায়ী যাচাই করা হতো, তবে কথাগুলো যে ইসলামসম্মত নয় তথা ভুল, তা অতি সহজেই ধরা পড়ত। চলুন, এখন জাতি বিধ্বংসী এমন কয়েকটি কথা বা বিষয়কে সংক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচনা করা যাক–

১. কুরআনের জ্ঞান অর্জনের গুরুত্ব অন্য অনেক আমল যেমন নামাজ, যাকাত, সিয়াম ইত্যাদির তুলনায় কম বা সমান এবং তা সকলের জন্যে ফরজ নয়

এ কথাটি সত্য বলে মুসলমান সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে। আর তাইতো দেখা যায়, যে সকল মুসলমান নিষ্ঠার সঙ্গে নামাজ, যাকাত, রোজা ইত্যাদি পালন করছেন, তাদেরও অধিকাংশের কুরআন পড়া সহীহ হয় না। আর যাদের সহীহ হয় তাদের অধিকাংশের কুরআনের জ্ঞান নেই।

কোন কাজ করে সফল হতে হলে প্রথমে সে কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সকল বিষয়, বিশেষ করে তার মৌলিকগুলো, নির্ভুলভাবে জানতে হয়। কোন কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলোর মধ্যে এটিই যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তা একটি অতি সাধারণ বিবেক-সম্মত কথা।

ইসলামের প্রথম স্তরের উদ্দেশ্য ও পাথেয়মূলক, সকল মৌলিক বিষয়, নির্ভুলভাবে লিখিত আছে আল-কুরআনে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তা থাকবে। তাই একজন মুসলমান, যিনি ইসলাম অনুসরণ করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে চান, তার প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ বা আমল হবে পুরো কুরআনের সাধারণ জ্ঞান অর্জন করা, এটি একটি অতি সাধারণ বিবেক-সম্মত কথা। আর সকল মুসলমান অর্থাৎ যিনিই ইসলাম অনুসরণ করতে যাবেন, তার জন্যে যে এটি প্রথম ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আমল হবে তাও একটি সাধারণ বিবেক-সম্মত কথা।

তাই ইসলামের অন্য আমল কুরআনের জ্ঞান অর্জনের চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং তা সকল মুসলমানের জন্যে ফরজ নয় (ফরজে কিফায়া), এ তথ্যটি একটি সম্পূর্ণ বিবেক-বিরুদ্ধ তথ্য। এ ব্যাপারে প্রচলিত কথাটি সত্য বলে গ্রহণ ও সে অনুযায়ী আমল করার আগে মুসলমান জাতি যদি পুস্তিকার উল্লিখিত, ফর্মুলাটি

www.pathagar.com

অনুযায়ী যাচাই করত, তাহলে বিষয়টি যে সম্পূর্ণ ভুল, তা সহজেই ধরা পড়ে যেত। কারণ এ রকম একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও বিবেক-বিরুদ্ধ বিষয় ইসলামে সত্য হতে হলে তার পক্ষে কুরআন ও হাদীসে প্রত্যক্ষ বক্তব্য থাকতে হবে এবং বিরোধী কোন বক্তব্য থাকা চলবে না। আর কুরআন-হাদীস যাচাই করলে মুসলমান জাতি সহজেই দেখতে পেত সেখানে বিষয়টির পক্ষে প্রত্যক্ষ (Direct) কোন বক্তব্যতো নেই-ই বরং সেখানে বিষয়টির বিরুদ্ধে অনেক প্রত্যক্ষ (Direct) ও পরোক্ষ (Indirect) বক্তব্য আছে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মুমিনের ১ নং কাজ কোনটি এবং শয়তানের ১ নং কাজ কোনটি' নামক পুস্তিকাটিতে।

২. (ইচ্ছাকৃতভাবে) অর্থ ছাড়া কুরআন পড়লেও প্রতি অক্ষরে দশ নেকী

এ কথাটিও মুসলমান সমাজে ব্যাপকভাবে চালু আছে এবং এর প্রভাবে অগণিত মুসলমান বেশি বেশি সওয়াব কামাই করার উদ্দেশ্যে না বুঝে কুরআন পড়া বা খতম দেয়ার জন্যে ব্যস্ত। ফলে তারা কুরআন পড়া সত্ত্বেও কুরআনের জ্ঞান থেকে দূরে থাকছে। তাই শয়তান, ইসলামের কথা বলে অনেক অনৈসলামিক কথা সহজেই তাদের গ্রহণ করাতে সফল হয়েছে এবং হচ্ছে।

সওয়াব অর্থ লাভ। দশ নেকী মানে দশ গুণ লাভ। কোন গ্রন্থ অর্থ ছাড়া বা না বুঝে পড়লে দশ গুণ লাভ হয়– এটি একটি চরম বিবেক-বিরুদ্ধ কথা। এ রকম কথা সত্য বলে গ্রহণ ও সে অনুযায়ী আমল করার আগে মুসলমান জাতি যদি পূর্বোল্লিখিত ফর্মুলা অনুযায়ী যাচাই করে নিত, তাহলে কথাটি যে সম্পূর্ণ ভুল তা সহজেই ধরা পড়ে যেত। কারণ এ রকম একটি চরম বিবেক-বিরুদ্ধ ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কথা ইসলাম-সিদ্ধ হতে হলে ফর্মুলা অনুযায়ী তার পক্ষে কুরআন-হাদীসে প্রত্যক্ষ বক্তব্য থাকতে হবে এবং তথায় এর বিপক্ষে প্রত্যক্ষ (Direct) বা পরোক্ষ (Indirect) কোন বক্তব্য থাকা চলবে না। কিন্তু কুরআন-হাদীস যাচাই করলে মুসলমানরা দেখতে পেত তথায় কথাটির পক্ষে প্রত্যক্ষ কোন বক্তব্য তো নেই-ই বরং তার বিপক্ষে অনেক প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বক্তব্য আছে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি, 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী ইচ্ছাকৃতভাবে জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্য ছাড়া কুরআন পড়লে গুনাহ না সওয়াব?' নামক বইটিতে।

৩. ওজু ছাড়া কুরআন পড়া যাবে কিন্তু স্পর্শ করা যাবে না

এ কথাটিও সাধারণ মুসলমানরা ব্যাপকভাবে জানে ও মানে। একজন মানুষের জাগ্রত অবস্থায় বেশির ভাগ সময় ওজু থাকে না। তাই কথাটি একজন মুসলমানের জাগ্রত জীবনের বেশিরভাগ সময় কুরআন শরীফকে ধরে পড়ার

www.pathagar.com

পথে বিরাট প্রতিবন্ধকতা। অন্য কথায় এ কথাটি মুসলমানদের কুরআনের জ্ঞান অর্জনের সময় ব্যাপকভাবে কমিয়ে দিয়েছে।

কোন গ্রন্থ পড়ার কাজটি তা স্পর্শ করা কাজটি অপেক্ষা অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কোন অবস্থায় একটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা যাবে কিন্তু কম গুরুত্বপূর্ণ কাজ করা যাবে না, এটি একটি চরম বিবেক-বিরুদ্ধ কথা। ইসলাম স্বীকৃত ফর্মুলা অনুযায়ী এমন একটি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিবেক-বিরুদ্ধ কথা ইসলামে গ্রহণযোগ্য হবে যদি এর পক্ষে প্রত্যক্ষ (Direct) কোন কথা কুরআন বা হাদীসে থাকে এবং বিপক্ষে কোন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কথা না থাকে। কিন্তু কুরআন হাদীস যাচাই করলে দেখা যায়, তথায় কথাটির পক্ষে প্রত্যক্ষ কোন বক্তব্য তো নেই-ই বরং সেখানে এর বিপক্ষে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অনেক বক্তব্য আছে।

৪. আনুষ্ঠানিক কাজের শুধু অনুষ্ঠান করলেই (সওয়াব) কল্যাণ পাওয়া যায়

পৃথিবীতে মানুষের তৈরি আনুষ্ঠানিক কাজের কয়েকটি হচ্ছে স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা, ইউনিভার্সিটি ইত্যাদির শিক্ষা। এ আনুষ্ঠানিক কাজগুলো পর্যালোচনা করলে সহজেই বুঝা যায়, ঐ কাজগুলোর প্রতিটি অনুষ্ঠান তৈরি করা হয়েছে কিছু না কিছু শিক্ষা দেয়ার জন্যে। আর আনুষ্ঠানগুলো করে তা থেকে ঐ শিক্ষাগুলো নিয়ে সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করলেই শুধু আনুষ্ঠানিক কাজটির অভীষ্ট উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়। অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক কাজটি পালন করে লাভ হয়। যে কোন আনুষ্ঠানিক কাজের ব্যাপারে এ কথাগুলো যে সঠিক বা বিবেক-সিদ্ধ তা সহজেই বুঝা যায়।

মহান আল্লাহ ঈমান আনা, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত ইত্যাদি নামের কিছু আনুষ্ঠানিক আমল বা কাজ প্রণয়ন করে তা মানুষকে করার জন্যে নির্দেশ দিয়েছেন। এই আমলগুলোর প্রতিটি অনুষ্ঠান আল্লাহ প্রণয়ন করেছেন কিছু না কিছু শিক্ষা দেয়ার জন্যে। আমলগুলোরও (কাজগুলোর) প্রতিটি অনুষ্ঠান নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করে, প্রথমে তা থেকে মহান আল্লাহর দিতে চাওয়া শিক্ষাগুলো নিতে হবে। তারপর সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে। যদি আনুষ্ঠানিক আমলটির উদ্দেশ্য সাধন করতে হয়। অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক আমলটি পালন করে যদি লাভ বা সওয়াব পেতে হয়। এটিও একটি সাধারণ বিবেকসম্মত কথা।

অবাক কাণ্ড হচ্ছে, বর্তমান বিশ্বের মুসলমানদের অধিকাংশই মনে করেন, ঐ আনুষ্ঠানিক আমলগুলোর শুধু অনুষ্ঠানটিই আরকান-আহকাম মেনে করলে তা থেকে সকল সওয়াব বা লাভ আল্লাহর নিকট থেকে পাওয়া যাবে। কাজগুলো সম্বন্ধে ঐরকম ধারণা যে তারা রাখেন, তা বুঝা যায় তাদের কাজগুলো করার ধরন এবং কাজগুলোর বিভিন্ন অনুষ্ঠান থেকে আল্লাহ যে শিক্ষাগুলো দিতে চেয়েছেন, সে শিক্ষাগুলোর তেমন কোন উপস্থিতি, তাদের ব্যক্তি ও সমাজে না থাকা দেখে।

www.pathagar.com

ঐ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আনুষ্ঠানিক আমলগুলোর ব্যাপারে বিবেক-বিরুদ্ধ ঐ ধরনের সিদ্ধান্ত, উপস্থাপিত ফর্মুলা অনুযায়ী শুধু তখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যখন তার পক্ষে কুরআন ও হাদীসে প্রত্যক্ষ বক্তব্য থাকবে এবং তার বিপক্ষে তথায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোন বক্তব্য থাকবে না। অথচ কুরআন-হাদীস যাচাই করলে সহজেই দেখা যায়, ঐ আনুষ্ঠানিক আমলগুলোর অনুষ্ঠান করে তা থেকে শিক্ষা নিয়ে সে শিক্ষা বাস্তবে প্রয়োগ না করলে তাতে কোন লাভ বা সওয়াব হবে না বা তাতে বেহেশতে না যেয়ে দোযখে যেতে হবে, এমন অনেক কথা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেখানে উল্লেখ করা আছে।

৫. কোন কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত মৌলিক বিষয়গুলোর কিছু বা অনেকটি বাদ দিলেও সে কাজ সফল হয়

যে কোন কাজের সাথে সম্পর্কযুক্ত মৌলিক বিষয়গুলোর একটিও বাদ দিলে ঐ কাজে মৌলিক ত্রুটি রয়ে যায়, ফলে ঐ কাজটি পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। এটি একটি সাধারণ বিবেক-সম্মত কথা। তাই ইসলামী জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত মৌলিক বিষয়গুলোর একটিও ইচ্ছাকৃতভাবে বাদ গেলে পুরো ইসলামী জীবন ব্যর্থ হবে অর্থাৎ দুনিয়া ও আখিরাতে শাস্তি পেতে হবে, এটিও একটি সাধারণ বিবেকসম্মত কথা। অথচ নিষ্ঠাবান মুসলমানদের অনেকেই ধারণা করে নিয়েছেন এবং সে অনুযায়ী আমলও করছেন যে, ইসলামের কিছু কিছু মৌলিক কাজ করলেও তারা দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হয়ে যাবেন।

ইসলামের সকল প্রথম স্তরের, উদ্দেশ্য ও পাথেয়মূলক মৌলিক বিষয়গুলো মহান আল্লাহ উল্লেখ করে রেখেছেন আল-কুরআনে। তাই মুসলমানদের ঐ রকম ধারণা, ফর্মুলা অনুযায়ী ইসলামে গ্রহণযোগ্য হতে হলে তার পক্ষে কুরআন বা হাদীসের প্রত্যক্ষ বক্তব্য থাকতে হবে এবং বিপক্ষে কোন বক্তব্য থাকা চলবে না। অথচ কুরআন যাচাই করলে দেখা যায়, আল-কুরআনের মূল বিষয়গুলোর কিছু মানলে ও অনুসরণ করলে আর কিছু না মানলে ও অনুসরণ না করলে, দুনিয়ায় লাঞ্ছনা ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি হবে- এ কথা প্রত্যক্ষভাবে তথায় লেখা আছে।

৬. ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য নয় বরং উপাসনামূলক ইবাদতগুলোর অনুষ্ঠানগুলো করাই মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য মনে করা

যে মহান আল্লাহ নিজে রহিম (رحيم) অর্থাৎ মানুষের জন্যে পরম দয়ালু ও করুণাময় হিসেবে ঘোষণা করেছেন, সেই আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হবে– তাঁর সৃষ্টি করা মানুষ অন্যায়, অত্যাচার, অবিচার, শোষণ, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, সন্ত্রাস, অর্ধাহার, অনাহার, বস্ত্রের অভাব, বাসস্থানের অভাব, চিকিৎসার অভাব,

www.pathagar.com

চুরি, ডাকাতি, বদমায়েশী, সুদ, ঘুষ ইত্যাদি অবস্থায় পড়ে মানবেতর জীবন-যাপন করছে কিনা সে দিকে দৃষ্টি না দিয়ে, নামাজ, রোজা, হজ্জ, যাকাত, তাসবীহ-তাহলীল ইত্যাদি ইবাদতগুলোর শুধু অনুষ্ঠান করা- এটি একটি চরম বিবেক-বিরুদ্ধ কথা। অর্থাৎ ন্যায়ের বাস্তবায়ন ও অন্যায়ের প্রতিরোধ আল্লাহর মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য না হয়ে উপাসনামূলক ইবাদতগুলোর শুধু অনুষ্ঠান করা মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য হবে- এটি মানা ও সে অনুযায়ী আমল করা একটি চরম বিবেক-বিরুদ্ধ বিষয়। অবাক ব্যাপার হচ্ছে, বর্তমান বিশ্বের অসংখ্য (শিক্ষিত বা অশিক্ষিত) নিষ্ঠাবান মুসলমান মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঐ রকম ধারণা পোষণ করেন এবং সে অনুযায়ী আমলও করেন।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে ঐ রকম একটি বিবেক-বিরুদ্ধ কথা পুস্তিকায় উপস্থাপিত ফর্মুলা অনুযায়ী শুধু তখনই ইসলামে গ্রহণযোগ্য হতে পারে, যখন ঐ কথার পক্ষে কুরআনে ও হাদীসে প্রত্যক্ষ (Direct) বক্তব্য থাকবে এবং তথায় তার বিপক্ষে কোন বক্তব্য থাকবে না। কিন্তু কুরআন-হাদীস যাচাই করলে সহজেই দেখা যায়, ঐ কথার পক্ষে কুরআন-হাদীসে প্রকৃতপক্ষে কোন বক্তব্য নেই এবং তার বিপক্ষে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেক কথা আছে। বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি, 'পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য' নামক বইটিতে।

সুধী পাঠক

এভাবে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, বর্তমান বিশ্বের মুসলমান সমাজে এমন অনেক কথা ইসলামের কথা হিসেবে চালু আছে এবং তার উপর ব্যাপকভাবে আমল করা হচ্ছে, যা আসলে কুরআন-সুন্নাহে নাই বা তা কুরআন-সুন্নাহ তথা ইসলাম-বিরুদ্ধ। আর এটাও সহজে বুঝা যায়, ঐ কথাগুলো ইসলাম তথা মুসলমানদের অকল্পনীয় ক্ষতি করেছে, করছে এবং চালু থাকলে ভবিষ্যতেও করবে। অথচ পুস্তিকায় উল্লিখিত কুরআন-সুন্নাহ সমর্থিত ফর্মুলা অনুযায়ী ঐ সকল বিষয় যাচাই করলে অতি সহজে বুঝা যায় যে, বিষয়গুলো কুরআন সুন্নাহ তথা ইসলামের দৃষ্টিতে ভুল বা তা ইসলাম-বিরুদ্ধ।

তাই আমার মনে হয়, ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে পুস্তিকায় উল্লিখিত কুরআন, হাদীস ও বিবেক সমর্থিত, ফর্মুলাটি জানা ও মনে রাখা, প্রতিটি মুসলমানের অবশ্যই দরকার। এটা করলে প্রত্যেক মুসলমান নিজ থেকে কুরআন-হাদীস থেকে তথ্য বের করে নিয়ে বা অন্য কারো নিকট থেকে তা জেনে নিয়ে ঐ ফর্মুলা অনুযায়ী সে তথ্যগুলোকে যথাযথভাবে ব্যবহার করে, অতীত, বর্তমান বা ভবিষ্যতের যে কোন বিষয়, ইসলামী দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী সত্য কিনা সে ব্যাপারে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারবে এবং সে অনুযায়ী আমল করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হতে পারবে।

www.pathagar.com

শেষ কথা

ইসলামের সঠিক জ্ঞান এবং সে অনুযায়ী আমল না থাকলে একজন মানুষের দুনিয়া ও আখিরাতের পুরো জীবন ব্যর্থ হবে- এটি সহজ বোধগম্য একটি বিষয়। তাই ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ইসলামী জ্ঞানের মূল উৎস হওয়ার ব্যাপারে পুস্তিকায় উল্লিখিত তথ্যগুলো এবং ঐ উৎসসমূহ ব্যবহারের উপস্থাপিত ফর্মুলাটি প্রতিটি মুসলমানের জানা, বুঝা ও মনে রাখা অবশ্যই দরকার। আল্লাহ আমাদের সকলকে এ ব্যাপারে তৌফিক দান করুন।

শুধরানোর জন্যে মুসলিম ভাইয়ের বক্তব্য বা লিখায় থাকা ভুল তথ্য ধরিয়ে দেয়ার ঈমানী দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে সকল শ্রদ্ধেয় পাঠককে আহ্বান জানিয়ে এবং সকলের নিকট দোয়া চেয়ে শেষ করছি। আল্লাহ হাফেজ!

সমাপ্ত

www.pathagar.com

লেখকের বইসমূহ

❑ পবিত্র কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী –

১. মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য
২. নবী রাসুল (আ.) প্রেরণের উদ্দেশ্য এবং তাঁদের সঠিক অনুসরণের মাপকাঠি
৩. নামাজ কেন আজ ব্যর্থ হচ্ছে?
৪. মুমিনের ১নং কাজ এবং শয়তানের ১ নং কাজ
৫. ইবাদাত কবুলের শর্তসমূহ
৬. বিবেক-বুদ্ধির গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
৭. ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ ছাড়া কুরআন পড়া গুনাহ না সওয়াব?
৮. ইসলামের মৌলিক বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস কোন্‌গুলো তা জানা ও বুঝার সহজতম উপায়
৯. ওজু ছাড়া কুরআন স্পর্শ করলে গুনাহ হবে কি হবে না
১০. আল-কুরআনের পঠন পদ্ধতি প্রচলিত সুর না আবৃত্তির সুর?
১১. যুক্তিসংগত ও কল্যাণকর আইন কোন্‌টি?
১২. ইসলামের নির্ভুল জ্ঞান অর্জনের জন্যে কুরআন, হাদীস ও বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহারের ফর্মুলা
১৩. ইসলামী জীবন বিধানে বিজ্ঞানের গুরুত্ব কতটুকু এবং কেন?
১৪. মু'মিন ও কাফিরের সংজ্ঞা এবং শ্রেণী বিভাগ
১৫. 'ঈমান থাকলেই বেহেশত পাওয়া যাবে' বর্ণনা সম্বলিত হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা
১৬. শাফায়াতের দ্বারা কবীরা গুনাহ ও দোযখ থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে কি?
১৭. 'তাকদীর পূর্ব নির্ধারিত' – কথাটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা
১৮. সওয়াব ও গুনাহ মাপার পদ্ধতি- প্রচলিত ধারণা ও সঠিক চিত্র
১৯. হাদীসশাস্ত্র অনুযায়ী, সহীহ হাদীস বলতে নির্ভুল হাদীস বুঝায় কি?
২০. কবীরা গুনাহসহ মৃত্যুবরণকারী মু'মিন দোযখ থেকে মুক্তি পাবে কি?
২১. অন্ধ অনুসরণ সকলের জন্যে শিরক বা কুফরী নয় কি?
২২. গুনাহের সংজ্ঞা ও শ্রেণী বিভাগ
২৩. অমুসলিম সমাজ বা পরিবারে মানুষের অজানা মু'মিন ও বেহেশতী ব্যক্তি আছে কিনা ?
২৪. 'আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু হয়' তথ্যটির প্রচলিত ও প্রকৃত ব্যাখ্যা

www.pathagar.com

প্রাপ্তিস্থান

- আধুনিক প্রকাশনী
  প্রধান কার্যালয়: ২৫ শিরিশদাস লেন, বাংলাবাজার, ঢাকা, ফোন: ৭১১৫১৯১ শাখা
  অফিস: ৪৩৫/৩/২ ওয়ার্লেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার, ফোন: ৯৩৩৯৪৪২
- ইনসাফ ডায়াগনস্টিক সেন্টার ও দি বারাকাহ কিডনী হাসপাতাল
  ১২৯ নিউইস্কাটন রোড, ঢাকা। ফোন: ৯৩৫০৮৮৪, ৯৩৫১১৬৪, ০১৭১৬৩০৬৬৩১
- দি বারাকাহ জেনারেল হাসপাতাল , ৯৩৭ আউটার সার্কুলার রোড
  রাজারবাগ, ঢাকা। ফোন : ৯৩৩৭৫৩৪, ৯৩৪৬২৬৫
- আহসান পাবলিকেশন, কাঁটাবন, মগবাজার, বাংলাবাজার, ঢাকা
  ফোন: ৯৬৭০৬৮৬, ৭১২৫৬৬০, ০১৭১১৭৩৪৯০৮
- তাসনিয়া বই বিতান
  ৪৯১/১ ওয়্যারলেছ রেলগেইট, বড় মগবাজার, ঢাকা। ফোন: ০১৭১২-০৪৩৫৪০
- ইসলাম প্রচার সমিতি, কাঁটাবন, ঢাকা। ফোন : ৮৬২৫০৯৭
- মহানগর প্রকাশনী, ৪৮/১ পুরানা পল্টন, ঢাকা-১০০০
  ফোন : ৯৫৬৬৬৫৮-৯, ০১৭১১-০৩০৭১৬
- এছাড়াও অভিজাত লাইব্রেরীসমূহে

www.pathagar.com

লেখক পরিচিতি

ডাঃ মোঃ মতিয়ার রহমানের জন্ম বাংলাদেশের খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানার আরাজি-ডুমুরিয়া গ্রামের এক ধার্মিক পরিবারে। নিজ গ্রামের মাদ্রাসায় তাঁর শিক্ষা জীবন আরম্ভ। ছয় বছর মাদ্রাসায় পড়ার পর তাঁকে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ডুমুরিয়া হাইস্কুলে ভর্তি করা হয়। ১৯৬৮ ও ১৯৭০ সালে তিনি যথাক্রমে ডুমুরিয়া হাইস্কুল ও সরকারী বি.এল কলেজ, দৌলতপুর, খুলনা থেকে কৃতিত্বের সাথে এস.এস.সি এবং এইচ.এস.সি পাস করেন। এরপর ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে ১৯৭৭ সালে MBBS পাস করেন। দ্বিতীয় ও ফাইনাল প্রফেশনাল MBBS পরীক্ষায় তিনি ঢাকা ভার্সিটিতে যথাক্রমে ৬ষ্ঠ ও ১০ম স্থান অধিকার করেন।

MBBS পাস করে তিনি সরকারী চাকুরীতে যোগ দেন এবং ১৯৭৯ সালে ইরাক সরকারের চাকুরী নিয়ে সেদেশে চলে যান। ৪ বৎসর ইরাকের জেনারেল হাসপাতালে সার্জারি বিভাগে চাকুরী করার পর তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য ইংল্যান্ডে যান এবং ১৯৮৬ সালে গ্লাসগো রয়েল কলেজ অফ ফিজিসিয়ানস এন্ড সার্জনস থেকে জেনারেল সার্জারিতে FRCS ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৮৭ সালে বাংলাদেশে ফিরে এসে ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল ইনস্টিটিউট হাসপাতালের সার্জারি বিভাগে কনসালট্যান্ট হিসেবে যোগদান করেন।

বর্তমানে তিনি ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের প্রফেসর অব সার্জারি এবং ল্যাপারোসকোপ (Laparoscope) যন্ত্রের দ্বারা পিত্ত-থলির পাথর (Gall Bladder Stone) অপারেশনে, একক হাতে (Single handed) করা, বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশী অভিজ্ঞ সার্জন (Surgeon)।